পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের মাঝে এক অপরূপ ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 29, Issue No.: 242 Thursday, 1 August, 2024 ❋ ২৯ বর্ষ, ২৪২ সংখ্যা ❋ ১৬ শ্রাবণ ১৪৩১, বৃহস্পতিবার, ১ আগস্ট, ২০২৪ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য- ৩ টাকা

নতুন কিছু সংযোজন হবে ডায়মন্ড হারবার মডেলে? আগস্টেই বৈঠকে বসবেন অভিষেক

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩১ জুলাইঃ সেই করোনার সময় থেকেই 'ডায়মন্ড হারবার মডেল' রাজ্য-রাজনীতির অন্যতম চর্চার বিষয়। লোকসভা নির্বাচনের সময় ভোটের প্রচারে গিয়ে সেখানকার সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ডায়মন্ড হারবার কেন্দ্রের উন্নয়নে প্রতি বছরে, প্রতি মাসে ও প্রতি ঘণ্টায় কত টাকা খরচ হয়েছিল তাঁর একটি হিসাব দিয়েছিলেন। এমনকী বাকি লোকসভা কেন্দ্রগুলিতেও 'ডায়মন্ড হারবার মডেল' চালু হবে বলেও জানিয়েছিলেন তিনি। পরবর্তীতে নির্বাচনে বিপুল ভোটে জেতার পর ডায়মন্ড হারবারের উন্নয়ন নিয়ে প্রশাসনিক বৈঠকে বসতে চলেছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। দিল্লি থেকে ফিরেই ডায়মন্ড হারবারের উন্নয়ন নিয়ে এই বৈঠকে বসবেন তিনি। প্রাথমিকভাবে অনুমান, তাঁর

'ডায়মন্ড হারবার মডেলে' হতে পারে নতুন কোনও সংযোজন। জেলা তৃণমূল সূত্রের দাবি, আগামী ১০ আগস্ট ডায়মন্ড হারবারের ওই বৈঠক হতে চলেছে। যদিও এনিয়ে প্রশাসনিক ভাবে কোনও বিজ্ঞপ্তি জারি হয়নি। তবে ১০ তারিখকে মাথায় রেখেই প্রস্তুতি চলছে বৈঠকের। ডায়মন্ড হারবারের রবীন্দ্র ভবনে এই প্রশাসনিক বৈঠক অনুষ্ঠিত করার প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে। সদ্য সমাপ্ত লোকসভা নির্বাচনে ডায়মন্ড হারবার থেকে সর্বোচ্চ ভোটে জিতেছেন অভিষেক। গোটা দেশের মধ্যে যা রেকর্ড হিসাবে গণ্য। ভোট পর্ব মিটতেই এবার সংসদীয় এলাকায় উন্নয়নের কাজ শুরু করবেন অভিষেক। তাঁর 'ডায়মন্ড হারবার মডেল' বহু ক্ষেত্রে আলোচনায় উঠে এসেছে একাধিকবার। এবার এই উন্নয়ন মডেলে নতুন কী কী সংযোজন হবে তা নিয়ে পরিকল্পনা নিতে পারে সংসদ অভিষেক বলে খবর সূত্রের। সেই সঙ্গে চলমান প্রকল্প গুলির অগ্রগতির হিসেব ও নেবেন সাংসদ।

এলপিজি, সিএনজি'র চেয়ে সস্তায় গ্যাস দেবে এই সংস্থা, নবান্নে হল বৈঠকও

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩১ জুলাইঃ সবকিছু ঠিক থাকলে অদূর ভবিষ্যতে এলপিজি, সিএনজি এর চেয়েও সস্তায় গ্যাস মিলবে রাজ্যে। এ ব্যাপারে আগেই মন্ত্রিসভার বৈঠকে আলোচনা হয়েছিল। এবার নবান্নে রাজ্যের মুখ্য সচিবের সঙ্গে বৈঠক করলেন রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা গেইল-এর প্রতিনিধিরা। নবান্ন সূত্রের খবর, দেশের বৃহত্তম এই গ্যাস সংস্থা রাজ্যে ২৪৩৩ কোটি টাকার পাইপলাইন প্রকল্প তৈরি করছে। পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী, পাইপলাইনের

মাধ্যমে রাজ্যে রান্নার গ্যাস সরবরাহ করবে এই সংস্থা। বুধবারের বৈঠকে হাজির ছিলেন সংস্থার একাধিক পদস্থ কর্তা। রান্নার গ্যাসের সিলিন্ডারের যে ভাবে দাম বাড়ছে তাতে মধ্যবিত্তের নাভিঃশ্বাস উঠেছে। তাই নায্য মূল্যে পাইপ লাইনের মাধ্যমে গ্যাস সরবরাহ প্রকল্পের রূপায়ণ করতে চাইছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকার। রাজ্য সরকারের প্রস্তাবিত এই প্রকল্পের নাম 'সিটি গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন প্রজেক্ট'। এই প্রকল্পের মাধ্যমেই রাজ্যে পাইপলাইনের মাধ্যমে বাড়ি বাড়ি রান্নার গ্যাস সরবরাহ করা হবে। সূত্রের খবর, প্রথম দফায় কলকাতার পাশাপাশি দক্ষিণবঙ্গের হাওড়া, হুগলি, দুই চব্বিশ পরগনা এবং নদিয়া জেলায় চালু হয়ে যাবে এই পরিষেবা। পরবর্তীকালে বাকি জেলাতেও পাইপলাইনের মাধ্যমে রাজ্যে ন্যায্য দামে রান্নার গ্যাস সরবরাহ করবে সংশ্লিষ্ট সংস্থা।

আর কোনোদিন 'আইএএস' হওয়া হবে না বিতর্কিত পূজার

নয়াদিল্লি, ৩১ জুলাইঃ শিক্ষানবীশ আইএএস পূজা খেড়করের আমলা হওয়ার স্বপ্ন খতম। বুধবার ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশন বা ইউপিএসসি কর্তৃপক্ষ পূজা খেড়করের প্রার্থীপদ বাতিল করে দিয়েছে। এমনকী ভবিষ্যতেও তিনি আর পরীক্ষায় বসতে পারবেন না। ভুয়ো পরিচয়ে একাধিকবার তিনি পরীক্ষা দিয়েছিলেন বলে ইউপিএসসি তাঁকে দোষী সাব্যস্ত করেছে। ইউপিএসসি এদিন এক বিবৃতিতে বলেছে, খেড়কর সিভিল সার্ভিসেস পরীক্ষার বিধিভঙ্গ করেছেন বলে দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন। এ বিষয়ে তাঁকে একটি শোকজ নোটিস দেওয়া হয়েছিল। গত ১৮ জুলাই পাঠানো ওই নোটিসে ২৫ জুলাইয়ের মধ্যে জবাব দিতে বলা হয়েছিল। শোকজের জবাব দেওয়ার বদলে ৩৪ বছর বয়সি শিক্ষানবীশ আইএএস চাকরিপ্রার্থী ৪ আগস্ট পর্যন্ত সময়বৃদ্ধির আবেদন করেছিলেন। কিন্তু, ইউপিএসসি তাঁকে ৩০ জুলাই পর্যন্ত সময় দেয়। এবং জানিয়ে দেওয়া হয় এটাই চূড়ান্ত সময়সীমা। এরপর কোনওভাবেই সময় বাড়ানো হবে না। পূজা খেড়করকে এও জানিয়ে দেওয়া হয় যে, এরমধ্যে উত্তর না পেলে কর্তৃপক্ষ ব্যবস্থা নেবে। বিবৃতিতে তদন্তকারী প্যানেল জানিয়েছে, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বক্তব্য জানাতে বলা হলেও ওদিক থেকে কোনও জবাব মেলেনি।

কর্তৃপক্ষ যাবতীয় নথিপত্র খতিয়ে দেখে তাঁকে দোষী সাব্যস্ত করে। প্রসঙ্গত, পূজা খেড়কর বিতর্কে জড়িয়ে পড়েন গত জুন মাসে। সেই সময় তিনি প্রথম কাজে যোগ দিয়েই নীলবাতি লাগানো ব্যক্তিগত অডি গাড়ি ব্যবহার শুরু করেন। যাতে মহারাষ্ট্র সরকারের নাম খোদাই করা ছিল। এছাড়াও তিনি ওই পদে যেসব সুযোগ-সুবিধা পাওয়ার কথা নয়, তা দাবি করেছিলেন। এর জন্য তাঁকে বদলি করে দেওয়া হয়। তারপর জানা যায়, তিনি পরীক্ষায় বসা ও উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য ভুয়ো বিশেষভাবে সক্ষম শংসাপত্র দাখিল করেছেন। এমনকী এ ব্যাপারে বিভাগীয় শারীরিক পরীক্ষাতেও একাধিকবার হাজির হননি। শুধু তাই নয়, তিনি অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণির শংসাপত্র দিলেও দেখা যায় তাঁর বাবা প্রাক্তন রাজ্য সরকারি কর্মী দিলীপ খেড়করের ৪০ কোটি টাকার সম্পত্তি আছে। এরপর এক ভাইরাল ভিডিওতে দেখা যায়, পূজার মা মনোরমা খেড়কর পিস্তল হাতে এক কৃষককে শাসাচ্ছেন। এভাবেই একের পর এক বিতর্কে জড়িয়ে পড়ে গোটা পরিবার।

ফিরল কাঞ্চনজঙ্ঘার স্মৃতি!

রাঙাপানিতে এবার লাইনচ্যুত মালগাড়ি

দুরন্ত বার্তা, নিউ জলপাইগুড়ি, ৩১ জুলাইঃ আবার সেই ফাঁসিদেওয়ার রাঙাপানি। আবার ট্রেন দুর্ঘটনা। কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস দুর্ঘটনার দেড় মাসের মধ্যে এ বার একটি মালগাড়ি লাইনচ্যুত হল। এই দুর্ঘটনায় হতাহতের কোনও খবর নেই। স্থানীয় সূত্রে খবর, বুধবার সকালে তেলবোঝাই

একটি মালগাড়ি নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনের অদূরে রাঙাপানি এলাকায় লাইনচ্যুত হয়। দুটি ওয়াগন রেললাইন থেকে নীচে নেমে যায়। বড় কোনও ক্ষয়ক্ষতির খবর মেলেনি। হতাহতেরও খবর নেই। কিন্তু দেড় মাস আগে ওই জায়গায় কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস দুর্ঘটনা এবং মঙ্গলবার ঝাড়খণ্ডে হাওড়া-মুম্বই মেলের দুর্ঘটনার প্রেক্ষিতে এই বেলাইনের ঘটনা 'তাৎপর্যপূর্ণ'। রেল সূত্রে খবর, ইতিমধ্যে মালগাড়িটিকে সরিয়ে রেললাইন সারানোর কাজে হাত লাগানো হয়েছে। তবে ওই লাইনে ট্রেন চলাচল আপাতত বন্ধ রাখা হয়েছে। ওই দুর্ঘটনার পরে প্রতিক্রিয়া দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এক্স হ্যান্ডলে (সাবেক টুইটার) তিনি লেখেন, ''মাত্র ছয় সপ্তাহ আগে মর্মান্তিক দুর্ঘটনা হয়েছিল রাঙাপানিতে। সেখানে আবারও রেল দুর্ঘটনা! যা ঘটছে, তা নিয়ে আমরা অত্যন্ত চিন্তিত।'' উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক সব্যসাচী দে জানিয়েছেন, বুধবারের দুর্ঘটনার পরে শিলিগুড়ি-বাগডোগরা লাইন দিয়ে ঘুরিয়ে দেওয়া হচ্ছে বেশ কিছু ট্রেন। তিনি আরও বলেন, ''মালগাড়ির দুটি ওয়াগন লাইনচ্যুত হয়েছে। এর ফলে আপ এবং ডাউন লাইন বন্ধ হয়ে গিয়েছে। আমরা পরিষেবা স্বাভাবিক করার চেষ্টা করছি।'' গত ১৭ জুন, সোমবার আগরতলা থেকে শিয়ালদহের দিকে যাওয়ার পথে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস। নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশন থেকে সোমবার সকালে নির্ধারিত সময়েই রওনা দিয়েছিল দূরপাল্লার ট্রেনটি। ফাঁসিদেওয়ার রাঙাপানি স্টেশনের কাছে আচমকা ওই ট্রেনটিকে পিছন দিক থেকে একটি মালগাড়ি এসে ধাক্কা মারে। কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেসের চারটি কামরা লাইনচ্যুত হয়। তার মধ্যে অন্তত দু'টি কামরা মালবাহী ট্রেনের। ওই ঘটনায় ১০ জনের মৃত্যু হয়। মৃতদের মধ্যে ছিলেন মালগাড়ির চালকও। আহত হন ৪১ জনের বেশি। দুর্ঘটনার দিনই রেলের তরফে একাধিক কর্তা অভিযোগ করেছিলেন, মালগাড়ির চালক সিগন্যাল মানেননি। রেলকর্মীদের একাংশ দাবি করেন, যে 'কাগুজে সিগন্যাল' রাঙাপানি স্টেশনের স্টেশনমাস্টার দিয়েছিলেন মালগাড়ির চালককে, সেখানে গতিবেগ নিয়ন্ত্রণের কথা লেখা ছিল না। অন্য দিকে, মঙ্গলবার ভোর পৌনে ৪টে নাগাদ ঝাড়খণ্ডের চক্রধরপুরের কাছে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে হাওড়া থেকে মুম্বইগামী হাওড়া-সিএসএমটি এক্সপ্রেস। বেলাইন হয়ে যায় ট্রেনের অন্তত ১৮টি কামরা। সংবাদ সংস্থা পিটিআই সূত্রে জানা যায়, দুর্ঘটনায় দু'জনের মৃত্যু হয়েছে। আহত কমপক্ষে ২০ জন যাত্রী। আহতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। যে জায়গায় মুম্বইগামী ট্রেনটি দুর্ঘটনার কবলে পড়ে, তার কাছেই একটি মালগাড়িও বেলাইন হয়। ওই দুর্ঘটনা নিয়ে আলোচনাসমালোচনার মধ্যেই রাঙাপানিতে মালগাড়ি দুর্ঘটনা হল।

হকারদের জবরদখল নিয়ে কড়া অবস্থানের পর আরও এক কঠোর সিদ্ধান্তের পথে পুরসভা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩১ জুলাইঃ হকারের পর এবার শহরের অবশিষ্ট ট্যানারি সন্ধানে কমিটি গড়ল পুরসভা। বুধবার কলকাতা পুরসভায় রাজ্যের দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ, কলকাতা পুলিশ এবং পুরসভাকে নিয়ে ত্রিপাক্ষিক বৈঠক হয়। সেই বৈঠকেই সিদ্ধান্ত হয়েছে তিলজলা তপসিয়া পার্ক সার্কাস এলাকায় ট্যানারির সন্ধানে অভিযান চালাবে পুরসভা। সহযোগিতা করবে রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ ও কলকাতা পুলিশ। সেইমতো বৈঠক হয় পুরসভায়। প্রসঙ্গত, ১৯৯৭ সালে ট্যানারি সংক্রান্ত একটি মামলার পরিপ্রেক্ষিতে

দেশের শীর্ষ আদালত নির্দেশ দেয় কলকাতা শহরের বুকে থাকবে না কোন ট্যানারি। সেইমতো বাম আমলে ট্যানারি মালিকদের পুনর্বাসনের জায়গায় হিসেবে গড়ে ওঠে বান তলা চর্ম নগরী। এরইমধ্যে সম্প্রতি একটি অভিযোগ আসে কলকাতা পুরসভার মেয়রের কাছে। বেআইনিভাবে ট্যানারি চলছে কলকাতার বুকেই। এক ব্যক্তি চিঠি লিখে এই অভিযোগ করেন। এরপরই বিষয়টি দেখতে মেয়র ফিরহাদ হাকিম নির্দেশ দেন কলকাতা পুরসভার পরিবেশ বিভাগের মেয়র পরিষদ স্বপন সমাদ্দারকে। সিদ্ধান্ত হয়েছে, যেহেতু এর আগের মামলায় গোটা বিষয়ের তত্ত্বাবধানে ছিল রাজ্যের দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ তাই এক্ষেত্রেও এফবিআইনি স্টানারির সন্ধান করে পুরসভাকে রিপোর্ট দেবে দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ। এই কমিটিতে একদিকে যেমন থাকবে রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের আধিকারিকরা, তেমনই থাকবে পুরসভার পরিবেশ দফতরের আধিকারিকও। এক মাসের মধ্যে রিপোর্ট দেবে এই কমিটি। শহরে অবশিষ্ট কোনও ট্যানারি থাকলে সেটি কবে তৈরি হয়েছে, ১৯৯৭ সালের আগে যে সমস্ত ট্যানারি মালিক শহরে ট্যানারি চালাতেন তাদের প্রত্যেকে বান তলায় পুনর্বাসন পেয়েছেন কিনা সেগুলিও দেখা হবে। যদি পুনর্বাসন পেয়ে না থাকেন তাহলে তাঁদের কাছে সরকারি কোনও নথি রয়েছে কিনা, অবৈধভাবে নতুন কোনও ট্যানারি গজিয়ে উঠেছে কিনা তাও খুঁজে দেখবে কমিটি। অবৈধ ট্যানারি হলে তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থার কথাও জানিয়েছেন স্বপন সমাদ্দার।

নিয়োগে স্থগিতাদেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩১ জুলাইঃ উত্তর ২৪ পরগনা-সহ তিন জেলায় অস্থায়ী পদে নিয়োগে স্থগিতাদেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। নিম্ন আদালতের স্টেনো, পেশকর, বেলিফ, পিয়ন এবং কর্মবন্ধু অস্থায়ী পদে নিয়োগে স্থগিতাদেশ দিয়েছেন বিচারপতি অরিন্দম মুখোপাধ্যায়। মূলত ২০২৪ সালে ২৮ ফেব্রুয়ারি নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়। মোট শূন্য পদের সংখ্যা ছিল ২০১৬। কিন্তু সেই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তিকে চ্যালেঞ্জ করেই মামলা দায়ের করে এমপ্লয়ি অ্যাসোসিয়েশন। তাদের বক্তব্য, যেখানে এই পদগুলিতে সরকার স্থায়ী ভাবে নিয়োগ করত, হঠাৎ করে কেন অস্থায়ী পদে নিয়োগ করা শুরু হল? পাকাপাকি নিয়োগের দাবি জানিয়ে আদালতে একটা মামলা দায়ের করা হয়। স্থায়ী নিয়োগ, পদোন্নতির দাবি জানিয়ে মামলা করা হয়। রাজ্যের বক্তব্য, পাকাপাকি নিয়োগ প্রক্রিয়া এবং প্রমোশন কোনটাই বন্ধ হচ্ছে না। যেহেতু অনেক পদ ফাঁকা, তাই অস্থায়ী হিসেবে নেওয়া হচ্ছে।

মণীশ জৈনকে সরানো হল, নতুন শিক্ষা সচিব বিনোদ কুমার, বদল একাধিক দফতরেও

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩১ জুলাইঃ রাজ্যের একাধিক দফতরে পদাধিকারে বদল আনা হল। শিক্ষা সচিবের পদ থেকে সরানো হল মণীশ জৈনকে। নতুন শিক্ষা সচিব হলেন বিনোদ কুমার। মণীশকে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দফতরে স্থানান্তর করা হল। একই সঙ্গে আরও একাধিক দফতরের সচিব পর্যায়ে রদবদল ঘটানো হয়েছে। বুধবার এ ব্যাপারে নবান্নের তরফে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। তাতে দেখা যাচ্ছে, রাজ্যের স্কুল শিক্ষা ও উচ্চ শিক্ষা দফতরের প্রধান সচিবের পদে ছিলেন মণীশ। তাঁকে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দফতরের প্রধান সচিব পদে পাঠানো হল। একইভাবে পুর ও নগরোন্নয়ন দফতরের প্রধান সচিব বিনোদ কুমারকে আনা হল শিক্ষা সচিবের দায়িত্বে। বদল আনা হয়েছে পুর ও নগরোন্নয়ন, সংখ্যালঘু উন্নয়ন, খাদ্য ও সরবরাহ, জনস্বাস্থ্য-সহ একাধিক দফতরে। নবান্ন সূত্রের খবর, এগুলি সবই রুটিন বদলি। এর মধ্যে অন্য কোনও কারণ খোঁজা অর্থহীন। মণীশের জায়গায় আনা হয়েছে বিনোদ কুমারকে। এতদিন পুর ও নগরোন্নয়ন দফতরের দায়িত্বে ছিলেন তিনি।

প্রাণ থাকতে সাম্প্রদায়িকতাকে প্রশ্রয় দেব না ফিরহাদ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩১ জুলাইঃ ফিরহাদ হাকিমকে বয়কট বিজেপির। এবারের অধিবেশনের শুরুতেই ফিরহাদ হাকিমের কিছু মন্তব্য নিয়ে বিধানসভায় মুলতবি প্রস্তাব এনেছিল বিজেপি। স্পিকার সেই প্রস্তাব খারিজ করে দেন। কোনও ব্যক্তি বাইরে কী মন্তব্য করছেন তা নিয়ে বিধানসভার অভ্যন্তরে আলোচনা হতে পারে না এটাই ছিল স্পিকারের বক্তব্য। এরপর বিজেপি পরিষদীয় দল সিদ্ধান্ত নেয় যে হাকিমের বক্তব্য বয়কট করবেন তাঁরা। তাঁকে কোনও প্রশ্ন করা হবে না এবং তাঁর উত্তরও শোনা হবে না। বুধবার ফের একটি প্রশ্নের উত্তরে ফিরহাদ হাকিম জবাব রাখতে উঠলেই স্লোগান দিতে দিতে বেরিয়ে যান বিজেপির বিধায়করা। তাঁর বক্তব্য শেষ হওয়ার পর আবার অধিবেশন কক্ষে ফিরে আসেন বিজেপি বিধায়কেরা। এই নিয়ে তুমুল হইচই শুরু করে দেন তৃণমূলের বিধায়করা। একসময় তা রীতিমতো বচসার পর্যায়ে পৌঁছে যায়। এরপর আবার শুরু হয় মেনশন পর্ব। সূত্রের খবর, এদিন মোট তিনবার এই ঘটনা ঘটে। তবে শেষে ফিরহাদ যখন বলছিলেন, সেই সময় কিছুটা শুনে বেরিয়ে যান শঙ্কররা। তারপর ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হয় পরিস্থিতি। আবারও একটি প্রশ্নের উত্তর দিতে ফিরহাদ হাকিম উঠে দাঁড়াতেই স্লোগান দিতে দিতে বেরিয়ে যান বিজেপির বিধায়কেরা। তুমুল প্রতিবাদও জানান। এর কিছু সময় পর ফের বিধানসভার ভিতরে বিজেপি বিধায়কেরা ফিরে আসেন। স্পিকার বলেন, ''এই ধরনের আচরণ বিধানসভার গরিমা নষ্ট করছে।'' সাফ বলেন, ''এটা একেবারেই শোভনীয় নয়। এই সিদ্ধান্ত আপনাদের ভেবে দেখা উচিত।'' পাল্টা বিরোধী মুখ্য সচেতক শঙ্কর ঘোষ বলেন, ''এটা আমাদের দলীয় সিদ্ধান্ত। আমাদের দাবি, উনি ওনার মন্তব্য প্রত্যাহার করুন। আমরা আমাদের সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করব।'' এরপর ফের বলতে ওঠেন ফিরহাদ। তিনি বলেন, ''দলীয় সভায় কে কী মন্তব্য করছেন অথবা ধর্মীয় সভায় গিয়ে কে কী বক্তব্য রাখছেন সেটা বিধানসভার বিচার্য বিষয় হতে পারে না। ধর্মীয় সভায় কোন মন্তব্য নিয়ে বিধানসভায় আলোচনা হওয়ার কোন অবকাশ নেই।'' এরইমধ্যে আবার প্রতিবাদ জানাতে থাকেন বিজেপির বিধায়করা। এবার একেবারেই ওয়াক আউট করে বেরিয়ে যান তারা। যদিও ফিরহাদ বলেন, ''আমি যতদিন বেঁচে থাকব একজন ধর্মনিরপেক্ষ মানুষ হিসাবেই বাঁচবে। আমার ধর্মনিরপেক্ষতা কারোর কাছে প্রমাণ করতে হবে না। বাংলার মানুষ জানে আমি কতটা ধর্মনিরপেক্ষ।'' বিজেপির পক্ষ থেকে পাল্টা অভিযোগ করে বলা হয়, তিনি যা বলছেন তার সঙ্গে ফিরহাদের কাজের কোনও মিল নেই। যতদিন পর্যন্ত না উনি ওনার মন্তব্য প্রত্যাহার করছে ততদিন পর্যন্ত এই বয়কট চলবে। বিধানসভার অধিবেশনে কোনও মন্ত্রীকে টানা এইভাবে বয়কটের ঘটনা নিঃসন্দেহে যে নজিরবিহীন তা বলার অপেক্ষা রাখে না। যদিও পুরনো মেজাজেই ফিরহাদ এখনও বলছেন, ''আমার প্রাণ যতক্ষণ আছে ততক্ষণ কোন সাম্প্রদায়িকতাকে আমি প্রশ্রয় দেব না। জীবনের শেষ দিন শেষ রক্তবিন্দু পর্যন্ত আমি ধর্মনিরপেক্ষতার রাস্তায় থাকব। ধর্মনিরপেক্ষতার রাস্তা ছাড়ছি না ছাড়ব না। আমি ধর্মনিরপেক্ষ অবস্থান থেকে সরছি না সরব না। আমার ধর্মনিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন করার অধিকার কারও নেই।''

ধীরে ধীরে শোধরাচ্ছে বাংলা, তাই ৪৬১৯ কোটি দিয়েছে কেন্দ্র শাহ

নয়াদিল্লি, ৩১ জুলাইঃ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সমস্যা হল, তারা হিসেব দেয় না। তবে, এই অভ্যাস ধীরে ধীরে বদলাচ্ছে। তাই কেন্দ্র থেকে কিছু কিছু সাহায্য তারা পাচ্ছে। বুধবার (৩১ জুলাই), রাজ্যসভায় এমনটাই জানালেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। মঙ্গলবার ভোরে, টানা বৃষ্টির জেরে ভয়াবহ ধস নেমেছে কেরলে। তছনছ হয়ে গিয়েছে ওয়েনাড় জেলার একাধিক গ্রাম। সেই বিপর্যয়ের প্রেক্ষিতে, এদিন রাজ্যসভায় ফের কেন্দ্রীয় বাজেটে বন্যা ত্রাণের প্যাকেজ থেকে বাংলাকে সমস্যা আছে। আমি তো তা করতে পারি না। সেই হিসেব বাংলাকেই করতে হবে। হিসেব দিতে হয়। এটা তো সরকারের বিষয়। কোনও রাজনৈতিক দলের বিষয় নয়। সরকারের নিয়ম আছে, বিধি আছে, খরচের হিসেব রাখতে হয়, অডিট হয়। যদি কাউকেই না মানি, তাহলে তো কিছু সমস্যা হবেই। তবে ধীরে ধীরে অভ্যাস হচ্ছে (হিসেব দেওয়ার)। উন্নতি হয়েছে। তাই, ৬,২৪৪ কোটি টাকার মধ্যে ৪,৬১৯ কোটি টাকা দিয়ে দেওয়া হয়েছে।'' এছাড়া, রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা

বঞ্চিত করার প্রসঙ্গ তোলেন তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ সাকেত গোখলে। বাজেট আলোচনার মধ্যেই কেরলে এই ঘটনা ঘটেছে। তাই, বন্যাত্রাণে থাকা রাজ্যগুলির তালিকায় কেরল ও পশ্চিমবঙ্গকে যোগ করা যায় কিনা, প্রশ্ন করেন তৃণমূল সাংসদ। এরই জবাবে, অমিত শাহ জানান, এই বছরের প্রস্তাবিত বাজেটে বাংলাকে বন্যাদুর্গত রাজ্যগুলির তালিকায় না রাখা হলেও, ২০১৪ থেকে ২০২৪ সাল-এই দশ বছরে বিপর্যয় মোকাবিলায় অনেক অর্থ সহায়তা করা হয়েছে বাংলাকে। অমিত শাহ বলেন, ''২০১৪ থেকে ২০২৪-এই ১০ বছরে বিপর্যয় মোকাবিলার জন্য পশ্চিমবঙ্গের ৬,২৪৪ কোটি টাকার দাবি আমরা মঞ্জুর করেছি। ওখান থেকে যেমন যেমন খরচের হিসেব আসে, আমরা টাকা দিয়ে দিই। এইভাবে ৪,৬১৯ কোটি টাকা দিয়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এখান থেকে হিসেব আসা নিয়ে বাহিনীর তহবিল খরচের অধিকার নিয়েও প্রশ্ন তোলেন সাকেত গোখলে। তিনি বলেন, ''এই তহবিলের ২৫ শতাংশ দেয় রাজ্য সরকার। তাও, কোনও বিপর্যয়কে কেন্দ্র জাতীয় বিপর্যয় ঘোষণা না করলে, সেই তহবিলের মাত্র ১০ শতাংশ ব্যবহার করতে পারে রাজ্য।'' রাজ্যগুলিকে এই তহবিলের ২৫ শতাংশ খরচ করার অধিকার দেওয়া যায় কিনা, প্রশ্ন করেন তৃণমূল সাংসদ। অমিত শাহ অবশ্য তাঁর এই দাবি ভুল বলে দাবি করেছেন। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জানান, ওই তহবিলের ১০ শতাংশ রাজ্য নিজের ইচ্ছামতো খরচ করতে পারে। কিন্তু, ওই তহবিলের অর্থ যাতে অন্য কোনও প্রকল্পে খরচ করা না হয়, তার জন্যই বাকি ৯০ শতাংশ খরচ করার ক্ষেত্রে কেন্দ্রের গাইডলাইন মেনে চলতে বলা হয়েছে। সেই গাইডলাইন মেনে রাজ্যগুলি ওই ৯০ শতাংশও খরচ করতে পারে। তার জন্য কেন্দ্রের অনুমতি লাগে না।

'আপস করতে শিখিনি, করব না', রাখঢাক না করে মনের কথা লিখেই দিলেন 'অভিমানী' অধীর

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩১ জুলাইঃ কংগ্রেস হাইকমান্ডের উপর ক্ষুব্ধ অধীর রঞ্জন চৌধুরী। দিল্লির বৈঠকে তাঁকে 'প্রাক্তন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি' বলে মন্তব্য করতেই রেগে আগুন তিনি। এআইসিসি পর্যবেক্ষক গোলাম মীর থেকে শুরু করে কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গের প্রতি চটেছেন তিনি। এরই মধ্যে মঙ্গলবার রাত্রিবেলা নিজের সোশ্যাল মিডিয়া হ্যান্ডেলে একটি পোস্ট করেন অধীর। উগরে দেন রাগের কথা। পরিষ্কার বলেন, অন্যায়ের সঙ্গে আপস করতে শিখিনি, করবোও না। বরাবরই দলের কর্মীদের পাশে থাকতে দেখা গিয়েছে প্রবীণ এই কংগ্রেস নেতাকে। এ দিনও কংগ্রেস কর্মীদের পাশে দাঁড়িয়ে তৃণমূলের 'অত্যাচারের' কথা তুলে ধরেন তিনি। বলা চলে সরব হন সোশ্যাল মিডিয়ায়। ফেসবুকে অধীর লেখেন, 'আমাদের লোকদের মারছে, যে কর্মীরা রাতদিন তৃণমূলের হাতে মার খেলো, খাচ্ছে, তাদের জন্য আমরা বলবো না তো কে বলবে?' অধীর এও অভিযোগ করে লেখেন, 'শাসক তৃণমূল আমাদের দল ভাঙছে প্রতিদিন! ওরা তো ইন্ডিয়া জোটে সামিল হয়ে আমাদের ওপর অত্যাচার বন্ধ করেনি। তৃণমূল তো এ রাজ্যের শাসক দল, তারা কি আমাদের কংগ্রেস কর্মীদের কোনও রকম রেহাই দিয়েছে? আজও জেলে বন্দি আমাদের কর্মীরা মিথ্যা মামলায় জর্জরিত। আমাদের পার্টি অফিস দখল করেছে, বিরাম নেই। কংগ্রেস নেতার প্রশ্ন, তাহলে সেই তৃণমূলের বিরুদ্ধে কীভাবে চুপ করব? করলে আমার সেই সহকর্মীদের প্রতি অবিচার করা হবে! আমি পারব না।' অধীরের কথায়, যে কর্মীরা রাতদিন লড়াই করেছেন, দলের পতাকা নিয়ে রাস্তায় আন্দোলন করছেন, তাঁদের সঙ্গেও

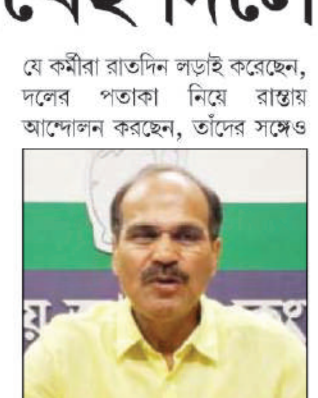

দিল্লি কথা বলুক। তাঁদের মতামতও জানা দরকার। তাঁদেরও দিল্লিতে ডাকা দরকার। তাঁর পরিষ্কার মন্তব্য, 'আমি আমার সেই সকল সহকর্মীদের সঙ্গে রাস্তায় থাকব। আন্দোলনের পথে, অন্যায়ের সাথে আপোস করতে শিখিনি, করবও না।' বস্তুত অধীরের সঙ্গে কংগ্রেস হাইকমান্ডের 'বিরোধ' নতুন কোনও ঘটনা নয়। এবারের লোকসভা ভোটের সময় কংগ্রেস শীর্ষ নেতৃত্ব বাংলায় তাঁদের রাজনৈতিক রূপরেখা কী হবে তা নিয়ে দ্বন্দ্বে ছিল। যে সময় ইন্ডিয়া জোটের সলতে পাকছিল, সেই সময় বাংলায় অধীর তৃণমূল বিরোধিতায় সুর চড়িয়ে গিয়েছেন। সোজা কথায় বুঝিয়ে দিয়েছিলেন, গোটা দেশে কী হবে জানা নেই বাংলায় তৃণমূলের সঙ্গে জোট হবে না। বলেছিলেন, ''আমি পশ্চিমবঙ্গের প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি হিসাবে বলছি আমাদের লড়াই রাজ্যে তৃণমূলের সঙ্গে গোটা দেশে বিজেপির সঙ্গে।'' তবে জোটের স্বার্থে কংগ্রেস হাইকমান্ডকে দেখা যায় তৃণমূলের প্রতি কিছুটা হলেও 'নরম'। রাহুল গান্ধির ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রায় তৃণমূল তীব্র আক্রমণ করলেও জয়রাম রমেশরা হালকা ভাবে ডিফেন্স করেছেন। তবে অধীর কিন্তু ছেড়ে কথা বলেননি। চাগিয়ে খেলেছেন। বারবার আক্রমণ করে বলেছেন মমতার ইন্ডিয়া জোটে থাকা না থাকার কথা নিয়ে। যা নিয়ে কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গেকে প্রকাশ্য বৈঠকেই সমঝে চলার বার্তা দেন। বলেন, ''অধীর চৌধুরী কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়ার কেউ নয়, সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য কংগ্রেস দল আছে, হাইকমান্ড আছে। আমরা যা সিদ্ধান্ত নেব, সেটাই হবে।'' এরপর নির্বাচন হয়। বহরমপুরে তৃণমূলের কাছে পরাজিত হন অধীর। তারপর আবার প্রাক্তন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি বলে সম্বোধন। যা অধীরের আঁতে ঘা লাগার জন্য যথেষ্ট বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

লাদাখে গলছে হিমবাহ, চিন্তিত আবহবিদরা

নয়াদিল্লি, ৩১ জুলাই ঃ ক্রমশই গোটা বিশ্বে বাড়ছে তাপমাত্রা। আর এই তাপমাত্রা বৃদ্ধির তালিকায় আছে লাদাখও। জানা গেছে, লাদাখে তাপমাত্রা বৃদ্ধির কারণে গলতে শুরু করেছে হিমবাহ। এই বিষয়ে আইএমডি ডিরেক্টর সোনম লোটাস বলেছেন, তীব্রভাবে তাপমাত্রার বৃদ্ধি, তাও আবার লাদাখে, সত্যিই উদ্বেগের বিষয়। হিমবাহ আমাদের প্রাকৃতিক সম্পদ এবং খুবই মূল্যবান। আমরা এই হিমবাহ থেকে জল পাই। তাপমাত্রা এভাবে বাড়তে থাকতে আরও হিমাবাহ গলতে থাকবে। যা বড়ই উদ্বেগের বিষয়। প্রাকৃতিক বিপর্যয় ঠেকানো কার্যত অসম্ভব। মানুষকে সচেতন হতে হবে।

৩-দিনের সফরে ভারতে এলেন ভিয়েতনামের প্রধানমন্ত্রী, রয়েছে একগুচ্ছ কর্মসূচি

নয়াদিল্লি, ৩১ জুলাই ঃ ভিয়েতনামের প্রধানমন্ত্রী ফাম-মিনহ-চীনহ ৩-দিনের সফরে ভারতে এসেছেন, মঙ্গলবার রাতে নতুন দিল্লিতে এসে পৌঁছন তিনি। বিমানবন্দরে তাঁকে স্বাগত জানান বিদেশ মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী পবিত্র মার্গেরিটা। এবারের গুরুত্বপূর্ণ সফরে তাঁর সঙ্গে এসেছেন একাধিক মন্ত্রী, উপমন্ত্রী, বাণিজ্যিক শীর্ষ নেতৃত্ব-সহ এক প্রতিনিধিদল।শুক্রবার রাষ্ট্রপতি ভবনে তাঁকে অভ্যর্থনা জানানো হবে। তিনি রাজঘাটে মহাত্মা গান্ধীর স্মৃতিসৌধে শ্রদ্ধা নিবেদন করবেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে তিনি দ্বিপাক্ষিক বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করবেন। এছাড়াও ভারতের রাষ্ট্রপতি, উপরাষ্ট্রপতি এবং বিদেশমন্ত্রীর সঙ্গে মতবিনিময় করবেন ভিয়েতনামের প্রধানমন্ত্রী।

অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসী হওয়া উচিত নয়, কংগ্রেস সংসদীয় দলের বৈঠকে বার্তা সোনিয়ার

নয়াদিল্লি, ৩১ জুলাইঃঅতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসী হওয়া মোটেও উচিত নয়, বুধবার কংগ্রেস সংসদীয় দলের বৈঠকে বার্তা দিলেন কংগ্রেস সংসদীয় দলের চেয়ারপার্সন সোনিয়া গান্ধী। এদিন সকালে সংসদের সেন্ট্রাল হলে অনুষ্ঠিত কংগ্রেস সংসদীয় দলের বৈঠকে সোনিয়া গান্ধী বলেছেন, কয়েক মাসের মধ্যেই চার রাজ্যে নির্বাচন হবে। লোকসভা নির্বাচনে আমাদের প্রতি যে সদিচ্ছা তৈরি হয়েছিল তা আমাদের অবশ্যই ধরে রাখতে হবে। আমাদের আত্মতুষ্টি এবং অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসী হওয়া উচিত নয়। 'পরিবেশ' আমাদের পক্ষে রয়েছে, কিন্তু আমাদের উদ্দেশ্য বোধ নিয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে। আমি হলফ করে বলতে পারি, লোকসভা নির্বাচনে আমরা যে প্রবণতা দেখেছি তার প্রতিফলন করে যদি আমরা ভাল পারফর্ম করি, তাহলে জাতীয় রাজনীতিতে পরিবর্তন আসবে।কংগ্রেস সংসদীয় দলের বৈঠকে সোনিয়া গান্ধী আরও বলেছেন, জাতীয় নিরাপত্তার ক্ষেত্রে গভীর উদ্বেগজনক পরিস্থিতি রয়েছে। গত কয়েক সপ্তাহে, শুধুমাত্র জম্মু অঞ্চলেই অন্তত এগারোটি সন্ত্রাসী হামলা হয়েছে। উপত্যকায়ও একই ধরনের হামলা হয়েছে। নিরাপত্তা কর্মী এবং বিপুল সংখ্যক সাধারণ নাগরিক প্রাণ হারিয়েছেন। এসব জম্মু ও কাশ্মীরের ক্ষেত্রে মোদী সরকার যে সব দাবি করছে তা নিয়ে উপহাসযোগ্য। মণিপুরে পরিস্থিতির কোনও উন্নতির লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। প্রধানমন্ত্রী বিশ্বজুড়ে ভ্রমণ করেন, কিন্তু মণিপুর যেতে এবং স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনতে উদ্যোগ নিতে নেন না।

উত্তর ভারতের সর্বত্রই হবে বৃষ্টিপাত

নয়াদিল্লি, ৩১ জুলাই ঃ দিল্লি, পঞ্জাব ও হরিয়ানা-সহ উত্তর ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনার কথা জানিয়েছে ভারতীয় আবহাওয়া দফতর (আইএমডি)। আগামী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে দিল্লি, হরিয়ানা ও চণ্ডীগড়ে ভারী বৃষ্টির সতর্কতা জারি করা হয়েছে। পাশাপাশি ১ আগস্ট পর্যন্ত হিমাচল প্রদেশে এবং ২ আগস্ট পর্যন্ত উত্তরাখণ্ডেও ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।আইএমডি জানিয়েছে, পশ্চিম, মধ্য ও পূর্ব মধ্যপ্রদেশের বিভিন্ন জেলায় ২ ও ৩ আগস্ট পর্যন্ত ভারী বৃষ্টি প্রত্যাশিত।

পেশাদারী স্বাস্থ্য সংস্থাগুলির সঙ্গে স্বাস্থ্য পরিষেবা মহানির্দেশকের বৈঠক

নতুন দিল্লি, (পিআইবি) ৩১ জুলাই, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের অধীন স্বাস্থ্য পরিষেবা মহানির্দেশক অধ্যাপক (ডাঃ) অতুল গোয়েল দেশের প্রথম সারির পেশাদারী স্বাস্থ্য সংস্থাগুলির সঙ্গে বৈঠক করেছেন। মিশ্র মাধ্যমে বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হয়। এতে নামকরা ২৭ টি স্বাস্থ্য পেশাদার সংস্থার প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকের মূল উদ্দেশ্য ছিল স্বাস্থ্য প্রসারে মন্ত্রকের উদ্যোগকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। স্বাস্থ্য প্রসারের উদ্যোগ বলতে বোঝায় স্বাস্থ্যকর খাবার, শারীরিক কাজকর্মে প্রাধান্য দেওয়ার পাশাপাশি এবং তামাক ও মদ থেকে অসংক্রামক বিভিন্ন রোগের ঝুঁকি নিয়ে জনসচেতনতা গড়ে তোলা। মেডিকেল ডেন্টাল কলেজলিতে শিবিরগত উদ্যোগ নিয়েও অংশগ্রহণকারীদের সঙ্গে আলোচনা হয়। দেশজুড়ে এই সব চিকিৎসক প্রতিষ্ঠানগুলিতে স্বাস্থ্য সংস্কৃতির প্রসার সংক্রান্ত প্রচারের দিকটিতে প্রাধান্য দেওয়া হয়। রোগ চিহ্নিতকরণ এবং থেরাপির বিষয়ে কেবলমাত্র আটকে না থেকে বরং রোগ প্রতিরোধে স্বাস্থ্য পরিষেবা সহায়ক ব্যবস্থাকে আরও বেশি করে গুরুত্ব দিতে বললেন ডাঃ অতুল গোয়েল। আলোচনায় অংশগ্রহণ কারীরাও রোগ প্রতিরোধ এবং স্বাস্থ্য প্রসারের কৌশলগত দিক নিয়ে মতামত বিনিময় করেন। তামাক এবং মদের ব্যবহার নির্মূল করার পাশাপাশি ইলেকট্রনিক সিগারেট আইন ২০১৯ নিষিদ্ধকরণে তা রূপায়ণের ক্ষেত্রে শক্তিশালী ব্যবস্থা নিয়েও আলোচনা হয়। সমস্ত পেশাদারী সংস্থাই স্বাস্থ্য প্রসারের ঘোষণাপত্র গ্রহণ নিয়ে সহমত হয়েছেন, স্বাস্থ্য প্রসারের সম্ভাব্য বিভিন্ন কার্যকরী ব্যবস্থার রূপায়ণের কথাও বলে তাঁরা। উপস্থিত সমস্ত সদস্যই স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের যাবতীয় প্রয়াস এবং সুপারিশকে সর্বসম্মতভাবে সাধুবাদ জানিয়েছে। স্বাস্থ্য প্রসারের ক্ষেত্রে সহযোগিতা মূলক পদক্ষেপকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে স্বীকার করেন তাঁরা। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের সঙ্গে এই সব পেশাদার স্বাস্থ্য সংস্থাগুলি একযোগে কাজ করতে সম্মত হয়েছে। সেই সঙ্গে তামাক ও মদের ব্যবহার কমানোর পাশাপাশি স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে ঝুঁকি নিয়ে নীতিগত দিক এবং জনসচেতনতা অভিযানকে প্রাধান্য দেওয়ার কথাও বলা হয়। স্বাস্থ্যকর রাষ্ট্র গড়ে তুলতে স্বাস্থ্য শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য সংক্রান্ত নানা ঝুঁকি কমিয়ে আনতে যৌথ দায়বদ্ধতার বিষয়ে বৈঠকে আলোকপাত করা হয়েছে। জনস্বাস্থ্যকে সুরক্ষিত রাখতে এবং যৌথ ও গঠনমূলক উদ্যোগের মাধ্যমে নাগরিকদের জনকল্যাণে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক প্রতিশ্রুতিবদ্ধ বলে জানানো হয়েছে। অতিরিক্ত উপ মহা নির্দেশক এবং ইএমআর-এর অধিকর্তা ডাঃ এল স্বস্তিচরণ এবং কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের পদস্থ আধিকারিকরা বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও ছিলেন ন্যাশনাল মেডিকেল কমিশন, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, ইন্ডিয়ান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন, কার্ডিওলজি সোস্যাইটি অফ ইন্ডিয়া, ইন্ডিয়ান সোস্যাইটি অফ অনকোলজি সহ প্রমুখ পেশাদারী স্বাস্থ্য সংস্থার প্রতিনিধিরা।

কৃষকদের ন্যানো সার ব্যবহারে উৎসাহ দিচ্ছে ভারত সরকার

.নতুন দিল্লি,(পিআবি) ৩১ জুলাইঃ বিভিন্ন সংস্থা যে ন্যানো ইউরিয়া ও ন্যানো ডিএপি উৎপাদন করে, তার গুণগত মান ও অন্যান্য খুঁটিনাটি কী হওয়া উচিত, সার নিয়ন্ত্রণ আদেশ ১৯৮৫-র আওতায় ভারত সরকার সেবিষয়ে বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে। পরবর্তীকালে বার্ষিক ২৬.৬২ কোটি বোতল (প্রতিটি ৫০০ মিলিলিটারের) উপাদন ক্ষমতা সম্পন্ন ৬টি ন্যানো ইউরিয়া প্ল্যান্ট এবং বার্ষিক ১০.৭৪ কোটি বোতল (প্রতিটি ৫০০১০০০ মিলিলিটারের) উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন ৪টি ন্যানো ডিএপি প্ল্যান্ট দেশে স্থাপন করা হয়েছে।দেশে ন্যানো ইউরিয়ার উপাদন বাড়ানোর লক্ষ্যে সার দপ্তর ন্যাশনাল ফার্টিলাইজার লিমিটেড (এনএফএল) এবং রাষ্ট্রীয় কেমিক্যালস অ্যান্ড ফার্টিলাইজার লিমিটেড (আরসিটি)-এর মতো রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলিকে ন্যানো ইউরিয়া প্ল্যান্ট স্থাপনে উৎসাহ দিচ্ছে। কৃষকদের মধ্যে ন্যানো সারের ব্যবহার বাড়ানোর লক্ষ্যে নিম্নলিখিত পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে ঃসচেতনতা শিবির, ওয়েবিনার, পথনাটিকা, ফসলের ক্ষেতে প্রদর্শন, কিষান সম্মেলন এবং আঞ্চলিক ভাষায় চলচ্চিত্র নির্মাণের মধ্য দিয়ে ন্যানো ইউরিয়ার প্রচার করা হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী কিষান সমৃদ্ধি কেন্দ্রগুলির (পিএমকেএসকে) মাধ্যমে ন্যানো ইউরিয়া সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয়েছে। সার দপ্তরের মাসিক সরবরাহ পরিকল্পনায় নিয়মিতভাবে ন্যানো ইউরিয়াকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সয়েল সায়েন্স ভোপালের মাধ্যমে আইসিএআর সম্প্রতি 'সারের (ন্যানো সার সহ) দক্ষ ও সুষম ব্যবহার' শীর্ষক জাতীয় প্রচারাভিযানের ব্যবস্থা করে।২০২৩ সালের ১৫ নভেম্বর শুরু হওয়া বিকশিত ভারত সংকল্প যাত্রায় (ভিবিএসওয়াই) ন্যানো সারের ব্যবহারে উৎসাহ দেওয়া হয়েছে। ১৫ হাজার মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠীকে ড্রোন দেওয়ার লক্ষ্যে ভারত সরকার ' নমো ড্রোন দিদি' প্রকল্প চালু করেছে। এই প্রকল্পের আওতায় সার সংস্থাগুলি মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলির নমো ড্রোন দিদিদের ১ হাজার ৯৪টি ড্রোন দিয়েছে। ন্যানো সারের ব্যবহার যাতে বাড়ে, এইসব ড্রোনের মাধ্যমে তার উপর নজর রাখা হবে। সার দপ্তর, সার সংস্থাগুলির সহযোগিতায় দেশের ১৫টি কৃষি জলবায়ু অঞ্চলে ন্যানো ডিএপি ব্যবহারের এক মহা অভিযান শুরু করেছে। এর আওতায় ফসলের ক্ষেতে গিয়ে হাতেকলমে ন্যানো সার ও ডিএপি-র প্রয়োগ দেখানো হচ্ছে। এছাড়া দেশের ১০০টি জেলায় ন্যানো ইউরিয়া সংক্রান্ত সচেতনতা কর্মসূচিরও আয়োজন করা হয়েছে।রাজ্যসভায় এক প্রশ্নের উত্তরে কেন্দ্রীয় রাসায়নিক ও সার প্রতিমন্ত্রী শ্রীমতী অনুপ্রিয়া প্যাটেল এই তথ্য জানিয়েছেন।

ছত্তিশগড়ের রাজ্যপাল পদে শপথ নিলেন অসমের প্রাক্তন সাংসদ বিজেপি নেতা রমেন ডেকা

রায়পুর, ৩১ জুলাই ঃ ছত্তিশগড়ের রাজ্যপাল পদে শপথ নিলেন অসমের প্রাক্তন সাংসদ, বিজেপির বরিষ্ঠ নেতা রমেন ডেকা। আজ বুধবার সকালে আড়ম্বরপূর্ণ পরিবেশে রায়পুরে অবস্থিত রাজভবনে ছত্তিশগড় হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি রমেশ সিনহা রমেন ডেকাকে পদ ও গোপনীয়তার শপথবাক্য পাঠ করিয়েছেন।নতুন রাজ্যপালের শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে অন্য বিশিষ্টদের সঙ্গে ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী বিষ্ণুদেও সাই, বিধানসভার অধ্যক্ষ রমন সিং, রাজ্যের মন্ত্রীবর্গ, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ভূপেশ বাঘেল এবং উচ্চপদস্থ আমলাবর্গ। নবনিযুক্ত রাজ্যপাল রমেন ডেকা বিশ্বভূষণ হরিচন্দনের স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন। এদিকে শপথগ্রহণের পর নতুন রাজ্যপাল রমেন ডেকা বলেছেন, ছত্তিশগড়ের রাজ্যপাল হতে পেরে তিনি খুবই আনন্দিত। বলেন, ছত্তিশগড় একটি উন্নয়নশীল রাজ্য হিসেবে এগিয়ে যাবে। এজন্য তিনি রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় সরকারের মধ্যে মধ্যস্থতাকারীর দায়িত্ব পালন করবেন।এছাড়া ছত্তিশগড়ের মুখ্যমন্ত্রী বিষ্ণুদেও সাই বলেছেন, ছত্তিশগড়ের নতুন রাজ্যপাল রমেন ডেকাকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই। অসমের সঙ্গে ছত্তিশগড়ের পুরনো সম্পর্ক। ছত্তিশগড়ের অসংখ্য মানুষ কয়েক দশক ধরে অসমের চা বাগানগুলিতে বসতি স্থাপন করেছেন। কয়েক প্রজন্ম কাটিয়ে দিয়েছেন তাঁরা। তাঁদের মধ্যে অনেকে বিধায়ক এবং সাংসদও হয়েছেন। নবনিযুক্ত রাজ্যপাল ডেকার দিকনির্দেশনায় ছত্তিশগড় দ্রুত অগ্রগতি লাভ করবে, বলেন মুখ্যমন্ত্রী বিষ্ণুদেও সাই।এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, ভারতীয় জনতা পার্টির প্রবীণ নেতা তথা পোড়খাওয়া রাজনীতিবিদ পঞ্চদশ এবং ষোড়শ লোকসভায় অসমের মঙ্গলদৈ-এর সাংসদ রমেন ডেকাকে গত শনিবার রাতে এক বিজ্ঞপ্তি জারি করে ছত্তিশগড়ের নয়া রাজ্যপাল পদে নিয়োগ করেছেন ভারতের রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু।১৯৫৪ সালের ১ মার্চ কামরূপ জেলার অন্তর্গত শুয়ালকুচিতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন রমেন ডেকা। তাঁর বাবা সুরেন্দ্রনাথ ডেকা এবং চম্পাবতী ডেকা। মা ও বাবা, উভয়েই প্রয়াত। গুয়াহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন প্রাগজ্যোতিষ কলেজ থেকে দর্শন ও অর্থনীতিতে স্নাতক রমেন ডেকা দীর্ঘ মেয়াদে ভারতীয় রাজনীতিতে বিচরণ করেছেন তিনি।রমেন ডেকা অসম প্রদেশ বিজেপির সভাপতির পদও দক্ষতার সঙ্গে সামলেছেন। প্রবীণ পোড়খাওয়া রাজনীতিক রমেন ডেকা ১৯৭৪-৭৫ সালে গৌহাটি ইউনিভার্সিটির কোর্ট মেম্বার ছিলেন। এর পর ১৯৭৭ সালে অসম প্রদেশ জনতা পার্টির সাধারণ সম্পাদক পদে নিয়োজিত হন তিনি।এর পর যথাক্রমে ১৯৮০ সালে ভারতীয় জনতা পার্টির প্রতিষ্ঠাতা সদস্য, ২০০৫ সালে প্রদেশ বিজেপির সাধারণ সম্পাদক এবং মুখপাত্র, প্রদেশ উপ-সভাপতি, উত্তরপূর্ব সমন্বয় পরিষদ এবং জাতীয় পরিষদের সদস্য, জাতীয় কার্যনির্বাহী কমিটি এবং মেঘালয়ের প্রভারি ছিলেন তিনি।২০০৬ সালে দলের অসম প্রদেশ সভাপতি, ২০০৯ সালে পঞ্চদশ লোকসভার সদস্য নির্বাচিত, ২০০৯ সালের ৩১ আগস্ট থেকে ২০১৪ সালের মে পর্যন্ত স্বরাষ্ট্র বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সদস্য।২০১০ সালের ১ মে পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটির সদস্য, ভারত-ভুটান সংসদীয় বন্ধুত্ব গ্রুপ সদস্য, অধস্তন আইন সংক্রান্ত কমিটি, সংসদীয় সদস্যের বৈঠকে সদস্যদের অনুপস্থিতি সংক্রান্ত কমিটির সদস্য, ডোনার এবং খনি মন্ত্রালয়ের কনস্যুলেটিভ কমিটির সদস্য হিসেবে নিয়োজিত হয়েছিলেন ডেকা।এছাড়া একাধারে তিনি ২০১৪ সালের ১৬-তম লোকসভায় দ্বিতীয় মেয়াদে পুনরায় নির্বাচিত সাংসদ। ওই সালের ৯ জুন থেকে লোকসভায় চেয়ারপারসনের প্যানেল সদস্য ছিলেন।২০১৪ সালের ১৪ আগস্ট থেকে এস্টিমেট সংক্রান্ত কমিটির সদস্য, পরামর্শক কমিটির সদস্য, বিদেশ বিষয়ক মন্ত্রক এবং প্রবাসী ভারতীয় বিষয়ক মন্ত্রকের সদস্য, 'প্রধানমন্ত্রী আদর্শ গ্রাম যোজনা'-র অধীন কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা কমিটির সদস্য, ভারত-চিন সংসদীয়.বন্ধুত্ব গ্রুপের সদস্য, চা বোর্ডের সদস্য হিসেবে সুনামের সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেছেন রমেন।এছাড়া ২০১৪ সালের ১ সেপ্টেম্বর থেকে ২০১৮ সালের ৩১ আগস্ট পর্যন্ত স্বরাষ্ট্র বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সদস্য, ২০১৫ সালের ২৯ জানুয়ারি থেকে জেনারেল পারপাস কমিটির সদস্য, ওই সালেরই ৩ জুলাই থেকে অতিরিক্তভাবে এস্টিমেট কমিটির সাব-কমিটি-২-এর সদস্যপদে দায়িত্ব পান তিনি। ২০১৮ সালের ১ সেপ্টেম্বর থেকে আবার তকে পররাষ্ট্র বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সদস্য মনোনীত করা হয়।২০২১ সালের ২০ আগস্ট অসমে হিমন্তবিশ্ব শর্মা নেতৃত্বাধীন সরকার তাঁকে আসাম স্টেট ইনোভেশন অ্যান্ড ট্রান্সফরমেশন আযোগে (এসআইটিএ)-এর ভাইস চেয়ারম্যান পদে নিযুক্ত করেছিল।

আমাদের সরকার যে গতি ও মাত্রায় পরিকাঠামো গড়ে তুলেছে তা অভূতপূর্ব

নতুন দিল্লি,(পিআবি) ৩১ জুলাইঃ প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী নতুন দিল্লির বিজ্ঞান ভবনে ভারতীয় শিল্প মহাসঙঘ আয়োজিত বিকশিত ভারতের পথে যাত্রা ঃ২০২৪-২৫ আর্থিক বছরের কেন্দ্রীয় বাজেট পরবর্তী সম্মেলনে উদ্বোধনী ভাষণ দেন। দেশের আর্থিক বিকাশে সরকারের বৃহত্তর দৃষ্টিভঙ্গী এবং শিল্পের ভূমিকার একটি প্রেক্ষাপট তুলে ধরাই এই সম্মেলনের উদ্দেশ্য। শিল্পমহল, সরকারী তরফে এবং কূটনীতিক মহল থেকে প্রায় এক হাজার জন এই সম্মেলনে অংশ নেন। অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে দেশে ও বিদেশে এর বিভিন্ন শাখার সঙ্গে যুক্ত অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। প্রধানমন্ত্রী তাঁর ভাষণে বলেন, দেশের নাগরিকরা তাদের জীবনের প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে উদ্যমের সঙ্গে সক্ষমতা অর্জনের পথে এগিয়ে গেলে দেশ পিছিয়ে পড়তে পারে না। তাঁকে এই সম্মেলনে ভাষণ দিতে আমন্ত্রণ জানানোয় প্রধানমন্ত্রী ভারতীয় শিল্প মহাসঙ্ঘ কে কৃতজ্ঞতা জানান।অতিমারীর সময়ে দেশে আর্থিক বৃদ্ধির প্রশ্নে যখন সংশয় দেখা দিয়েছিল তখন ব্যবসায়িক সম্প্রদায়ের সঙ্গে তাঁর আলোচনার প্রসঙ্গ টেনে প্রধানমন্ত্রী বলেন, দেশে আর্থিক বৃদ্ধি নিয়ে সেসময়ে তিনি যে আশা ব্যক্ত করেছিলেন দ্রুত বৃদ্ধির মধ্য দিয়ে দেশ তা প্রত্যক্ষ করছে। তিনি বলেন, আমরা বিকশিত ভারতের পথে যাত্রা নিয়ে আলোচনা করছি। এটা কেবলমাত্র মানসিকতার পরিবর্তন নয়। এতে আস্থাবোধের পরিবর্তন প্রতিফলিত হয়। ভারতকে বিশ্বের পঞ্চম বৃহ অর্থনীতির দেশ বলে উল্লেখ করে তিনি বলেন, দ্রুত তৃতীয় স্থান অর্জনের লক্ষ্যে আমরা এগিয়ে চলেছি। ২০১৪ সালে তার সরকার ক্ষমতায় আসার সময়ের উল্লেখ করে তিনি বলেন, দেশের অর্থনীতিকে সঠিক পথে পরিচালিত করাই ছিল তখনকার সময়ে সবথেকে বড় প্রয়োজন। প্রাক ২০১৪ সময়কালে আমাদের দেশ বিশ্বের পঞ্চম ভঙ্গুর অর্থনীতির দেশ হিসেবে পরিগণিত হত। লক্ষ লক্ষ কোটি টাকার দুর্নীতি ও কেলেঙ্কারিতে পরিব্যাপ্ত ছিল। সরকারী শ্বেতপত্রে আর্থিক পরিস্থিতির বিস্তারিত ব্যাখ্যা আছে। প্রধানমন্ত্রী শিল্প নেতৃত্ব ও সংগঠনগুলিকে দেশের অতীত আর্থিক পরিস্থিতির সঙ্গে বর্তমান সময়কালকে মিলিয়ে নেওয়ার কথা বলেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, দেশের অর্থনীতিকে বর্তমান সরকার চরম সংকট থেকে আর্থিক বৃদ্ধির নতুন উচ্চতায় নিয়ে এসেছে। সাম্প্রতিক বাজেটে কয়েকটি তথ্যের উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ২০১৩-১৪-তে যেখানে বাজেটের আর্থিক অঙ্কের পরিমাণ ছিল ১৬ লক্ষ কোটি টাকা। বর্তমানে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪৮ লক্ষ কোটি টাকায় যা এক কথায় ৩ গুণ। মূলধনী বিনিয়োগ যা ২০০৪ সালে ছিল ৯০ হাজার কোটি টাকা, ২০১৪ পর্যন্ত ১০ বছরে ২ লক্ষ কোটি টাকায় পৌঁছেছিল। অর্থা বৃদ্ধির হার ছিল ২ গুণ।সেই তুলনায় আজ এই বিনিয়োগের পরিমাণ ৫ গুণ বৃদ্ধি পেয়ে পৌঁছেছে ১১ লক্ষ কোটি টাকায়।প্রধানমন্ত্রী বলেন, তাঁর সরকার ভারতীয় অর্থনীতির প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে অনুরূপ যত্নশীল। প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই অগ্রগতির দিকে চোখ মেললেই তার স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়। তিনি বলেন, অতীতের সরকারের সঙ্গে তুলনা করলে দেখবেন গত ১০ বছরে রেল এবং মহাসড়কে বাজেট বরাদ্দ ৮ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। ঠিক তেমনই কৃষি এবং প্রতিরক্ষা বাজেটের বরাদ্দ যথাক্রমে ৪ গুণ এবং ২ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে বলেও তিনি জানান।রেকর্ড সংখ্যক কর ছাড় সত্ত্বেও প্রতিটি ক্ষেত্রেই রেকর্ড সংখ্যক বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধির কথা উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, ২০১৪ সালে এমএসএমইগুলিকে এক কোটি টাকা আয়ে অনুমানমূলক কর প্রদান করতে হত। এখন এমএসএমইগুলি ৩ কোটি টাকা পর্যন্ত আয়েও কর ছা।রে সুবিধা নিতে পারে। ২০১৪ সালে এমসসএমইগুলিকে ৫০ কোটি টাকা আয়ে ৩০ শতাংশ কর দিতে হত। বর্তমানে এই করের হার ২২ শতাংশ। ২০১৪ সালে কোম্পানিগুলিকে কর্পোরেট ট্যাক্স দিতে হত ৩০ শতাংশ। বর্তমানে ৪০০ কোটি টাকা আয়ের ক্ষেত্রেও কোম্পানিগুলিকে ২৫ শতাংশ কর দিতে হয়। প্রধানমন্ত্রী বলেন, কেন্দ্রীয় বাজেট কেবলমাত্র বাজেটে আর্থিক বরাদ্দ এবং করছাড় নয়। এর লক্ষ্য হল সুশাসন। তিনি বলেন, ২০১৪ সালের আগে বাজেটে স্বাস্থ্যকর অর্থনীতি গড়ে তোলার বড় বড় ঘোষণা করা হত। তবে এই সব ঘোষণার বেশিরবাগ দিনের আলো দেখত না আর বাস্তবে তা রূপায়িতও হত না।

দেশে জিকা ভাইরাস নিয়ন্ত্রণে গৃহীত ব্যবস্থার সর্বশেষ তথ্য

নয়াদিল্লি,(পিআইবি),৩১জুলাইঃভারত সরকার জিকা ভাইরাস রোগ প্রতিরোধে কর্ম পরিকল্পনা রূপায়ণ করেছে। এই ভাইরাস ঘটিত রোগ ছড়িয়ে পড়লে কি ব্যবস্থা নেওয়া দরকার বিভিন্ন জনস্বাস্থ্য ক্ষেত্রে তার বিস্তারিত নির্দেশিকা রয়েছে। এই কর্মপরিকল্পনা জনসাধারণের জ্ঞাতব্যে নানা জায়গায় ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণের মন্ত্রকের ওয়েবসাইট থেকেও তা জানতে পারা যায়।জিকা ভাইরাস রোগ নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধে সরকারী তরফে যে সহায়তা প্রদান করা হয় তা হল- মশকবাহিত রোগ ব্যবস্থাপনায় কারিগরী নির্দেশিকা এবং রাজ্যগুলোকে তা রূপায়ণের জন্য সক্রিয় জন অংশগ্রহণে সাহায্য প্রদান। ঘর, গৃহস্থলীতে মশার বংশবৃদ্ধি রোধ, আশা কর্মীদের কাজের সঙ্গে যুক্ত করা, কীটনাশকের ব্যবহার, ফগিং মেশিন, প্রশিক্ষণ সহায়তা এবং জনসচেতনতা গড়ে তোলা প্রভৃতি ক্ষেত্রে জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের আওতায় রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিকে আর্থিক সহায়তা প্রদান। ন্যাশনাল সেন্টার ফর ডিসিস কন্ট্রোলে সুসংহত রোগ নজরদারির কর্মসূচি, যাতে জিকা ভাইরাস সহ ৩৩ টিরও বেশি সংক্রামক রোগ প্রতিরোধে ব্যবস্থা গ্রহণ। প্রত্যেক রাজ্যে জেলাভিত্তিক জনস্বাস্থ্য পরীক্ষাগার এবং আইডিএসপি-র অধীন রাজ্য রেফারেল পরীক্ষাগারে এই রোগের পরীক্ষা ও নজরদারীর ব্যবস্থা করা।স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রক রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির বিভিন্ন প্রকল্প ও কর্মসূচির আওতায় আর্থিক সহায়তা প্রদান করে। এর লক্ষ্য হল জনস্বাস্থ্য পরিকাঠামো ও পরিষেবার উন্নতি, প্রয়োজন পরিস্থিতি দেখা দিলে হাসপাতালগুলিতে জিকা ভাইরাস আক্রান্ত রোগীদের ভর্তির ব্যবস্থা করা। দেশের মধ্যে রাজ্য ভিত্তিতে জিকা ভাইরাস আক্রান্তের সংখ্যার বিস্তারিত তথ্য পরিশিষ্টে দেওয়া হল। রাজ্যসভায় এক প্রশ্নের লিখিত উত্তরে একথা জানিয়েছেন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ প্রতিমন্ত্রী শ্রীমতি অনুপ্রিয়া প্যাটেল।

রাষ্ট্রপতি ভবনে শুরু হচ্ছে রাজ্যপালদের সম্মেলন, চলবে ২ ও ৩ আগস্ট

নয়াদিল্লি, ৩১ জুলাই ঃ রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু আগামী শুক্রবার রাষ্ট্রপতি ভবনে শুরু হওয়া রাজ্যপালদের দু'দিনের সম্মেলনে পৌরহিত্য করবেন। এই সম্মেলনটি রাষ্ট্রপতির সভাপতিত্বে রাজ্যপালদের প্রথম সম্মেলন হতে চলেছে। সমস্ত রাজ্যের রাজ্যপালরা এই সম্মেলনে যোগ দেবেন।এছা।াও উপ-রাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখড়, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ কেন্দ্রীয় কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান, শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান উপজাতি বিষয়ক কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচার পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন এবং যুব বিষয়ক এবং ক্রীড়া নীতি আয়োগের ভাইস চেয়ারম্যান এবং সিইও এবং পিএমও, মন্ত্রিপরিষদ সচিবালয়, এমএইচএ এবং অন্যান্য মন্ত্রকের ঊর্ধ্বতন আধিকারিকরাও অংশ নেবেন।

ওল্ড রাজেন্দ্রনগরের ঘটনায় বিক্ষোভ জারি, দাবি মেটেনি বলে দাবি শিক্ষার্থীদের

নয়াদিল্লি, ৩১ জুলাই ঃ দিল্লির ওল্ড রাজেঃদ্রনগরের কোচিং সেন্টারের বেসমেন্টে বৃষ্টির জল ঢুকে তিন আইএএস পড়ুয়ার মৃত্যুর ঘটনায় ক্ষোভে ফুঁসছে শিক্ষার্থীরা। বুধবার সকালেও বিক্ষোভ প্রদর্শন করলেন শিক্ষার্থীরা। রাস্তায় বসে বিক্ষোভ দেখান ছাত্র-ছাত্রীরা। এক ছাত্রী জানিয়েছেন, আমাদের দাবি পূরণ না হওয়ায় আমরা আন্দোলন করছি। তবে, এমন কিছু বিষয় রয়েছে যার সমাধানের জন্য আমরা আশাবাদী। আমরা ক্রমাগত দিল্লি পুলিশের সঙ্গে কথা বলছি এবং আমরা একটি ফলপ্রসূ ফলাফলের আশা করছি। আমরা আমাদের দাবিতে কিছু পরিবর্তন আনব, কারণ মনে হচ্ছে সেগুলির কিছু পূরণ করার জন্য পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে।শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ প্রসঙ্গে অতিরিক্ত ডিসিপি (সেন্টাল) শচীন শর্মা বলেছেন, সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রচুর মিথ্যা বার্তা ছড়িয়ে পড়ছে এবং তাঁরা সেগুলি বিশ্বাস করছে। আমরা তাঁদের সঠিক তথ্য জানানোর চেষ্টা করছি। গত সন্ধ্যায় এলজিও (উপ-রাজ্যপাল ভি কে সাক্সেনা) একটি বৈঠক করেছেন এবং সেখানে শিক্ষার্থীদের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের দাবির বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

ভূমিধসে বিধ্বস্ত ওয়ানাড, ত্রাণ শিবির ও ক্ষতিগ্রস্তদের সঙ্গে দেখা করলেন রাজ্যপাল বোস

ওয়ানাড, ৩১ জুলাই ঃ ভয়াবহ ভূমিধসে বিধ্বস্ত কেরলের ওয়ানাড। লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে মৃত্যুর সংখ্যা। পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল ডঃ সিভি আনন্দ বোস বুধবার ওয়ানাডের ত্রাণ শিবির পরিদর্শন করেছেন এবং ভূমিধস-বিধ্বস্ত ওয়ানাডে ক্ষতিগ্রস্তদের সঙ্গে কথা বলেছেন। আহত অবস্থায় অনেকেই হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।বুধবার হাসপাতালে গিয়েই আহতদের সঙ্গে দেখা করেন এবং তাঁদের শারীরিক অবস্থার খোঁজখবর নেন রাজ্যপাল বোস। রাজ্যপাল বোস ত্রাণ শিবিরেও যান। গত মঙ্গল রাতেই দিল্লি থেকে তিনি সরাসরি কালিকটে পৌঁছন। আর বুধবার রাজ্যপাল বিভিন্ন হাসপাতাল ও ত্রাণ শিবিরগুলি পরিদর্শন করেন।

অত্যন্ত দ্রুত গতিতে দেশে বুলেট ট্রেন প্রকল্পের কাজ চলছেঃঅশ্বিনী বৈষ্ণব

নয়াদিল্লি, ৩১ জুলাই ঃ অত্যন্ত দ্রুত গতিতে দেশে বুলেট ট্রেন প্রকল্পের কাজ চলছে, বুধবার লোকসভায় এমনটাই জানালেন রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব। বিজেপি সাংসদ মনোজ তিওয়ারির এক প্রশ্নের উত্তরে, বুধবার লোকসভায় রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব বলেন, এই প্রথম ২১ কিলোমিটার দীর্ঘ একটি সুড়ঙ্গ নির্মাণের কাজ চলেছে, যা সমুদ্রের ৩০ মিটার তলা দিয়ে যাবে। প্রকল্পে ৩২০ কিলোমিটার অংশের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। আত্মনির্ভর ভারত অভিযানের আওতায় একাধিক উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলেও তিনি জানান।অশ্বিনী বৈষ্ণব বলেছেন, বুলেট ট্রেনের ক্ষেত্রে আমরা সমস্ত প্রযুক্তি বোঝার পর, তা আত্মসা করার পর এবং ভারতে তা বিকাশ করা যায়, তাতেই মনোনিবেশ করা হচ্ছে।

ইউপিএসসি-র নতুন চেয়ারপার্সন হচ্ছেন প্রীতি সুদান, সামলেছেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য সচিবের দায়িত্ব

নয়াদিল্লি, ৩১ জুলাইঃ ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশন (ইউপিএসসি)-এর নতুন চেয়ারপার্সন হচ্ছেন প্রীতি সুদান। ১৯৮৩ ব্যাচের এই আইএএস অফিসার কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য সচিব পদের দায়িত্বভার সামলেছেন আগেই, এবার আমলা হওয়ার পরীক্ষার বোর্ড ইউপিএসসি-র চেয়ারপার্সন হচ্ছেন তিনি। ১ আগস্ট থেকেই ইউপিএসসি-র চেয়ারপার্সন হিসেবে দায়িত্বভার সামলাবেন প্রীতি সুদান।কিছু দিন আগেই ইউপিএসসি-র সদ্য প্রাক্তন চেয়ারপার্সন মনোজ সোনি তাঁর পদ থেকে ইস্তফা দেন। ইস্তফার কারণ 'ব্যক্তিগত' বলে জানান তিনি। মনোজ সোনি ইস্তফা দেওয়ায় ইউপিএসসি-র চেয়ারপার্সন পদ খালি হয়ে প।ছিল। এবার সেই আসনের দায়িত্ব নিচ্ছেন প্রীতি সুদান।

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

১৫ শ্রাবন ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, বুধবার, ইংরেজীঃ৩১ জুলাই ২০২৪, ৫৩৮ চৈতন্যাব্দ, কলিঃ৫১২৫, সৌরঃ১৬ শ্রাবন, চান্দ্রঃ ২৬ শ্রীধর মাস, ১৯৪৬ শকাব্দ ২০৮১ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৮ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ১৬ শ্রাবন ১৪৩১, ভারতীয় সিভিলঃ৯ শ্রাবন ১৯৪৬, মৈতৈঃ২৬ ইঙেন, আসামঃ ১৫ শাওন, মুসলিমঃ ২৪-মুহররম-১৪৪৬ হিজরী।শ্রীকামিকা একাদশীসূর্য উদয়ঃসকাল ০৫ঃ১০ঃ৩৪ এবং অস্তঃবিকাল ০৬ঃ১৪ঃ৩৮।চন্দ্র উদয়ঃশেষ রাত্রি ০১ঃ৪৭ঃ৪৪(৩১) এবং অস্তঃবিকাল ০৪ঃ০৩ঃ৫৫(১)।কৃষ্ণ পক্ষ ।তিথিঃ একাদশী (নন্দা) বিকাল ঘ ০৫ঃ০৫ঃ৪১ দং ২৯৪৭৩৫ পর্যন্তনক্ষত্রঃ রোহিণী দুপুর ঘ ০০ঃ২২ঃ৪৪ দং ১৮০১২.৫ পর্যন্ত পরে মৃগশিরাকরণঃ বালব বিকাল ঘ ০৫ঃ০৫ঃ৪১ দং ২৯৪৭৩৫ পর্যন্ত পরে কৌলবযোগঃ ধ্রুব বিকাল ঘ ০৫ঃ০১ঃ৪৪ দং ২৯৩৭৪২.৫ পর্যন্ত পরে ব্যাঘাতঅমৃতযোগঃদিন ০৫ঃ১০ঃ৩৯ থেকে - ০৬ঃ৫৫ঃ১২ পর্যন্ত, তারপর ০৯ঃ৩২ঃ০১ থেকে - ১১ঃ১৬ঃ৩৩ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৩৭ঃ৫৫ থেকে - ০৫ঃ২২ঃ২৮ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৬ঃ৫৮ঃ২৮ থেকে - ০৯ঃ০৯ঃ৩৯ পর্যন্ত, তারপর ০১ঃ৩২ঃ০১ থেকে - ০৫ঃ১০ঃ৩৯ পর্যন্ত।মহেন্দ্রযোগঃদিন ০১ঃ৫৩ঃ২২ থেকে - ০৩ঃ৩৭ঃ৫৫ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৯ঃ০৯ঃ৩৯ থেকে - ১০ঃ৩৭ঃ০৬ পর্যন্ত।কুলিকবেলাঃদিন ১১ঃ১৬ঃ৩৩ থেকে - ১২ঃ০৮ঃ৫০ পর্যন্ত।কুলিকরাত্রিঃ১০ঃ৩৭ঃ০৬ থেকে - ১১ঃ২০ঃ৫০ পর্যন্ত। বারবেলাঃদিন ১১ঃ৪২ঃ৪১ থেকে - ০১ঃ২০ঃ৪২ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ০৮ঃ২৬ঃ৪০ থেকে - ১০ঃ০৪ঃ৪১ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ০২ঃ২৬ঃ৪০ থেকে - ০৩ঃ৪৮ঃ৪০ পর্যন্ত।গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃরবিঃ৩১৪২৪১৪ (৮) ৪ পদচন্দ্র ২১২৯৪৬ (৫) ৩ পদমঙ্গলঃ১১০৪৬৪০ (৪) ১ পদবুধঃ৪৩৩৫৪ (১০) ২ পদবৃহস্পতিঃ১২০৫৭৫১ (৪) ৪ পদশুক্রঃ৪০২৮৩৫ (১০) ১ পদশনিঃ১০২১২৮৮ (২৫) ১ পদরাহুঃ১১১৭৪১৩৩ (২৭) ১ পদকেতুঃ৫১৭৪১৩৩ (১৩) ৩ পদবুধ বক্রিশনি বক্রি।লগ্নঃকর্কট রাশি সকাল ০৬ঃ১৯ঃ০২ পর্যন্ত। সিংহ রাশি সকাল ০৮ঃ৩০ঃ২৩ পর্যন্ত। কন্যা রাশি সকাল ১০ঃ৪০ঃ৩৩ পর্যন্ত। তুলা রাশি সকাল ১২ঃ৫৪ঃ৪৪ পর্যন্ত। বৃশ্চিক রাশি দুপুর ০৩ঃ১০ঃ২৮ পর্যন্ত। ধনু রাশি বিকাল ০৫ঃ১৫ঃ৪৭ পর্যন্ত। মকর রাশি বিকাল ০৭ঃ০২ঃ৪১ পর্যন্ত। কুম্ভ রাশি সন্ধ্যা ০৮ঃ৩৬ঃ০৪ পর্যন্ত। মীন রাশি রাত্র ১০ঃ০৭ঃ০৮ পর্যন্ত। মেষ রাশি রাত্র ১১ঃ৪৭ঃ৪২ পর্যন্ত। বৃষ রাশি শেষ রাত্রি ০১ঃ৪৬ঃ০৪ পর্যন্ত। মিথুন রাশি শেষ রাত্রি ০৩ঃ৫৯ঃ২৪ পর্যন্ত।

আবহাওয়া

দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় আপাতত বৃষ্টিপাত চলবে, এমনই পূর্বাভাস আলিপুর আবহাওয়া দফতরের। সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩০.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস। সর্বনিম্ন ২৭.৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস। আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৯০ শতকরা এবং ৭০ শতকরা। জোয়ার-সকাল ১০ টা ২৫ মিনিট এবং রাত ৯টা ২৫ মিনিট। ভাটা-বেলা ২টা ৫০ মিনিট এবং রাত ২ টা ২০ মিনিট। সূর্যঃউদয় হবে ৫টা ০৭ মিনিট এবং অস্ত যাবে ৬ টা ১৮মিনিট।

রাশিফল

মেষরাশিঃকোনও বিষয় নিয়ে অতিরিক্ত চিন্তার ফলে স্বাস্থ্যহানির আশঙ্কা।

বৃষ রাশিঃএই সময় লটারি বা শেয়ারে কোনও বিনিয়োগ না করাই শ্রেয়। পশুপালন ও মস্যপালনে অতিরিক্ত মুনাফা হাতে আসবে।।

মিথুনঃ সমাজকল্যাণমূলক কাজের মাধ্যমে আপনার নাম, যশ ও সামাজিক প্রতিষ্ঠা বৃদ্ধি পাবে। ।

কর্কট রাশি ঃনিজের আয় অনুযায়ী খরচ করার চেষ্টা করুন।

সিংহ রাশিঃকর্মক্ষেত্রে প্রতারকের পাল্লায় পড়ে অর্থহানির আশঙ্কা।

কন্যা রাশিঃসৃজনশীল কাজে উন্নতি। প্রিয়জনের সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝি মিটে যাওয়ার সম্ভাবনা।

তুলারাশিঃ বাবা ও মায়ের একাকীত্বে তাঁদের সঙ্গে কিছুটা সময় কাটানোর চেষ্টা করুন।

বৃশ্চিক রাশিঃ সন্তানের জন্মদিনে অতিরিক্ত খরচ না করে গরিব মানুষের জন্য সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিন।

ধনু রাশি ঃ সন্তানের পড়াশোনায় পরিবর্তনযোগ লক্ষ্য করা যায়।।

মকর রাশিঃ পারিবারিক সমস্যায় কোনও মতামত দেওয়ার আগে ভালো করে ভাবনাচিন্তা করে নেবেন।

কুম্ভ রাশি ঃসন্তানের কুকীর্তির জন্য পুলিশি ঝামেলায় জড়িয়ে পড়তে পারেন।

মীন রাশিঃ যানবাহনে ওঠানামার সময় সতর্ক থাকুন। এই সময় লটারি বা শেয়ারে কোনও বিনিয়োগ না করাই শ্রেয়। বিবাহের যোগ হবে।

উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গে আরও বর্ষণের পূর্বাভাস

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩১ জুলাই ঃ মৌসুমী অক্ষরেখার অনুকূল অবস্থান ও সম্ভাব্য ঘূর্ণাবর্তের প্রভাবে বৃষ্টিতে ভিজছে বঙ্গভূমি। বৃষ্টি হচ্ছে মহানগরী কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায়, উত্তরবঙ্গেও বৃষ্টি হচ্ছে। আগামী কিছু দিন দক্ষিণবঙ্গের কিছু জেলায় ভারী বৃষ্টি হতে পারে বলে জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর। যার ফলে কিছুটা কমতে পারে তাপমাত্রা। বুধবার সকালে কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৮.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ১.৬ ডিগ্রি বেশি। মৌসুমী অক্ষরেখার অনুকূল অবস্থানের জন্য প্রচুর জলীয়.বাষ্প ঢুকছে পশ্চিমবঙ্গে। এর প্রভাবে পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত জেলায় আগামী কিছু দিন বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। জুন মাসে বৃষ্টির ঘাটতি ছিল প্রবল, আর জুলাইয়ের শুরুতেও তেমন বৃষ্টি হয়নি। তবে, জুলাইয়ের শেষের বৃষ্টি অনেকটাই ঘাটতি মিটিয়েছে। বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার দক্ষিণ ও উত্তরবঙ্গের প্রায় সব জেলাতেই বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। ভারী বৃষ্টির সতর্কবার্তা রয়েছে পূর্ব বর্ধমান, নদীয়া, হুগলি এবং দুই ২৪ পরগনা, দার্জিলিং এবং কালিম্পং-জেলায়। আগামী শনিবার দক্ষিণবঙ্গের সব জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা। উত্তরবঙ্গের সব জেলায় ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা। রবিবার কিছুটা কমবে বৃষ্টির পরিমাণ। তবে সেদিনও রাজ্যের উত্তর এবং দক্ষিণ সব জেলাতেই বৃষ্টি হবে।

রিষড়া স্টেশনে কাটা হচ্ছে একাধিক গাছ, আশ্রয়হীন হয়েছে পাখিরা

দুরন্ত বার্তা, রিষড়া, ৩১ জুলাই ঃ যেখানে সারা ভারতবর্ষ ব্যাপী প্রধানমন্ত্রী নরে ঃদ্র মোদি মন কি বাতে বলছেন কখনো গাছ কাটবে না গাছ লাগাও পরিবেশ বাঁচাও সেখানে রেল হাওড়া ডিভিশনে স্টেশনের উপর বড় বড় গাছ একের পর এক বৃক্ষ ছেদন করেছে। যে গাছের ছায়া সাধারণ মানুষকে অক্সিজেন দিত গাছের ছায়ায় যাত্রীরা বসতেন এবং পাখিরা সেই গাছে আশ্রয় নিয়েছিল। একের পর এক বৃক্ষ ছেদন করছে রেল এটা প্রধানমন্ত্রীর একটু নজর দেওয়া উচিত দাবি করেছেন যাত্রীরা। পাখিদের কলরবেই সকাল থেকে বিকাল যেন প্রাণ পেত গোটা স্টেশন চত্বর। অফিস ফিরতে টাইমে হাজার হাজার মানুষের ক্লান্ত ভিড়টা যেন ওদের কিচরমিচিরেই নতুন করে অক্সিজেন পেত। শেষ সন্ধ্যাতেও যে ঘরে ফিরেছিল ওরা, সকালেই সে ঘর আর নেই! কাটা পড়েছে একের পর এক গাছ। আশ্রয়হীন হাজার হাজার পাখি। হতাশ চিত্তে কেউ ঘুরে বেড়াল পুরনো জায়গার আশপাশেই, কারও দেহ পড়ে রইল গাছের গোড়ায়। রিষড়া স্টেশনের অবস্থা দেখে সকাল খেকেই ভিড় বাড়ছে পরিবেশ থেকে পশুপ্রেমীদের। এ বিষয়ে এদিনই তাঁরা রিষড়া স্টেশনের স্টেশন মাস্টারকে স্মারকলিপি জমা দেওয়া হবে বলেও খবর। রিষড়া স্টেশনের প্লাটফর্মে প্রাচীন বট, অশ্বত্থ গাছ কাটা শুরু হয়েছে বিগত কয়েকদিন ধরেই। এই গাছগুলিতেই দীর্ঘদিন থেকেই বাসা বেঁধে থাকত প্রচুর সামুকখোল,পানকৌরী,বক, কাক। কিন্তু, সেই গাছগুলিতে কোপ পড়তেই রাতারাতি ঘর ছাড়া অবলার দল। গাছের ডালে কোপ পড়তেই বাসা ভেঙে নিচে পড়ে যায় অনেক পাখি। অনেক বাসাতেই আবার ছিল সদ্য ডিম থেকে ফোটা পাখি, অনেক বাসাতে আবার সদ্য পাড়া ডিম। কিন্তু, রাতারাতি সব শেষ। বড়দের সঙ্গেই মৃত্যুর মুখে ঢোলে পড়ল উড়তে শেখেনি এমন অসংখ্যা পাখিও। খবর পেয়ে রিষড়া স্টেশনে এসে অনেক পাখিকে বাঁচানোর চেষ্টা করে পশুপ্রেমীরা। খবর যায় বন দফতরেও। আচমকা গাছ কাটায় ক্ষোভ প্রকাশ করছেন পশু-পাখি প্রেমী বলে পরিচিত এলাকার বাসিন্দা । তিনি বলছেন, প্রচুর গাছ কাটা হয়েছে। প্রচুর পাখি মারা গিয়েছে। প্রশাসনের কাছে অনুরোধ করব এটার তদন্ত করতে। পরিবেশে তো গাছ, পশু-পাখি, মানুষ একসঙ্গে সবাই থাকলে তবেই ভারসাম্য রক্ষা হবে! ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন রিষড়ার পরিবেশ কর্মীও। তিনি বলছেন, আমরা চাইছি রেল যেমন গাছ কেটেছে তেমনই এখানে আবার গাছ লাগাক। রিষড়ায় রেলের আরও অনেক সমস্যা রয়েছে। কিন্তু, সেগুলিতে নজর দেওয়া হচ্ছে না।

মেট্রোর অরেঞ্জ লাইনে ৭৪টি পরিষেবা সকাল ৮টা থেকে পরিষেবা শুরু হবে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩১ জুলাই ঃ অরেঞ্জ লাইনে কবি সুভাষ ও হেমন্ত মুখোপাধ্যায়.স্টেশনের মধ্যে পরিষেবার সংখ্যা ও পরিষেবার সময়.দুটোই বাড়তে চলেছে আগামী ০৫০৮২০২৪ (সোমবার) তারিখ থেকে। এখন দৈনিক ৪৮ টি পরিষেবা এই লাইনে চলে। ওই দিন থেকে মোট ৭৪ টি পরিষেবা (৩৭ টি আপ ও ৩৭ টি ডাউন) এই লাইনে চালানো হবে। পরিষেবাগুলি পাওয়া যাবে ২০ মিনিট অন্তর। প্রতিদিনের এই বর্ধিত পরিষেবাগুলি পরীক্ষামূলকভিত্তিতে সোমবার থেকে শুক্রবার চালানো হবে। আগে অসাবধানতাবশত জানানো হয়েছিল যে শনিবারেও এই পরিষেবা চালানো হবে। প্রথম মেট্রো পরিষেবা কবি সুভাষ ও হেমন্ত মুখোপাধ্যায়. থেকে শুরু হবে সকাল ৯ টার বদলে সকাল ৮ টায়। আর দিনের শেষ মেট্রো পরিষেবা এই দুই স্টেশন থেকে পাওয়া যাবে বিকেল ৪৪০ এর বদলে রাত ৮ টায়। প্রথম পরিষেবা-কবি সুভাষ থেকেঃসকাল ৯ টার পরিবর্তে সকাল ৮ টায় । হেমন্ত মুখোপাধ্যায় থেকেঃ সকাল ৯ টার পরিবর্তে সকাল ৮ টায়-শেষ পরিষেবা- কবি সুভাষ থেকে ঃ বিকেল ৪,৪০ এর পরিবর্তে রাত ৮ টায় । হেমন্ত মুখোপাধ্যায় থেকে বিকেল ৪,৪০ এর পরিবর্তে রাত ৮ টায় ।

অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের সুস্থ ও সুখী জীবনের জন্য অভিনন্দন জানিয়েছেন শ্রী শ্রীবাস্তব

গোরখপুর ৩১ জুলাই ঃ ৩১ জুলাই, ২০২৪-এ, প্রিন্সিপাল চিফ পার্সোনেল অফিসার কক্ষ, গোরখপুরে, উত্তর-পূর্ব রেলের প্রিন্সিপাল চিফ পার্সোনেল অফিসার, শ্রী অজয় কুমার শ্রীবাস্তব, ৩১ জুলাই, ২০২৪-এ অবসর নিয়েছেন, চিফ ম্যাটেরিয়াল ম্যানেজার, মিস্টার চন্দ্রাপ ডেপুটি চিফ অপারেটিং ম্যানেজারনির্মাণ শ্রী রাজীব শেঠ, সহকারী নির্বাহী প্রকৌশলী নির্মাণ জনাব জয় নারায়ণ, সহকারী নির্বাহী প্রকৌশলীহেডকোয়ার্টার শ্রী দিলীপ কুমার, সরকারী ভাষা অফিসার মোহাম্মদ আরসাদ মির্জাকে স্বর্ণের প্লেটেড মেডেল, সমাপনী পরিমাণ ফর্ম দিয়ে সম্মানিত করা হয়। এবং পরিষেবা শংসাপত্র। শ্রী শ্রীবাস্তব এই অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের সুস্থ ও সুখী জীবনের জন্য অভিনন্দন জানিয়েছেন। এই ক্রমানুসারে, উত্তর পূর্ব রেলওয়ের চিফ পার্সোনেল অফিসারপ্রশাসন, জনাব অবধেশ কুমার ৩১ জুলাই, ২০২৪-এ অবসর নেওয়া ২৪ জন নন-গেজেটেড রেলওয়ে কর্মচারীকে গোল্ড প্লেটেড মেডেল এবং বন্দোবস্তের পরিমাণের ফর্ম প্রদান করেন, একটি সভা কক্ষে আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে। ৩১শে জুলাই, ২০২৪ তারিখে পার্সোনেল ডিপার্টমেন্ট। এবং সার্ভিস সার্টিফিকেট প্রদান করে সম্মানিত। অবসরপ্রাপ্ত রেলওয়ে কর্মচারীদের উদ্দেশে চিফ পার্সোনেল অফিসারপ্রশাসন শ্রী অবধেশ কুমার বলেন, আপনারা সবাই আপনাদের জীবনের দীর্ঘ সময় রেলকে দিয়েছেন। আমরা ভবিষ্যতেও আপনার অভিজ্ঞতা থেকে উপকৃত হতে থাকব। যখনই আপনার কোন সমস্যা হবে আপনি যোগাযোগ করতে পারেন। আপনার সমস্যার সমাধান হবে। এই উপলক্ষ্যে ডেপুটি চিফ পার্সোনেল অফিসার, হেডকোয়ার্টার শ্রী বি.কে দ্বিবেদী, সহকারী পার্সোনেল অফিসারলিকুইডেটের শ্রী প্রমোদ কুমার ভারতী, পার্সোনেল এন্ড অ্যাকাউন্টস ডিপার্টমেন্টের ঊর্ধ্বতন আধিকারিক, কর্মচারী, অবসরপ্রাপ্ত রেল কর্মচারীদের পরিবারের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। এ ছাড়া হিসাব বিভাগের আইটি সেন্টারে অবসরপ্রাপ্ত হিসাবরক্ষণ কর্মীদের বিদায় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয। অনুষ্ঠানে, প্রধান আর্থিক উপদেষ্টা জনাব সঞ্জীব জৈন অ্যাকাউন্টস বিভাগের ০২ নন-গেজেটেড রেলওয়ে কর্মচারীদের সমাপনী পরিমাণ ফর্ম, পরিষেবা শংসাপত্র এবং স্বর্ণের প্লেটেড মেডেল দিয়ে সম্মানিত করেন। এ উপলক্ষে সহকারী অর্থ উপদেষ্টাসি.টি. শ্রী নবেন্দু শেখর এবং অ্যাকাউন্টস বিভাগের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা উপস্থিত ছিলেন।

নিত্য যাত্রীদের অবরোধের জেরে বন্ধ ডায়মন্ডহারবার-শিয়ালদহ লোকাল

দুরন্ত বার্তা, ডায়মন্ডহারবার, ৩১ জুলাই ঃ প্রায় সময় অফিসে গিয়ে শুনতে হচ্ছে বসের বকাঝকা এমনকি কর্মক্ষেত্রে গিয়েও কর্মচারীদের শুনতে হচ্ছে নানান কটু কথা। প্রত্যেকদিন তো একই অজুহাত দেয়া যায় না যে ট্রেন দেরিতে এসেছে। একই অজু হাতও কেউ বিশ্বাস করবেনা। কিন্তু সপ্তাহের বেশিরভাগ সময়ই স্বাভাবিকের থেকে ৩০ মিনিট থেকে ৪০ মিনিট ট্রেন দেরিতেই গন্তব্যস্থলে পৌঁছাচ্ছে। এর ফলে সমস্যার মধ্যে পড়েছে নিত্যযাত্রীরা। রেল প্রশাসনকে জানিও কোনরকম কাজ হয়নি এবার বাধ্য হযেই সপ্তাহের তৃতীয়.দিনে কার্যত ভোর থেকে রেল অবরোধে নেমে পড়েছে নিত্যযাত্রীরা। এর ফলে বুধবার ভোর থেকে শিযালদহ দক্ষিণ শাখার ডাযমন্ড হারবার লোকাল ভোর থেকেই বন্ধ। অবরোধের জেরে কার্যত ট্রেন চলাচল বন্ধ হযে রযেছে। স্থানীয সূত্রে জানা যায, বুধবার ভোর পাঁচটা চল্লিশ মিনিট নাগাদ থেকে শিযালদহ দক্ষিণ শাখা ডাযমন্ডহারবার রেলস্টেশনে নিত্যযাত্রীরা রেল অবরোধে সামিল হন। অবরোধকারীদের দাবি নির্ধারিত সময়ে ট্রেন চলাচল যেন করে। মূলত অবরোধকারীরা জানান যে এই অবরোধ কর্মসূচি বারোটা পর্যন্ত চলবে। এই অবরোধের কথা শুনে ঘটনাস্থলে আছে রেলের আধিকারিকেরা রেলের আধিকারিকদের সাথে বেশ কযেক দফা কথা হয অবরোধকারীদের। কিন্তু নিজেদের দাবিতে অনর থাকে অবরোধকারীরা। অবরোধকারীদের দাবি যে সঠিক টাইমে চলুক ট্রেন।এর দু'দিন আগেই ডাযমন্ড হারবার লোকালে ধোঁয়া দেখা গিয়েছিল। যার জেরে আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিলেন যাত্রীরা। সেই ঘটনাটি ঘটেছিল সুভাষগ্রাম স্টেশনে। দেখা যায়, কামরার নীচে চাকার কাছে আগুনের ফুলকি বেরোচ্ছে। পরে অবশ্য সেই নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসা হয়। সেই ট্রেনটি ফের গন্তব্যের উদ্দেশে রওনা দিয়েছিল। জানা যায়, গত ২৮ জুলাই আপ ডাযমন্ডজ হারবার লোকল তখন সুভাষগ্রাম স্টেশনে ঢুকছিল। তখন প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে থাকা যাত্রীরাই ট্রেনের নীচে ফুলকি দেখতে পান। এরপর ধোঁয়া বেরোতে দেখা যায়। এর জেরে যাত্রীরা স্বভাবতই আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। ট্রেনে থাকা যাত্রীদের নামিয়ে আনা হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে যান রেলের আধিকারিক এং কর্মীরা।

ডেঙ্গু রুখতে হাওড়া পুরসভা এলাকায় ড্রেনে ছাড়া হবে সাড়ে ১২ লক্ষ গাপ্পি মাছ

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ৩১ জুলাই ঃ ডেঙ্গু রুখতে হাওড়া পুরসভা এলাকায় ড্রেনে ছাড়া হবে গাপ্পি মাছ। মশার বংশবৃদ্ধি ঠেকাতে এই উদ্যোগ নিয়েছে পুর কর্তৃপক্ষ। বুধবার সকালে পুরসভার তরফ থেকে প্রথম দফায় প্রায় সাড়ে ১২ লক্ষ গাপ্পি মাছ তুলে দেওয়া হয় বিভিন্ন ওয়ার্ডের স্বাস্থ্য কর্মীদের হাতে। এরা নিজ নিজ ওয়ার্ডের জমা জলে ও ড্রেনে এই গাপ্পি মাছ ছাড়ার কাজ করবেন। বুধবার সকালে পুরসভার কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এই কর্মসূচির সূচনা করেন মুখ্য প্রশাসক ডাঃ সুজয় চক্রবর্তী। উপস্থিত ছিলেন পুর কমিশনার, অন্যান্য কর্মকর্তারা সহ স্বাস্থ্য বিভাগের আধিকারিকরাও। ডা ঃ সুজয় চক্রবর্তী বলেন, গাপ্পি মাছ ছা।। আমরা প্রতি বছরই করি। স্টেট আরবান ডেভেলপমেন্ট এজেন্সির (সুডা) পক্ষ থেকে গাপ্পি মাছ দেওয়া হয়। ডেঙ্গু মরসুমের শুরুর দিকে এবং মাঝখানে এই গাপ্পি মাছ ছাড়া হয়। প্রায় সাড়ে ১২ লক্ষ গাপ্পি মাছ গোটা হাওড়ায় ছাড়া হবে। সেপ্টেম্বরে দ্বিতীয় দফায় গাপ্পি মাছ ছাড়া হবে। গাপ্পি মাছ মশার লার্ভা খেয়ে নেয়। মূলত ডেঙ্গু নিযন্ত্রণের জন্য গাপ্পি মাছ ছাড়া হয়। এটা আমাদের রুটিন কাজ। কমিশনার, ডেপুটি কমিশনার, পুর সচিব সহ আধিকারিকদের সামনে এই কাজ করা হলো। আগের বারে এই সময় যে ডেঙ্গু কেস ছিল এখনো পর্যন্ত এবারের ডেঙ্গু কেসের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম। কিন্তু আমাদের থেমে থাকার জাযগা নেই। কারণ এই সময়েই ডেঙ্গু কেসের সংখ্যা বাড়তে থাকে। সেই কারণে ডেঙ্গুর ব্যাপারে আমরা সতর্ক আছি। আমাদের স্বাস্থ্য দপ্তরের কর্মীরা কাজ করছে। এর পাশাপাশি এলাকার বাসিন্দাদের সহযোগিতা পেলে আরো ভালো কাজ করা সম্ভব হবে।

বেপরোয়া যান চলাচলে মৃত্যু ঘটলো হেলমেটবিহীন দুই যুবকের

দুরন্ত বার্তা, জয়নগর, ৩১ জুলাই ঃ বেপরোয়া যান চলাচল বেড়ে চলেছে কলকাতা শহরতলির বিভিন্ন এলাকায়। সেফ ডাইফ সেফ লাইফের ওপর পুলিশ যতই জোর দিক না কেন সচেতনতার অভাব থেকেই যাচছে। তাইতো আবারো হেলমেট না পরেইবেপরোয়া বাইক চালানোয় ঘটলো মর্মান্তিকপরিণতি। এবার নরেন্দ্রপুরে মৃত্যু হল দুই যুবকের। মঙ্গলবার গভীর রাতে এই দুর্ঘটনাটি ঘটে। মৃত দুই যুবকের নাম বিশাল মাহাত ও কুষাণ মণ্ডল। দু'জনেরই বযস ১৮ বছর। এই মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনাটি ঘটেছে বারুইপুর পুলিশ জেলার নরেন্দ্রপুর থানার কালিবাজার সংলগ্ন এলাকায়। পুলিশ সূত্রে জানা গেল,বেপরোয়া ভাবে বাইক চালিয়ে যাওয়ার সময় মোহন বাটার সামনে একটি কালী মন্দিরের পাঁচিলে সজোরে ধাক্কা মারে বাইকটি। বাইক থেকে ছিটকে পড়ে যায় চালক সহ আর ও এক জন। গুরুতর আহত হয় দুজনই। তাঁদেরকে দ্রুত এমআর বাঙুর হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকেরা দু'জনকেই মৃত বলে ঘোষণা করেন। জানা গিয়েছে, মৃত দুই যুবকের কারোর মাথায় কোনো হেলমেট ছিল না। এই ঘটনার পর ঘটনাস্থল থেকে বাইকটি উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায় পুলিশ। তবে কীভাবে এই ঘটনা ঘটলো তাঁর তদন্ত শুরু করেছে নরেন্দ্রপুর থানার পুলিশ। এই প্রসঙ্গে এক প্রত্যক্ষদর্শী জানান, ওরা যেভাবে বেপরোয়া গতিতে বাইক নিয়ে যাচ্ছিল তাতে যে কোনও সময় দুর্ঘটনা ঘটবে বলে মনে হচ্ছিল। চোখের সামনে এই ঘটনা দেখে আমি আতঙ্কিত হয়ে পড়ি। এই দুর্ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় বাসিন্দারা ছুটে এসে ওই দুই যুবক কে উদ্ধার করলেও শেষ রক্ষা হয় নি। তবে হেলমেট বিহীন বাইক আরোহীর সংখ্যা বেড়ে চলায় পথ দূর্ঘটনার হার বাড়ছে বলেই মনে করছেন সাধারণ মানুষ। পুলিশের টহলদারি আরও বাড়ানো উচিত বলে মতপ্রকাশ সাধারণ মানুষের।

চোখের সামনে থেকে বাবাকে টেনে নিয়ে যেতে দেখে কুমিরের সাথে লড়াই কিশোরের

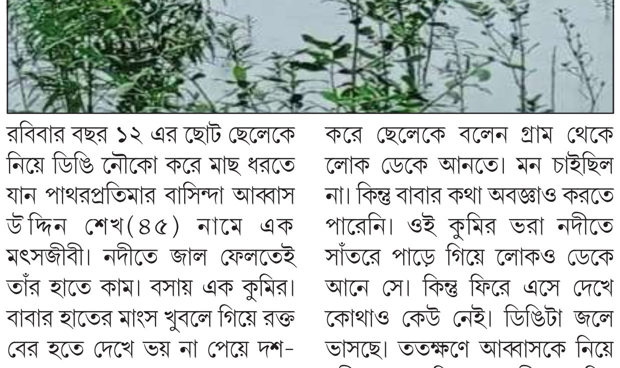

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩১ জুলাই ঃ নদীতে মাছ ধরার সময় বাবাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল কুমির। পিছন থেকে সেই দৃশ্য দেখে আর এক দন্ড স্থির থাকতে পারেনি কিশোর ছেলে। সাহস সমস্ত শক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল বাবাকে বাঁচাতে। বাবার হাত টেনে ধরা কুমিরের চোয়াল ঠেলে দাঁতের পাটির মধ্যে হাত ঢুকিয়ে দিয়েছিল সে! কিন্তু শেষপর্যন্ত জল-দানবের সঙ্গে লড়াইয়ে আর পেরে ওঠেনি ওই কিশোর। চোখের সামনে থেকে বাবাকে টেনে নিয়ে চলে যায় কুমির। ঘটনার দুদিন পর নদীতে ভেসে উঠল সেই মৎস্যজীবী বাবার ক্ষতবিক্ষত মৃতদেহ। ময়নাতদন্তের জন্য দেহ পাঠানো হয় কাকদ্বীপ হাসপাতালে। পাথরপ্রতিমার মৎস্যজীবীর মৃত্যুতে একদিকে যেমন শোকের ছায়া নেমে এসেছে গোটা গ্রাম জুড়ে অন্যদিকে এলাকার মানুষজনের মুখে মুখে ফিরছে কিশোরের সাহসী পদক্ষেপের কথাও। আর ছেলে ভুলতেই পারছে না বাবার এহেন মৃত্যুর কথা। রবিবার বছর ১২ এর ছোট ছেলেকে নিয়ে ডিঙি নৌকো করে মাছ ধরতে যান পাথরপ্রতিমার বাসিন্দা আব্বাস উদ্দিন শেখ(৪৫) নামে এক মৎসজীবী। নদীতে জাল ফেলতেই তাঁর হাতে কাম। বসায় এক কুমির। বাবার হাতের মাংস খুবলে গিয়ে রক্ত বের হতে দেখে ভয় না পেয়ে দশ-বারো বছরের ছেলে সাহসে ভর করে শরীরের সর্ব শক্তি দিয়ে কুমিরের মুখের ভেতরে হাত ঢুকিয়ে তার চোয়াল টেনে ধরে বাবাকে বাঁচাতে চেষ্টা করে। কিন্তু কুমিরের শক্তির সঙ্গে পেরে উঠবে না এতটুকু ছেলে তা বুঝেছিলেন আব্বাস। তিনি চিৎকার করে ছেলেকে বলেন গ্রাম থেকে লোক ডেকে আনতে। মন চাইছিল না। কিন্তু বাবার কথা অবজ্ঞাও করতে পারেনি। ওই কুমির ভরা নদীতে সাঁতরে পাড়ে গিয়ে লোকও ডেকে আনে সে। কিন্তু ফিরে এসে দেখে কোথাও কেউ নেই। ডিঙিটা জলে ভাসছে। ততক্ষণে আব্বাসকে নিয়ে নদীতে ডুব দিয়েছে কুমীর। দুদিন পর আব্বাস উদ্দিনের ক্ষতবিক্ষত মৃতদেহ ভেসে ওঠে নদীতে। চোখের সামনে বাবার এই অকাল মৃত্যু মেনে নিতে পারছে না ওই কিশোর। এই ঘটনায় গ্রাম জুড়ে নেমে এসেছে শোকের পরিবেশ।

বিশেষ ট্রেন চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে এসইআর

কলকাতা, ৩১শে জুলাই ঃ নিম্নলিখিত সময়সূচী অনুসারে একমুখী বিশেষ ট্রেনগুলি চালানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ০২৭৬৮ সাঁতরাগাছি-হুজুর সাহেব নান্দেড বিশেষ ০২৭৬৮ সাঁতরাগাছি-হজুর সাহেব নান্দেদ ওয়ান ওয়ে স্পেশাল সান্তরাগাছি থেকে ০১.০৮.২০২৪ তারিখে ০০.৩০ টায় ছেড়ে যাবে এবং পরের দিন ০৬.৩০ টায় হুজুর সাহেব নান্দেদে পৌঁছাবে। বিশেষ ট্রেনটির স্টপেজ থাকবে খড়গপুর, টাটানগর, চক্রধরপুর, রৌরকেলা এবং ঝাড়সুগুদায় দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ের এখতিয়ারে। ০২৯০৬ শালিমার-ওখা বিশেষ ০২৯০৬ শালিমার-ওখা ওয়ান ওয়ে স্পেশাল ০১.০৮.২০২৪ তারিখে ০৫.০০ টায় শালিমার ছেড়ে যাবে এবং ০৪.০০ ঘটিকায, তৃতীয় দিন (০৩.০৮.২০২৪) ওখা পৌঁছাবে। বিশেষ ট্রেনটির স্টপেজ থাকবে সান্তরাগাছি, খড়গপুর, টাটানগর, চক্রধরপুর, রাউরকেলা এবং ঝাড়সুগুদায় দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের এখতিয়ারে।

বিলকান্দা ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েতে বৃক্ষরোপণ

নববারাকপুর, ৩১ জুলাই ঃ প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষায় ব্যারাকপুর ২ ব্লকের বিলকান্দা ২নং গ্রাম পঞ্চায়েতের উদ্যোগে বুধবার সকালে লেনিনগড় ডি ব্লকের কবর খোলা মাঠে শতাধিক বৃক্ষরোপণ করা হয়। উপস্থিত ছিলেন গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান দীপা পাইক, পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ সজল দাস সহ পঞ্চায়েত সদস্যরা। প্রধান দীপা পাইক জানান অরণ্য সপ্তাহ উদযাপন উপলক্ষে পরিবেশ সচেতনতায় পঞ্চায়েত এলাকায় দু হাজার চারাগাছ রোপনের পরিকল্পনা রয়েছে। তারই অঙ্গ হিসেবে লেনিনগড় ডি ব্লকের মাঠে সেগুন, মেহগনী, অর্জুন, বকুল, নিম, আমলকি, সহ নানাবিধ ফুল ও ফলের গাছ রোপন করা হল। পাশাপাশি এলাকায় কিছু যুবক দের বৃক্ষদান ও করা হয়। বৃহস্পতিবার যুগবেড়িয়া বিলকান্দা ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েত অফিস থেকে চারাগাছ বিলি করা হবে।

তারাতলা, সখেরবাজার বুকিং কাউন্টার চালু করবে না মেট্রো

কলকাতা, ৩১ জুলাই ঃ মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা একটি পাইলট প্রকল্প হিসাবে ০১.০৮.২০২৪ (বৃহস্পতিবার) থেকে পার্পল এবং অরেঞ্জ লাইনে নো বুকিং কাউন্টার স্টেশন চালু করতে চলেছে। এই পাইলট প্রকল্পের জন্য তিনটি স্টেশন নির্বাচন করা হয়েছে। এই স্টেশনগুলি হল তারাতলা, পার্পল লাইনের সখেরবাজার মেট্রো স্টেশন এবং অরেঞ্জ লাইনের কবি সুকান্ত স্টেশন। তারাতলা স্টেশনে গড় দৈনিক যাত্রী সংখ্যা মাত্র ৭০ যখন ২২০ জন যাত্রী কবি সুকান্ত মেট্রো স্টেশন ব্যবহার করেন। সখেরবাজার স্টেশনে গিয়ে দেখা গেছে প্রায় ৫৫ জন যাত্রী এই স্টেশন ব্যবহার করছেন। যেহেতু যাত্রী সংখ্যা খুবই কম, মেট্রো রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ ০১.০৮.২০২৪ থেকে এই তিনটি স্টেশনকে নো বুকিং কাউন্টার স্টেশন হিসাবে করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই স্টেশনগুলিতে আগামীকাল থেকে টোকেন, নতুন স্মার্ট কার্ড বা স্মার্ট কার্ড রিচার্জ করার জন্য কোনও বুকিং কাউন্টার খোলা থাকবে না এবং কোনও বুকিং কর্মী উপস্থিত থাকবে না। পরিবর্তে, যাত্রীরা স্বযংক্রিয স্মার্ট কার্ড রিচার্জ মেশিন থেকে তাদের টোকেন, স্মার্ট কার্ড, পেপার কিউআর কোড ভিত্তিক টিকিট কিনবেন। তারা এই মেশিনগুলি থেকে তাদের স্মার্ট কার্ড রিচার্জ করতে পারে। এজন্য এসব স্টেশনে ইতোমধ্যে ASCRM মেশিন বসানো হয়েছে। এই তিনটি স্টেশনের প্রতিটিতে, আমাদের যাত্রীদের সুবিধার জন্য দুটি ASCRM মেশিন স্থাপন করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে এই ব্যবহারকারী-বান্ধব ASCRM মেশিনগুলি কলকাতা মেট্রোতে ভ্রমণের অভিজ্ঞতা বাড়াতে চলেছে। যাত্রীরা এই ASCRM-এ UPI পেমেন্ট ভিত্তিক টিকিটিং সিস্টেমও বেছে নিতে পারেন। আশা করা যায় যে এই সিস্টেমটি মেট্রো ব্যবহারকারীদের দ্বারা স্বাগত জানাবে এবং সময়ের সাথে সাথে এটি জনপ্রিয়ও হয়ে উঠবে। মেট্রো রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ যাত্রীদের প্রতিক্রিয়া নিরীক্ষণ করবে এবং আগামী দিনে প্রতিক্রিয়া বিশ্লেষণ করবে। ৬ মাস পরে, পরিস্থিতি পর্যালোচনা করা হবে এবং প্রয়োজনে পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া হবে। কলকাতা মেট্রো এই নতুন উদ্যোগকে সফল করতে সমস্ত স্টেকহোল্ডারদের কাছ থেকে সাহায্য ও সহযোগিতা কামনা করে।

এখনও ঘরে ফেরেনি ডানকুনির নিখোঁজ দুই স্কুল ছাত্রী

বনস্পতি দে, ডানকুনি, ৩১ জুলাই ঃ প্রায় কুড়ি দিন কেটে গিয়েছে। এখনও ঘরে ফেরেনি ডানকুনির নিখোঁজ দুই স্কুল ছাত্রী। যা নিয়ে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা। গত ১০ জুলাই টিউশন পড়তে বেরিয়ে নিখোঁজ হয় ডানকুনি শ্রী রামকৃষ্ণ বিদ্যাশ্রম উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের অষ্টম শ্রেণীর দুই ছাত্রী। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছিল, ওই দিন স্কুল থেকে ফেরার পর সন্ধ্যা ছটা নাগাদ টিউশন পড়তে যাচ্ছি বলে বাড়ি থেকে বের হয়। নিখোঁজ হওয়ার দিনই ডানকুনি থানায় অভিযোগ জানায় দুই ছাত্রীর পরিবার। প্রায় কুড়ি দিনের হয়ে গেলেও এখনও খোঁজ মেলেনি নিখোঁজ হওয়া দুই ছাত্রীর। পুলিশ জানিয়েছে রাজ্যের গোয়েন্দা বিভাগের সহযোগিতা নিয়ে তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছে পুলিশ। অন্যদিকে এই ঘটনা নিয়ে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক জলঘোলা। বুধবার নিখোঁজ দুই ছাত্রীর পরিবারের সঙ্গে দেখা করে বিজেপির একটি প্রতিনিধি দল। দুই ছাত্রী পরিবারের সঙ্গে কথা বলেন তাঁরা। বিজেপির নেত্রী তথা ডানকুনি পৌরসভার প্রাক্তন কাউন্সিলার মীনা কুমারী পাসওয়ান বলেন, এরাজ্যে নারী নির্যাতন এবং নারী পাচারের মত ঘটনা ঘটলেও পুলিশ নিষ্ক্রিয়। পুলিশের উপর চাপ সৃষ্টি করব, যাতে মেয়ে দুটিকে বাড়িতে ফিরিয়ে আনা যায়। অন্যদিকে বিজেপির মন্তব্যকে কটাক্ষ করেছেন, ডানকুনি পৌরসভার ভাইস চেয়ারম্যান তথা ডানকুনি শহর তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি প্রকাশ রাহা। তিনি বলেন, পুলিশ এই ঘটনায় তপরতার সঙ্গে তদন্ত এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। আর বিজেপিকে বলবো ওরা নিজের চরকায় তেল দিক, বিজেপি শাসিত রাজ্যে মহিলারা কতটা নিরাপদে থাকে সেদিকে নজর দিক।

মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা

তারাতলা, সখের বাজার ও কবি সুকান্ত স্টেশনসমূহে
টিকেটিং ব্যবস্থার ডিজিটালাইজেশন

টোকেন ও স্মার্ট কার্ড ০১.০৮.২০২৪ তারিখ থেকে পরীক্ষামূলকভাবে শুধুমাত্র এএসসিআরএম সমূহের মাধ্যমে ইস্যু/রিচার্জ করা যাবে তারাতলা, সখেরবাজার (পার্পল লাইন) এবং কবি সুকান্ত (অরেঞ্জ লাইন) এই তিনটি স্টেশনে, যেগুলি "নো বুকিং কাউন্টার" স্টেশন হিসেবে নির্বাচিত হয়েছে এবং এই সমস্ত স্টেশনে কোনো বুকিং কাউন্টার পরিচালনা করা হবে না।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ /metrorailwaykol /metrorailkolkata

ফর্ম বি
গন প্রচারণা
(ভারতের দেউলিয়া এবং দেউলিয়া বোর্ডের প্রবিধান ১২
(লিকুইডেশন প্রসেস) রেগুলেশন, ২০১৬)
প্রগ্রেসিভ মিটার প্রাইভেট লিমিটেডের স্টেকহোল্ডারদের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য

ক্রম নং	প্রাসঙ্গিক বিবরণ	
১	কর্পোরেট দেনাদারের নাম	প্রগ্রেসিভ মিটার প্রাইভেট লিমিটেড
২	কর্পোরেট দেনাদারের অন্তর্ভুক্তির তারিখ	০৮.১০.২০১৩
৩	কর্তৃপক্ষ যার অধীনে কর্পোরেট দেনাদার কোম্পানির রেজিস্ট্রার,	কলকাতা নিগমিত / নিবন্ধিত
৪	কর্পোরেট পরিচয় নম্বর সীমিত দায় কর্পোরেট দেনাদার সনাক্তকরণ নম্বর	U33111WB2013PTC197828
৫	কর্পোরেট দেনাদারের নিবন্ধিত অফিস এবং প্রধান অফিসের ঠিকানা (যদি থাকে)	ফ্ল্যাট নং ২সি, ২য় তলা, উর্বশী অ্যাপার্টমেন্ট, ৩ হাঙ্গারফোর্ড স্ট্রিট, কলকাতা, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, ৭০০০১৭
৬	দেউলিয়া সমাধান প্রক্রিয়া বন্ধ করার তারিখ	১১.০৭.২০২৪
৭	কর্পোরেট দেনাদারের লিকুইডেশন আরম্ভের তারিখ	১২.০৭.২০২৪(অর্ডার প্রাপ্ত ৩০.০৭.২০২৪ তারিখে লিকুইডেটের দ্বারা)
৮	লিকুইডেটর হিসাবে কাজ করা দেউলিয়া পেশাদারের নাম এবং নিবন্ধন নম্বর	নামঃ রাকেশ কুমার আগরওয়াল,নিবন্ধন নম্বর IBBI/IPA-001/IP/P-00443/2017-18/10786
৯	নিবন্ধিত লিকুইডেটরের ঠিকানা এবং ই-মেইল	ঠিকানাঃ ২০,এনএস রোড, ব্লক-এ প্রথম তল, রুম নং-১৫ বোর্ড কলকাতা-৭০০০০১-রসঙ্গে নিবন্ধিত।
১০	ঠিকানা এবং ই-মেইল ব্যবহার করতে হবে লিকুইডেটরের সাথে চিঠিপত্র	ঠিকানাঃ২০, এনএস রোড, ব্লক-এ, ১ম তলা, রুম নং-১৫ লিকুইডেটর কলকাতা-৭০০০০১ ইমেইল ঃ progressivemeters.sipl @ gmail.com,"rakesh202@ hotmail. com
১১		

নোটিশ এতদ্বারা দেওয়া হল যে ন্যাশনাল কোম্পানি ল ট্রাইব্যুনাল, কলকাতা বেঞ্চ আরম্ভ করার নির্দেশ দিয়েছে।১২.০৭.২০২৪ তারিখে প্রগ্রেসিভ মিটার প্রাইভেট লিমিটেডের লিকুইডেশন। প্রোগ্রেসিভ মিটার প্রাইভেট লিমিটেডের স্টেকহোল্ডারদের এতদ্বারা প্রমাণ সহ তাদের দাবি জমা দেওয়ার জন্য বলা হচ্ছে ৩০.০৮.২০২৪ তারিখে বা তার আগে আইটেম নং ১০ এর বিপরীতে উল্লিখিত ঠিকানায় লিকুইডেটরকে। আর্থিক পাওনাদারগণ শুধুমাত্র ইলেকট্রনিক উপায়ে প্রমাণ সহ তাদের দাবি জমা দিতে হবে। অন্য সব পাওনাদার জমা দিতে পারেন ব্যক্তিগতভাবে, পোস্টের মাধ্যমে বা ইলেকট্রনিক উপায়ে প্রমাণ সহ দাবিগুলি। দাবির মিথ্যা বা বিভ্রান্তিকর প্রমাণ জমা দিলে জরিমানা হবে। যদি কোন স্টেকহোল্ডার লিকুইডেশন প্রক্রিয়া চলাকালীন তার দাবী জমা না দেয়, তাহলে দাবী দাখিল করে ভারতের দেউলিয়া এবং দেউলিয়া বোর্ডের অধীনে কর্পোরেট দেউলিয়া রেজোলিউশন প্রক্রিয়া চলাকালীন স্টেকহোল্ডার (কর্পোরেট ব্যক্তিদের জন্য ইনসলভেন্সি রেজোলিউশন প্রক্রিয়া) রেগুলেশন, ২০১৬, এর অধীনে জমা দেওয়া বলে গণ্য হবে।

সাক্ষর /- (রাকেশ কুমার আগরওয়াল) প্রগ্রেসিভ মিটার প্রাইভেট লিমিটেডের লিকুইডেটর
তারিখঃ ১লা আগস্ট, ২০২৪ **রেজিস্ট্রেশন নম্বরঃ** IBBIIPA-001IPP-004432017-1810786
স্থানঃ কলকাতা **এএফএ নম্বরঃ** AA1107860220022410549২ (২৪শে জানুয়ারী, ২০২৫ পর্যন্ত বৈধ)

আদিনাথ বায়ো- ল্যাবস লিমিটেড

CIN: L24230WB1982PLC034492
নিবন্ধিত অফিসঃ ৪, নেতাজী সুভাষ রোড, ১ ম তল
কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ- ৭০০ ০০১
ই-মেইলঃ investors@adinathbio.com, **ওয়েবসাইটঃ** www.adinathbio.com

৩০ জুন, ২০২৪-এ শেষ হওয়া ১ম ত্রৈমাসিকের অনিরীক্ষিত
স্বতন্ত্র আর্থিক ফলাফলের নির্যাস
[সেবি (LODR) রেগুলেশন, ২০১৫ এর রেগুলেশন ৪৭(১) (বি) দেখুন]

(লক্ষ টাকা)

ক্রম নং.	বিবরণ	৩ মাস শেষে ৩০ জুন ২৪ (অনিরীক্ষিত)	পূর্ব ৩ মাস শেষে ৩১ মার্চ ২৪ (টীকা নং ২ পড়ুন) (পরীক্ষিত)	সমতুল্য ৩ মাস শেষে ৩০ জুন ২০২৩ (অনিরীক্ষিত)	বর্ষ শেষে ৩১ মার্চ ২০২৪ (পরীক্ষিত)
১.	মোট কারবার থেকে আয়	২.৬৮৭	২.১১৫	৩.০৩০	৯.১৫০
২.	নিট লাভ / (ক্ষতি) সময়ের জন্য (করের আগে, ব্যতিক্রমী এবং/ অথবা অসাধারণ আইটেম)	(১.৭৩৫)	(০.৭৩০)	(১.১৪১)	(৩.১২৯)
৩.	নিট লাভ / (ক্ষতি) করের আগে সময়ের জন্য (অসাধারণ এবং / অথবা অসাধারণ আইটেমগুলিরপরে)	(১.৭৩৫)	(০.৭৩০)	(১.১৪১)	(৩.১২৯)
৪.	নিট লাভ / (ক্ষতি) করের পরে সময়ের জন্য (অসাধারণ এবং / অথবা অসাধারণ আইটেমের পরে)	(১.৭৩৫)	(০.৭৩০)	(১.১৪১)	(৩.১২৯)
৫.	সময়কালের জন্য মোট ব্যাপক আয় [সময়কালের জন্য লাভ / (ক্ষতি) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (করের পরে)]	(১.৭৩৫)	(০.৭৩০)	(১.১৪১)	(৩.১২৯)
৬.	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	২২০৭.৪২৬	২২০৭.৪২৬	২২০৭.৪২৬	২২০৭.৪২৬
৭.	সংরক্ষণ (আগের বছরের নিরীক্ষিত ব্যালেন্স শীটে দেখানো পুনর্মূল্যায়ন সংরক্ষিত ব্যতীত)	-	-	-	(২২১৩.৭৪১)
৮.	শেয়ার প্রতি আয় (প্রতিটি ১০ /- টাকা) (বার্ষিক নয় সমাপ্ত বছরের জন্য) মূল এবং মিশ্র	(০.০০১)	(০.০০০)	(০.০০১)	(০.০০১)

মন্তব্যঃ
১) উপরোক্তটি SEBI (লিস্টিং বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) রেগুলেশন, ২০১৫ এর রেগুলেশন ৩৩ এর অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে দায়ের করা ত্রৈমাসিক অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিশদ বিন্যাসের একটি নির্যাস। অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ বিন্যাস এখানে উপলব্ধ স্টক এক্সচেঞ্জ ওয়েবসাইট যেমন www.cse-india.com। একই কোম্পানির ওয়েবসাইটে যেমন পাওয়া যায় www.adinathbio.com।
২) ৩১ মার্চ, ২০২৪ সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের পরিসংখ্যান হল ৩১ মার্চ, ২০২৪ সালে সমাপ্ত পূর্ণ আর্থিক বছরের ক্ষেত্রে নিরীক্ষিত পরিসংখ্যান এবং ২০২৩-২৪ আর্থিক বছরের তৃতীয় ত্রৈমাসিক পর্যন্ত বছরের তারিখের পরিসংখ্যানগুলির মধ্যে ভারসাম্যপূর্ণ পরিসংখ্যান।

বোর্ডের আদেশানুসারে,
আদিনাথ বায়ো-ল্যাবস লিমিটেডের জন্য
সুনীল কুমার
এমডি ও সিইও
DIN No.:07777351

তারিখঃ ৩১ জুলাই, ২০২৪
স্থানঃ কলকাতা

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

২৯ বর্ষ, দৈনিক ২৪২ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ১৬ শ্রাবণ, ১৪৩১

স্বাধীনচেতা লেখক অস্টেন

স্বাধীনচেতা লেখিকা জেন অস্টেনের জন্ম। ইংরেজি সাহিত্যের জনপ্রিয় ঔপন্যাসিক জেন অস্টেনের জন্ম ১৭৭৫ সালের ১৬ ডিসেম্বর, ইংল্যান্ডের হ্যাম্পশায়ারের ছোট্ট গ্রাম স্টিভেনটনে। জেনের বাবা জর্জ অস্টেন ছিলেন ধর্মযাজক, মা কাসান্দ্রা অস্টেন ছিলেন প্রভাবশালী পরিবারের মেয়ে। জেন ছিলেন আট ভাইবোনের মধ্যে সপ্তম। জেন স্কুলে পড়াশোনা করেছিলেন পাঁচ বছর। এরপর পড়াশোনা করেন বাবা ও ভাইদের কাছে। শৈশব থেকেই গ্রামীণ পরিবেশে বেড়ে ওঠেন তিনি। তখন থেকেই নাচের শখ ছিল তাঁর। নৃত্যকলায় বেশ ভালোও করেছিলেন। জেন ছেলেবেলায় তাঁর পরিবারের সদস্য ও বন্ধুদের সঙ্গে গ্রামের একটি গুদামঘরে বিভিন্ন নাটক মঞ্চস্থ করতেন। মাত্র ১২ বছর বয়সে জেন কবিতা, গল্প ও নাটক লিখতে শুরু করেন। পেশাদার লেখক হিসেবে উত্থানের পেছনে তাঁর পরিবারের সমর্থনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। ১৮১১ থেকে ১৮১৬ সালের মধ্যে তাঁর চারটি উপন্যাস প্রকাশিত হয়। উপন্যাসগুলো হলো 'সেন্স অ্যান্ড সেন্সিবিলিটি', 'প্রাইড অ্যান্ড প্রেজুডিস', 'ম্যান্সফিল্ড পার্ক' ও 'এমা'। 'নর্থঅ্যাঙ্গার অ্যাবে' ও 'পারসুয়েশন' নামে আরও দুটি উপন্যাস লিখেছিলেন জেন। উপন্যাস দুটি তাঁর মৃত্যুর পর ১৮১৮ সালে প্রকাশিত হয়। তাঁর সবচেয়ে জনপ্রিয় উপন্যাস 'প্রাইড অ্যান্ড প্রেজুডিস'-এর জন্য পাঠকদের মধ্যে আজও অমর হয়ে আছেন জেন। বেশ কিছু বড় গল্প ও কিশোর উপন্যাসও লিখেছেন তিনি। জেন ১২ বছর বয়স থেকে লেখাগুলো তিনটি নোটবুকে সংকলন করেন। সেগুলো পরিচিতি 'জুভেনিলিয়া' নামে। তাঁর সব উপন্যাস ছদ্মনামে প্রকাশিত হয়। পরিবারের বাইরের খুব কম মানুষই তাঁর সাহিত্যপ্রতিভা সম্পর্কে জানতেন। জেন তাঁর বেশির ভাগ পরিচিত মানুষের কাছ থেকে নিজের লেখা লুকিয়ে রাখতেন। কেউ ঘরে ঢুকলে লেখা লুকিয়ে ফেলতেন। তাঁর উপন্যাসগুলো বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়েছে। 'প্রাইড অ্যান্ড প্রেজুডিস' সারা বিশ্বে বিক্রি হয়েছে দুই কোটির বেশি কপি। বেঁচে থাকতে জেন অস্টেন বিশেষ খ্যাতির নাগাল পাননি। ১৮৬৯ সালে তাঁর এক ভ্রাতুস্পুত্র 'আ মেমোয়ার অব জেন অস্টেন' নামে একটি বই প্রকাশ করলে জেনের লেখা সম্পর্কে মানুষ জানতে পারেন। মূলত এরপর সফল সাহিত্যিকের তকমা এঁটে যায় তাঁর নামের সঙ্গে। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে অস্টেনকে নিয়ে বহু গবেষণামূলক কাজ হয় এবং পাঠকমহলে একটা বিশেষ 'জেনীয় অনুরাগী' সংস্কৃতি গড়ে ওঠে। জেন অস্টেনের লেখার প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো তাঁর লেখায় চলতি ভাষার ব্যবহার। এর ফলে তাঁর লেখা সহজবোধ্য ও জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। তাঁর বেশির ভাগ লেখায় ছিল প্রেম ও কৌতুকের মিশ্রণ। লেখালেখির এই ঘরানা সে সময়ের সমাজে ছিল বিরল। জেন তাঁর অনেক লেখায় সে সময়ের পিতৃতান্ত্রিক সমাজে নারীদের জীবনযাপন এবং তাঁদের প্রতি কঠোর সামাজিক নিয়ন্ত্রণের বর্ণনা দেন। সে সময় সামাজিক মর্যাদা ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তা সুনিশ্চিতে নারীরা বিবাহের ওপর নির্ভরশীল ছিল , তারই প্রতিফলন দেখা যায় তাঁর লেখায়।

ভারত প্রেমিক বিদেশিনী

সন ১৯২৯, জেনেভা সুইজারল্যান্ড। আল্পস পর্বতমালার কোলে ছবির মতো শহর আর সেখানেই এক আবাসিক স্কুলে পড়তো মেয়েটি। নামটা একটু খটোমটো, তাই আর বাংলায় লিখলাম না....Eve Yvonne Maday de Maros. বাবা হাঙ্গেরির বাসিন্দা, মা রাশিয়ান। উচ্ছল মেয়েটি প্রকৃতি ভালোবাসতো আর শখ ছিলো ছবি আঁকার। সময় পেলেই ইজেল কাঁধে নিয়ে বেরিয়ে পড়তো শহরের সীমানা ছাড়িয়ে। বিক্রম রামজী খানোলকর। ধনী ও সম্ভ্রান্ত মারাঠি পরিবারের সন্তান, ঘোড়সওয়ারি ও পোলো খেলায় ছিলেন ওস্তাদ। স্কুলের গন্ডি পেরিয়ে বিলেত গিয়ে ভর্তি হলেন Royal Military Academy তে। গ্রীষ্মমাসের ছুটিতে বেড়াতে গেলেন সুইজারল্যান্ড আর সেখানেই একদিন দেখা পেলেন নির্জন উপত্যকার কোলে আপনমনে ছবি আঁকছে এক স্বর্ণকেশী। ছুটি শেষে বিক্রম ফিরে গেলো ইংল্যান্ড কিন্তু আলোড়ন তুলে গেলো ঐ ষোড়শীর হৃদয়ে। মেয়েটির বাবা শুনেই মহা খাপ্পা, তার আদরের দুলালী কিনা বিয়ে করবে কয়েক হাজার মাইল দূরের এক কালা আদমীকে! কভি নেহি। মেয়েটি কিন্তু ভুলতে পারলো না তার কিশোরী হৃদয়ের প্রথম প্রেমকে, আঠারো বছর বয়স হতেই চলে এলো লখনউ। বিয়ে করলো তার স্বপ্নের রাজকুমার কে। সময়টা ১৯৩২। বিয়ের পর শ্বশুরবাড়ি থেকে নতুন নাম রাখা হলো সাবিত্রী, সাবিত্রী বাঈ খানোলকর। পতিদেবতাটি ততদিনে সেনাবাহিনীর কমিশন্ড অফিসার, তার বদলির সাথে সাথে সাবিত্রী ও ঘুরতে লাগলো দেশের নানান শহরে। নতুন করে প্রেমে পড়লো এদেশের বর্ণাঢ্য সংস্কৃতি, আধ্যাত্মিক পশ্চাদপট এবং বিশেষ করে সংস্কৃত ভাষার। পাশ্চাত্য পরিবেশে বড় হওয়া মেয়েটি এদেশের শিক্ষা ও সংস্কৃতিকে এমনভাবে গ্রহণ করলো, অচিরেই সে হয়ে উঠলো পরিবারের আদরের 'বহু'! ছেড়ে দিলেন মাছ মাংস খাওয়া। পড়তে লাগলেন সংস্কৃত পুঁথি, মারাঠি, হিন্দিতে কথা বলাও শিখে গেলেন। ধীরে ধীরে ধ্রুপদী সঙ্গীত ও শিল্পকলায় হয়ে উঠলেন পারঙ্গম। কেউ মেমসাহেব বললে রেগে যেতেন, বলতেন,আমার আত্মা বিশুদ্ধ ভারতীয়, ভুল করে ইউরোপে জন্মেছি! বেদ পুরাণের কাহিনী যেকোন সাধারণ ভারতীয় থেকে বেশি জেনে নিলেন। ১৯৪৭, স্বাধীন হলো দেশ। সেনাবাহিনীর জন্য তার এই ভারত প্রেমের কথা তখন এক রূপকথার মতো। ভারতের সেনা বাহিনীতে বহু বিদেশিরা যোগদান করতে ইচ্ছুক ছিল। তারা ভারতকে ভালোবেসে ফেলেছিল বলেই ভারতীয় সেনা হতে চেয়েছিল।

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর

মা তাঁর শক্তি দিয়ে সন্তানদের জীবনকে সার্থক করে তোলার চেষ্টা করেন। আসলে মায়ের শক্তিই হচ্ছে পরম শক্তি। এই শক্তির কোনও ক্ষয় নেই। এই শক্তি হচ্ছে সর্বজয়ী। যে কোনও স্থানে এই শক্তিকে প্রয়োগ করা সম্ভব হবে। মায়ের শক্তির ওপরে নির্ভর করে জাগতিক নিয়ম কানুন চলে। বেদ বেদান্ত নির্ভর করে রয়েছে মাতৃশক্তি বন্দনায়। মাতৃশক্তির স্বরূপকে বুঝতে হবে এবং মনে ধারন করতে হবে। নিষ্ঠাবান হতে হবে। জ্ঞানের প্রভাব বৃদ্ধি করতে হবে। শক্তির প্রভাব বৃদ্ধি করতে হবে। প্রকৃত শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। পারদর্শী অর্জন করতে হবে।

তারাপীঠের বামাক্ষ্যাপা

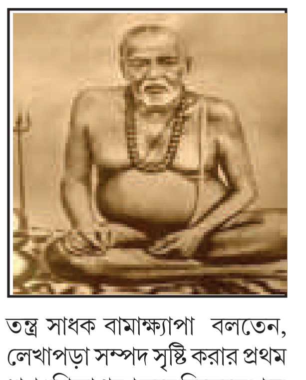

তন্ত্র সাধক বামাক্ষ্যাপা বলতেন, লেখাপড়া সম্পদ সৃষ্টি করার প্রথম ধাপ। শিক্ষা গ্রহণ করে নিজেকে শক্ত খুঁটি ওপরে দাঁড় করানোর কথা ব্যক্ত করেছেন। তন্ত্র সাধক বামাক্ষ্যাপা বলেলেন, নারী শিক্ষাকে প্রাধান্য দিতে হবে। শুধু পুরুষ শিক্ষা চালু করলে হবে না, নারী শিক্ষাও চালু করতে হবে। সমাজে নারীরা যাতে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে তার ব্যবস্থা করতে হবে। নারীদের শিক্ষিত করে তুলতে হবে। যদি শিক্ষা গ্রহণ করে নিজেদের সম্পদশালী করতে সক্ষম হয় তাহলে গোটা দেশটা সম্পদে পরিপূর্ণ হয়ে যেতে বেশি সময় নেবে না। বাংলার প্রতিটি ঘরে ঘরে প্রতিভা বিকশিত হতে থাকে। সেই সময়ে শিক্ষা ব্যবস্থা খুব শক্ত ভিতের ওপর দাঁড়িয়ে ছিল বলেই এটা সম্ভব হতে পেরেছে। সাধনা করতে হবে। যিনি সাধনা করতে পারেন তিনি শক্তি অর্জন করতে সক্ষম হন। তিনি ফরম শক্তি লাভ করে থাকেন। তাঁর কোনও ভয় ভীতি থাকে না। তিনি সবাইকে পরাস্ত করতে সক্ষম হন। দেবী শক্তি মাতৃশক্তি তাঁর প্রভাব বৃদ্ধি করে। সেই কারণে তিনি অপরাজেয়। তিনি সবার সেবা করতে পারেন।

দুঃখকে খুব কাছ থেকে দেখতে পেয়েছিলেন বলেই সাহিত্যিক শিবরাম চক্রবর্তী সবাইকে হাসির জগতে নিয়ে যাওয়ার উদ্যোগ নেন

বিশেষ প্রতিবেদক

আরে ছেলে তোমার নামটা তো বুঝলুম, তা তোমার টাইটেলটা কি? চক্কোতি না চক্রবর্তী? খবরের কাগজের ডিলার বেশ বিরক্তির সাথেই প্রশ্নটা করল শিবরামকে। শিবরাম মাথা চুলকে, এদিক ওদিক তাকিয়ে,ছেঁড়া জুতোটা ডান পা থেকে খুলে পায়ের তেলোটা বাম হাত দিয়ে চুলকে আবার সেই হাত দিয়ে কপালের একপাশ চুলকে ভাবতে লাগলো আসলে তার টাইটেলটা কি? চক্কোতি না চক্রবর্তী?

এই অবস্থা দেখে কাগজ ডিলার কি যে তার টাইটেল ফর্মে বসালেন জানা নেই। তবে তিনি নাকটা সিঁটকে বললেন,ওহে ভজা,এ কাকে তুলে এনিছিস? ছে ছে, পায়ের তেলো চুলকে আবার সেই হাত দিয়ে কপাল চুলকায়। জানি না বাবা আর কোথায় কোথায় চুলকায় ব্যাটা।

শিবরাম বেশ খানিকটা হেসে নিয়ে বলল উফ , কি যে বলেন মশাই। শরীরের অঙ্গ যেমন হাত, তেমনি পা, আবার তেমনি কপাল। এবার পায়ের তেলো চুলকালে পা দিয়ে তো আর চুলকানো যায় না অথবা কপাল চুলকালে ঠোঁট দিয়েতো আর চুলকানো যায় না। যেখানেই চুলকানি হোক, সেই হাত দিয়েই চুলকাতে হবে। এবার সব যদি একসাথে চুলকায় কি করব বলুন? ডিলার মশাই বললেন, তা ও ছেলে চুলকানি সঙ্গে করে নিয়ে কোথা থেকে এসেছ বাবা?

শিবরাম আবার খানিকটা ভাবতে শুরু করলেন। এবং সবে জুতোটা খুলে হাতটা পায়ের চেটোতে দিতে যাবে ডিলার মশাই চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, আচ্ছা বাবা, আমার ঘাট হয়েছে তোমাকে কিচ্ছুটি বলতে হবে না আর। তুমি এখন এসো।

আর একটু চেঁচিয়ে সামনের দিকে তাকিয়ে বললেন, ওহে ভজা একে নিয়ে যা। আর কাগজ দিয়ে দে। বেচুক ব্যাটা। আর এখানে আনলেও আমার সামনে আনিস না। ছে ছে কি গেদরা ছেলেরে বাবা।

ভজা কাগজের একটা গোছা শিবরামের হাতে ধরিয়ে বলল, চলো এবার। বেশ লোক তুমি পথ থেকে তুলে এনে একটা কাজ দিলুম সেটাও খেতে বসেছিলে। আচ্ছা ওই মন্দিরে ভিক্ষা করে খেতে ভালো লাগছিল?

শিবরাম তখনকার জন্য কিছু বলল না ভজাকে। বাড়ি থেকে পালিয়ে এই কৈশোর বয়সে কলকাতা এসে উঠেছে সে। বিনা টিকিটে ট্রেনে করে না খেয়ে না দেয়ে এসে এখানকার এক মন্দিরের বাইরে ভিখারিদের সাথে বসে ভিক্ষা করে যেটুকু জুটেছিল তাতেই রাবড়ি আর রসগোল্লা খেয়ে কাটিয়েছে দু-দিন। তিনদিনের মাথায় ভজার সাথে দেখা। তারই বয়সী একটা ছেলে। শিবরামকে দেখে প্রথমে তার দিকে মিনিট দুই তাকিয়ে ছিল ভজা। তারপর তার সামনে এসে প্রশ্ন করল, ও ভাই তোমাকে দেখে তো এদের বংশধর বলে মনে হচ্ছে না। কে তুমি? এখানে কেন?

শিবরাম একটু হেসে বলল, আমার আর এদের মধ্যে কোথায় তফাৎ একটু বল দিকি।

ভজা ভ্রুটা কুঁচকে বলল, অনেক তফাৎ, সে যদি বুঝতে আজ ওদের মধ্যে থাকতে তুমি? তা ভায়া দেখে তো ভদ্র ঘরের ছেলে বলেই মনে হচ্ছে। এইভাবে ভিক্ষা করে ক'দিন চলবে?

শিবরাম এবার বেশ জোড়ে জোড়ে অট্টহাসি হেসে বলল, আচ্ছা ভাই, ভদ্রলোক কি আমার কপালে লেখা আছে? কই আমিতো কোনদিন দেখতে পেলুম না। এইতো বেশ ফাস্ট-ক্লাস আছি। কোথায় দুঃখ আর, কাল দু-বেলা বাবড়ি খেয়েছি, রসগোল্লা খেয়েছি। একটা সিনেমাও দেখেছি। আর কি চাই বলো?

ভজা আর কিছু বলতে পারলো না শিবরামকে। এক-দু বার তার দিকে তাকিয়ে হাতটা ধরে বলল, চলো, একটা কাজ করো। খেটে খাও ভগবান হাত দিয়েছে পা দিয়েছে। শিবরাম ভজার দিকে অবসন্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, আবার কাজ? ও ভাই রেহাই দাও। এই কাজ-টাজ করতে একেবারে ভালো লাগেনা আমার ।বেশ আছি দেখো একেবারে ফাস্ট-ক্লাস।

ভজা আর কিছু না বলে হাতটা ধরে হিড়হিড় করে টানতে টানতে এই কাগজের ডিলারের কাছে নিয়ে এসেছে। সেও খবরের কাগজ ফেরি করে বেড়ায় আর তার সাধ্য অনুযায়ী শিবরামকে সে এই কাজটাই দিতে পারত। আর তাই দিলও সে। শিবরাম অবশ্য কাজের কথা যে একদম ভাবেনি তা নয়। সে ভজাকে বলল, খবরের কাগজ মানে তো বেশ ভারী জিনিস। আচ্ছা ধূপকাঠি বেচলে কেমন হয়? ভজা মাথা চুলকে চোখ দুটোকে গোল্লা পাকিয়ে বলল তকি কুঁড়েরে বাবা তুমি। এত কুঁড়ে লোকের পৃথিবীতে কোন জায়গা নেই। যে কাজ'টা দিলাম করতে হয় করো আর নয়তো আবার মন্দিরের বাইরে বাটি হাতে বসে যাও।

শিবরাম আর কিছু না বলে খবরের কাগজ ফেরী করতে চলে গেল। তুমি ভায়া শ্যামবাজারের দিকটা যাও। আমি অন্যদিকে গেলুম। বলে ভজা বেড়িয়ে গেল।

শিবরাম শ্যামবাজারের দিকে গিয়ে 'কাগজ চাই কাগজ' বলে চেঁচাতেই কোথা থেকে চার-পাচটা লোক এসে জুটে গেল তার সামনে। তাদের হাতেও কাগজের গোছা। শিবরাম তাদেরকে দেখে বলল , ওহে ভায়া। তোমরাও কাগজ বেচতে বেড়িয়েছ! আহা খুব জমবে চলো একসাথে সবাই মিলে চেঁচাই। কাগজ লাগবে কাগজ। কিন্তু তাদের মনে আলাদা চিন্তা-ভাবনার বীজ রোপণ করা ছিল। ওই এলাকা বাঁচানোর লড়াই। সবাই মিলে কটকট চোখে শিবরামের দিকে তাকিয়ে থাকল খানিকক্ষণ।

তারপর তাদের মধ্যে একজন বলল, কান খুলে শুনে রাখো ভায়া, এ এলাকা আমাদের আগে থেকে দখল করা। তুমি নতুন লোক ।এখানে এখন তোমার ঢোকা চলে না। ভালোয় ভালোয় বেড়িয়ে পড়ো ।তা না হলে খারাপ হবে।

শিবরাম বলল, পুরো পৃথিবীটা তো একটাই এলাকা ভায়া আমার তোমার বলে আবার ভাগ কিসের? তাদের মধ্যে একজন চোখ দুটো বড় বড় করে বেশ রাগী মুখে তাকিয়ে বলল, অতশত জানিনা ভায়া, কাল থেকে তোমায় যেন এই এলাকায় না দেখতে পাই।

শিবরাম বেগতিক দেখে বলল, ফাস্ট ক্লাস বলেছ ভায়া। কাল থেকে অন্য এলাকায় গিয়ে ঘাঁটি গাড়বো তাহলে। আজকের দিনটা এখানেই থাকি।

লোকগুলো চলে যেতে সেদিনের মত রেহাই পেল শিবরাম। সারাদিন কাগজ বেচে যেটুকু কমিশন এলো। বিকেলে মিষ্টির দোকানে গিয়ে রাবড়ি, রসগোল্লা খেয়ে একটা সিনেমা দেখে কোন একটা ফুটপাথে শুয়ে তার সেই দিনটা কাটলো। হ্যাঁ এটাই তার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। রাবড়ি-রসগোল্লা-কাটলেট আর সিনেমা এই ক'টা জিনিস থাকলে তার আর কিছুই তার লাগে না। তার বিশ্বাস এই ক'টা জিনিস দিয়েই তার জীবনধারণ সম্ভব।শিবরাম চক্রবর্তকে নিয়ে লেখাটা শুরু করেছিলাম মাস দুই আগে। তারপর নানা চাপে আর লেখা হয়ে ওঠেনি। একটা রাজপরিবারের ছেলের কাহিনী লিখতে বসলে, বা সেই পরিচয়টা নাহয় বাদই দিলাম। একজন রম্য লেখকের কাহিনী লিখতে বসে কতবার যে নিজেকে অসহায় পেয়েছি জানিনা। মানুষ ওনাকে একজন রম্য লেখক হিসেবে চেনেন। বেশিরভাগই তার কলমে হাসির ফোয়ারা উঠেছে, মানুষকে ভীষন ভাবে হাসতে বাধ্য করেছেন তিনি। কিন্তু তার জীবন ও টা হাসিময় ছিল কিনা সেটা কতজন জানেন? শুনেছি যে মানুষ বাইরে যত বেশি হাসে তার গভীরে তত বেশি দুঃখ বেদনা জমা হয়ে থাকে। আগ্নেয়গিরির লাভার মত জমা হতে থাকে সেগুলো। আজ ওনার মৃত্যু দিবসে আমার এই লেখাটা ওনার প্রতি আমার শ্রদ্ধাঞ্জলি আর ভালোবাসা। আমার মনের অনেক কাছের একজন মানুষ তিনি।ওঁর লেখার মাধ্যমে যেন কোথাও ওঁর লুকায়িত বেদনাগুলো দেখতে পাই আমি। চাঁচলের রাজবাড়ির উত্তরাধিকারী ছিলেন তিনি। ১৯০৩ সালের ১৩ই ডিসেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। এত বড় বংশ পরিচয়কে কোনদিন কোন কাজে লাগাননি। ওঁর পুরো জীবনটাই কেটেছিল মুক্তারাম স্টিটের মেসবাড়ির দোতলার ঘরে। শেষ জীবনটা গভীর অর্থসংকটের মধ্যে দিয়ে গিয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত পশ্চিম বঙ্গ সরকার তার মাসিক খরচের ব্যবস্থা করেছিলেন। কলেজে পড়ার সময় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের সঙ্গে আন্দোলন আর তার জন্য জেল খাটা। তারপর লেখালেখি চালু করা। প্রথম লেখা 'ভারতী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। শোনা যায় তার প্রথম লেখা তিনি আমাদের অনিলা দেবী মহাশয়কে দেখাতে নিয়ে গেছিলেন। এবং তিনি গ্রিন সংকেত দিতে সেটি একটি তক্ষনাৎ পত্রিকাতে ছাপা হয় কিন্তু সেখানে লেখকের নাম ছিল শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। এটা দেখে মুছড়ে পড়েছিলেন তিনি কিন্তু ভেঙে জাননি। আবার উঠে দাঁড়িয়েছিলেন তিনি। এমনকি শিশির ভাদুড়ী তার রচনা নিয়ে একটি নাটক মঞ্চস্থ করেছিলেন। তার এক টাকাও পাননি তিনি। শরৎচন্দ্র বাবু এসে নিয়ে গিয়েছিলেন সেই টাকার থলে। বলে গিয়েছিলেন, ওর বৌ নেই, বাচ্চা নেই, সংসার নেই। অবিবাহিত ছেলে। কি করবে টাকা নিয়ে? জেল খেটে বেরিয়ে এসে শোনেন তার একমাত্র ভালোবাসার মানুষ রিনির বিয়ে হবে। সেই থেকে কিছুদিন ফুটপাতে কাটিয়েছিলেন, আর জীবন থেকে ভালোবাসা নামক জিনিসটা মুছে গিয়েছিল চিরতরে। বিয়ে করেননি আজীবন।

এখন একটু কিছু হলেই আমরা বলি মন ভেঙে গেছে। আর তারপর জোড়া লাগিয়ে আবার নতুনকে জায়গা করে দিই। কিন্তু মন ভাঙা মনে হয় এটাকেই বলে। আর জোড়া লাগেনি।

শেষ জীবনটা নিঃসঙ্গ কেটেছিল তার। দেখাশোনার মত কেউ ছিল না তার পাশে। তবুও সংগ্রাম করে গেছেন আজীবন। আজকের দিনে ১৯৮০ সালে তার সংগ্রাম শেষ হয়। সারা জীবনটা মেস বাড়িতে থেকে নিজেকে সবার থেকে আড়াল রেখেছিলেন তিনি। অনেক অভিমানে ক্ষতবিক্ষত হয়েছিলেন প্রতিনিয়ত। তবুও লেখা ছাড়েননি। লিখে গেছেন আর সেই কলমের মাধ্যমে আজও আমাদের মধ্যে জীবিত তিনি। মৃত্যুর পাঁচ মিনিট আগেও তিনি বলেছিলেন আমি ফার্স্ট ক্লাস আছি। লেখায় প্রতারণা প্রাচীন কালের প্রথা। চলে আসছে, আগামী দিনেও চলবে হয়ত। কিন্তু তবুও জন্মাবে শিবরাম যুগে যুগে, বাংলার বুকে। কবির ভাষায় 'তুমি রবে নীরবে' । সাহিত্যকে ভালো না বাসলে কোনও দিন সাহিত্যিক হওয়া যায় না। সাহিত্য বড়ই কঠিন জগৎ। এই সাহিত্য জগৎ একটি নেশার জগৎ বলে লেখকদের কাছে পরিচিত। বহু বিখ্যাত লেখক না খেয়ে না পড়ে লিখে গিয়েছেন পাতার পর পাতা। তাঁরা জীবন থাকতে কোনও সুখ পাননি। বারবার আঘাত পেয়েছেন। ভীষণ রকমের আঘাত। সেই আঘাত থেকেই সৃষ্টি হয়েছে অমর সাহিত্য যা নিয়ে আমরা গর্ব অনুভব করে থাকি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কম আঘাত পেয়েছিলেন। তিনি তো সারা জীবন ধরে আঘাত পান। পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর থাকার সময়ে তিনি আঘাত কম পেয়েছেন। পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর রবীন্দ্রনাথকে আগলে আগলে রাখতেন। বালক রবীন্দ্রনাথের কোনও মানসিক আঘাত না আসে তার দিকে তিনি লক্ষ্য রাখতেন। রবীন্দ্রনাথ কবিতা লিখলেই তিনি সেই লেখার প্রশংসা করতেন। তবুও রবীন্দ্রনাথ আঘাত পান। তিনি আঘাত পেয়েছিলেন তাঁর জামাইদের কাছ থেকে। টাকা দিয়েও জামাইদের খুশি করতে পারেননি। জামাই তাঁর তাঁর টাকা নিয়ে ফুর্তি করেছেন। শিবরাম চক্রবর্তী কঠিন সংগ্রাম করে বড় হয়েছেন। দুঃখকে কাছ থেকে দেখতে পেয়েছিলেন বসেই তিনি সবাইকে হাসির জগতে পৌঁছে দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। সেই কারণে তিনি হাসির রাজা বলে পরিচিত।

অজানা মোঘল প্রেমের এক অদ্ভূত কাহিনী

বিশেষ প্রতিবেদক

সপ্তাহান্তে অভ্যেসের বশে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ইতিহাস নিয়ে নাড়াচাড়া করছিলাম আর পরবর্তী পর্বের বিস্তার নিয়ে চিন্তাভাবনা করছিলাম। অষ্টাদশ শতাব্দের দ্বিতীয় ভাগে ভারতে ফরাসি আধিপত্য বিস্তারের পুরোভাগে ছিলেন সেনানায়ক জ্যাঁ ব্যাপটিস্ট জোসেফ জেন্টিল। ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সঙ্গে টক্কর দিতে কূটনীতির আশ্রয় নিয়ে কখনো তিনি মুর্শিদাবাদে মীর কাশিমের হাত ধরেছেন, আবার কখনো অওধে সুজা-উদ-দৌলার দরবারে ফরাসি দূত হিসাবে কাজ করেছেন। ফরাসি কর্নেল হিসাবে চন্দননগর ও পন্ডিচেরিতে কাটিয়েছেন বহু সময়। ভারতে থাকাকালীন তিনি মুঘল আমলের বহু ঐতিহাসিক নিদর্শন, যেমন আসল ম্যানুস্ক্রিপ্ট, চিঠি, দলিল-দস্তাবেজ, মিনিয়েচার আর্ট ইত্যাদির সংগ্রহ গড়ে তোলেন। ফ্রান্স ফিরে গিয়ে তিনি একটি বই লেখেন - Memoires sur LóIndoustan– ou Empire Mogol– যা সেই সময়ের ভারতবর্ষের ঐতিহাসিক বিবরণীর প্রামাণ্য গ্রন্থ হিসাবে স্বীকৃতি পেয়েছে। এহেন জেন্টিল সায়েব ফৈজাবাদে জনৈক পর্তুগিজ রমণী তেরেসা ভেলহো'র সঙ্গে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন। এই তেরেসা ছিলেন সম্পর্কে জুলিয়ানা ডায়াস ডা কোস্টা'র পৌত্রী (গ্র্যান্ড-নিস্)। কে এই জুলিয়ানা? একটু গুগল করতেই অজানা প্রেমের এক অদ্ভুত কাহিনি জানতে পারলাম, আর তা নিয়ে একটু লেখার লোভ সামলাতে পারলাম না।

সপ্তদশ শতাব্দের দ্বিতীয় ভাগ। ইস্তাম্বুল থেকে টোকিও - এশিয়ার এই বিস্তীর্ণ ভূমিতে দিল্লি তখন অন্যতম শ্রেষ্ঠ ও বর্ধিষ্ণু নগর যা ছিল শক্তিশালী মুঘল সাম্রাজ্যের রাজধানী। শাহজাহানকে বন্দী করে ও অন্য ভাইদের পিছনে ফেলে ময়ূর সিংহাসনে তখন আসীন দোর্দণ্ডপ্রতাপ আওরঙ্গজেব - অত্যাচারী ও অসহিষ্ণু শাসক হিসাবে দুর্নাম কুড়োলেও তাঁর আমলেই ভারতবর্ষে মুঘল ব্যাপ্তি শীর্ষে পৌঁছয়। এহেন আওরঙ্গজেবের অন্দরমহলে তাঁরই তরুণ শাহজাদার সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে ওঠে এক পর্তুগিজ ক্যাথলিক বিধবা তরুণীর। শাহজাদার নাম মহম্মদ মুয়াজ্জম ওরফে শাহ আলম যিনি বেশ কয়েক দশক পর আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর তিন মাসের মধ্যে অষ্টম মুঘল সম্রাট হিসাবে ময়ূর সিংহাসনে আরোহন করেন। আর

সেই পর্তুগিজ ক্যাথলিক বিধবা তরুণীর নাম ছিল জুলিয়ানা ডায়াস ডা কোস্টা। তরুণের বয়স ঊনিশ আর তরুণী সতেরো। তাও, তরুণী ছিলেন তরুণের শিক্ষিকা। সব চাইতে কম বয়সের আর সব চাইতে প্রিয় শিক্ষিকা শাহজাদার।

জুলিয়ানার জন্ম ও তাঁর বাবা-মা'র সামাজিক অবস্থান নিয়ে মতভেদ আছে যথেষ্ট। এক শ্রেণীর ঐতিহাসিক মনে করেন, তাঁর পর্তুগিজ বাবা-মা কেরালার কোচিতে থাকতেন। ডাচ আক্রমণ থেকে প্রাণ বাঁচাতে তাঁরা প্রথমে গোয়া, ও পরে বাংলার হুগলিতে পালিয়ে যান। গত শতাব্দের আশির দশক থেকে তিরিশ বছরের গবেষণা শেষে দিল্লির ন্যাশনাল মিউজিয়ামের প্রাক্তন কর্ণধার মধুকর তিওয়ারি ও সংরক্ষক রঘুরাজ সিংহ চৌহান একটি বই প্রকাশ করেন ২০১৭ সালে - নাম তার 'জুলিয়ানা নামা'। পর্তুগিজ ও পারসিক সহ পাঁচটি ভাষায় উপলব্ধ বিভিন্ন দলিল, চিঠি, বই ও বিভিন্ন সামগ্রী অনুসন্ধান করে জুলিয়ানার দীর্ঘ ঊননব্বই বছরের জীবনের বিভিন্ন ঘটনা একসূত্রে গেঁথেছেন এই দুই গবেষক ও লেখক। তাই তাঁদের গবেষণালব্ধ ইতিহাসের গল্পকে স্বীকৃতি দিতেই হয়।

একটু পিছিয়ে আরম্ভ করি। উদারপন্থী ও সর্বধর্ম সমন্বয়ে বিশ্বাসী বলে পরিচিত আকবর পর্তুগিজ জেসুইটদের ধর্মপ্রচারে অনুমতি দিয়েছিলেন, পর্তুগিজ বণিকরাও পেয়েছিল বাণিজ্যের সুযোগ। কিন্তু তাঁর রাজত্বের শেষ সময় থেকে বাংলায় এই পর্তুগিজরাই মুঘলদের মাথাব্যথার যথেষ্ট কারণ হিসাবে দাঁড়ায়। মগদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে জলদস্যুগিরি করে বাংলার উপকূলে ত্রাসের সঞ্চার করেছিল এরা। মাইলের পর মাইল উপকূলের গ্রামে লুটপাট চালিয়ে আর গ্রামবাসীদের ক্রীতদাস বানিয়ে আরাকান সহ বিভিন্ন দূর প্রাচ্যের দেশে যোগান দিত তারা। ১৬৩২ সালে শাহজাহান পর্তুগিজদের আচরণে যারপরনাই বিরক্ত ও অসন্তুষ্ট হয়ে হুগলিতে পর্তুগিজদের ঘাঁটি আক্রমণ করে সাড়ে চার হাজার পর্তুগিজকে বন্দী করে তৎকালীন মুঘল রাজধানী আগ্রায় নিয়ে আসেন। জুলিয়ানার বাবা মুসলমান হয়ে গেলেও তাঁর মা নিজের ধর্ম ত্যাগ করেননি। ১৬৪৫ সালে দিল্লিতে জন্ম হয় জুলিয়ানার। জুলিয়ানার মা তখন বাদশাহী হারেমের বাঁদি। বাবা-মায়ের মৃত্যুর পর ছোট জুলিয়ানা দিল্লিতে বেড়ে ওঠেন পর্তুগিজ যাজক ফাদার অ্যান্টোনিও ডি মাগাইয়ানেস এর তত্ত্বাবধানে। এরপর কিশোরী জীবনের বহু অংশ কাটান গোয়ায়। জেসুইট ফাদারের হাত ধরে তিনি পরিচিত হন বিভিন্ন ভাষার সঙ্গে, আয়ত্ত করেন বাণিজ্যবিদ্যা, অর্জন করেন ইতিহাসে জ্ঞান আর চিকিৎসাশাস্ত্র ও শল্যবিদ্যায় পারদর্শিতা। সেই সময়ে কূটনীতিবিদ বা রাজদূত হিসাবে কাজ করতে গেলে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার যে পরিধির প্রয়োজন হতো অল্প বয়সেই তা অর্জন করেছিলেন এই নারী। অল্পবয়সেই বিবাহ হয়েছিল তাঁর, কিন্তু খুব সময়ের মধ্যেই তিনি স্বামীকে হারান। ফাদার মাগাইয়ানেসের প্রভাবে বাদশাহী অন্দরমহলে তরুণী জুলিয়ানার একটা চাকরি জুটে যায়। আওরঙ্গজেবের দ্বিতীয় পুত্র শাহজাদা মুয়াজ্জমের শিক্ষিকা হিসাবে নিযুক্ত হলেন তিনি। মুয়াজ্জম বা শাহ আলম ছিলেন শাহ জাহানের অন্যতম প্রিয় পৌত্র। শ্বেতাঙ্গিনী জুলিয়ানা ধীরে ধীরে হয়ে ওঠেন শাহজাদার মানসিক সম্বল ও একান্ত বিশ্বাসভাজন। শাহজাদাকে তিনি ছায়ার মতো অনুসরণ করতেন ও নিজের হাতে আগলে রাখতেন। সাম্রাজ্য শাসনে আওরঙ্গজেব শাহজাদাকে ভারতবর্ষের যে প্রান্তেই পাঠান না কেন, জুলিয়ানা সেখানে শাহজাদার সঙ্গে গেছেন। আওরঙ্গজেব ও শাহজাদা মুয়াজ্জম এর মধ্যে বিশ্বাসহীনতা দানা বাঁধে ত্তএর ফলে বন্দী করে রেখেছিলেন ছেলেকে ত্ত সেই সময়ে নিজের জীবন বাজি রেখে জুলিয়ানা নিয়মিত যেতেন কারাগারে - সঙ্গে নিয়ে যেতেন বিবিধ বিলাস সামগ্রী, যাতে শাহজাদার বন্দী (ক্রমশ)

সম্পাদক সমীপেষু

বাংলার অভিনেতা সুখেন দাস

(পূর্ব প্রকাশের পর)

তবে স্টুডিওয় ঢোকার ছাড়পত্র পেয়ে গেলেন। কলাকুশলীদের অনেকের সঙ্গে সখ্যতাও তৈরি হয়ে গেল। কেউ কেরিকাচার করে দেখাতে বললে সুখেন যেন সর্বদাই প্রস্তুত। এমনি করে মনোরঞ্জন করতে করতে প্রায় সকলের সঙ্গেই ক্রমে ক্রমে ঘনিষ্ঠতাও বাড়ল। জুটতে লাগল স্টুডিওতে টুকটাক প্রোডাকশন বয়ের কাজ আর বড় বড় স্বনামধন্য অভিনেতা-অভিনেত্রীদের কাজ দেখার সুযোগ। সে-সবের মধ্য দিয়েই সুখেন নিজেকে তৈরি করতে লাগলেন।

স্টুডিওর কাজের ফাঁকে একদিন কিছু কলাকুশলীকে কেরিকেচার করে আনন্দ দিচ্ছিলেন সুখেন। সেটাই চোখে পড়ল প্রখ্যাত নাট্যকার ও সিনেমা পরিচালক দেবনারায়ণ গুপ্তের। বুঝলেন, সুখেনের মধ্যে প্রতিভা আছে। দূরদর্শী অভিজ্ঞ চোখ দিয়ে এও বুঝলেন যে, সেই প্রতিভার আলো সুযোগ ও শিক্ষা পেলে অসামান্য দীপ্তিতে বিচ্ছুরিত হবে।

সব ঘটনা যখন ঘটছে, সেটা ১৯৪৯ সাল। দেবনারায়ণ তখন 'দাসীপুত্র' নামে একটা ছবি করছেন। সুখেনের বয়স তখন মাত্র এগারো। সদ্য কেরিকেচার দেখে সুখেন মুগ্ধ দেবনারায়ণ তাঁকে এই ছবিতেই ছোট্ট একটি পার্ট দিলেন। 'মাস্টার সুখেন' হিসেবে এভাবেই এই ছবিতেই বাংলার সিনেমা জগতে অভিনেতা সুখেন দাসের আবির্ভাব ঘটে গেল।

এ-বছরই তিনি আর একটি ছবিতে অভিনয় করেন, তা হল কবি-সাহিত্যিক প্রেমেন্দ্র মিত্র পরিচালিত 'কুয়াশা' ছবিতে। এই ছবিতে তিনি ছোট্ট-নায়ক।

তারপর আরও পঞ্চাশ বছরেরও বেশি সময় ধরে তিনি বিভিন্ন চরিত্রে রূপদান করে প্রায় আড়াইশো বাংলা ছায়াছবিতে অভিনয় করেছেন। পঞ্চাশের বেশি ছবিতে নায়কের চরিত্রে এবং দুই শতাধিক ছবিতে তিনি চরিত্রাভিনেতা হিসেবে রেখেছেন নিজস্বতার স্বাক্ষর।

শুধু অভিনয় নয় কাহিনিকার, চিত্রনাট্য রচয়িতা ও চিত্র পরিচালকের ভূমিকাতেও তিনি অত্যন্ত সফল। সত্তর পরবর্তী পরিবর্তিত কাহিনীধারার বাংলা ছবিতে নব্বইয়ের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত 'সুখেন দাস' একটি ঘরানার নাম। যে-ঘরানায় পারিবারিক মূল্যবোধের কাহিনী সপরিবারে দেখার মতো করে মেলোড্রামার মোড়কে বাণিজ্যিক আধারে পরিবেশনই ছিল শেষ কথা। তাঁর এই পথ বেয়েই তিনি কিন্তু চূড়ান্ত সাফল্য অর্জন করেছিলেন। তাঁর 'পান্না হীরে চুনী', 'সিংহ দুয়ার', 'সোনা বৌদি', 'জীবন মরণ', 'দাদামণি', 'স্বর্ণমহল' 'প্রতিশোধ' প্রভৃতি ছায়াছবি সেই সাফল্যের সাক্ষ্য দেয় আজও।

আসলে সুখেন দাস, অত্যন্ত কষ্টের জীবন থেকে তুচ্ছ কাজের মধ্য দিয়ে সম্পূর্ণ নিজের প্রচেষ্টায় নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিলেন। শূন্য থেকে যেখানে সংগ্রাম শুরু হয়ে প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলে, সেখানে 'সুখেন দাস' একটি প্রেরণার নাম। নিজের আহার-আশ্রয়ের কষ্ট ও সংগ্রামের দিনগুলো তিনি কখনই ভুলতে পারেননি, তাই তাঁর শ্যুটিং ইউনিটে প্রত্যেকের খাওয়ার খোঁজ তিনি নিজে রাখতেন এবং নিজে সকলের শেষে খেতেন। এই ধারাটি তিনি শেষ জীবন পর্যন্ত বজায় রেখেছিলেন। আটের দশকে উত্তমকুমারের মৃত্যু এবং তার আগে থেকেই বাংলা সিনেমার ধারা পরিবর্তনের যুগসন্ধিতে একটা টালমাটাল পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল। সেই দুঃসময়ে হাল ধরে বাংলা সিনেমা ও তার কর্মসংস্থানের জায়গাটিকে সুরক্ষিত রাখার দায়িত্ব অঞ্জন চৌধুরীর পাশাপাশি সুখেন দাসও নিজে গ্রহণ করেন। **-রাম দাস**

কোচবিহারের আইটিআই মোড়ে পিচের বিষাক্ত ধোঁয়ায় অসুস্থ শামুকখোলের দল

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ৩১ জুলাই ঃ কয়েক দশক ধরে কোচবিহার শহর লাগোয়া আইটিআই মোড়ের প্রাচীন গাছগুলোতে এসে বাসা বাঁধে তারা। এবারও এসেছে সেই শামুকখোল পাখির দল। তবে সেখানে থাকতে পারছে না। কারণ সেখানে রাস্তার কাজের পিচ গলানো হচ্ছে। আর সেই পিচের বিষাক্ত ধোঁয়ায় রীতিমতো অসুস্থ হয়ে পড়ছে পাখির দল। পাশেই বন দপ্তরের ডিভিশনাল অফিস। আর দপ্তর লাগোয়া আবার ডিএফও-র বাংলো। তাঁরা সব দেখেও চোখ বুজে রয়েছেন। ব্যবস্থা নেওয়ার কথা থাকলেও বেশ উদাসীন তাঁরা। তবে জেলা পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্য্যের বিষয়টি নজরে আসতেই তিনি কাজ বন্ধ করে দেন বলে জানা গেছে। এইবিষয়ে এক পরিবেশপ্রেমী বলেন, 'পুলিস সুপারকে তাঁর উদ্যোগের জন্য ধন্যবাদ জানাই। ওখানে গাছ কেটে পাখিদের ওপর আগেই অত্যাচার করা হয়েছিল। এবার পরিবেশের ক্ষতি করে কাজ হচ্ছে। সরকারি দপ্তরগুলো যদি নির্বিকার হয় তাহলে তো সমস্যা বাড়বে।' এই বিষয়ে বন দপ্তরের ডিএফও অসিতাভ চট্টোপাধ্যায়কে ফোন করা হয়। তিনি ফোন না তোলায় তাঁর প্রতিক্রিয়া জানা যায়নি। সূত্রের খবর, রাস্তা তৈরিতে আইটিআই মোড়ে সরঞ্জাম ফেলে কাজ করছিল একটি এজেন্সি। সেখানে পিচ গলানো থেকে পাথর মেশানো সবই হচ্ছিল। এখানে সেই কাজ হওয়ার পর প্রায় চার কিলোমিটার দূরে চাকির মোড়ে তা নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। এদিকে যেখানে কাজটি হচ্ছে সেখানে বন দপ্তরের ডিভিশনাল অফিস রয়েছে। ডিএফও-র বাংলো রয়েছে। সেই এলাকায় প্রচুর গাছ রয়েছে। তবে রাস্তা তৈরিতে বহু গাছ আগেই কেটে ফেলা হয়েছে। কোচবিহার আইটিআই মোড় এলাকার সেই গাছগুলোতে শামুকখোল পাখির বাস বহু বছর ধরে। প্রতি বছর বর্ষার সময় তারা সেই গাছগুলোতে বাসা বাঁধে তারা। শীতের আগে আবার চলে যায়। এবার সংকটে পড়েছে সেই পাখির দল। পিচ গলানোর ধোঁয়ায় কয়েকটি পাখি অসুস্থ হয়েছে। আবার বহু পাখি চলে গেছে বলে জানা গেছে। প্রতিদিন সকালে কোচবিহার জেলা পুলিশ সুপার নিজে গাছ লাগাতে যান। এদিনও তিনি সকালে বের হয়ে বিষয়টি দেখতে পান। কালো ধোঁয়ায় ঢেকে গেছে গোটা এলাকা। তাতে পাখিরা বিপন্ন। এরপর সেখানে পুলিশ সুপার পুলিশকর্মীদের পাঠিয়ে কাজ বন্ধ করান বলে জানা গেছে। এবিষয়ে জেলা পুলিশ সুপার জানান, 'বিষয়টি পর্যালোচনা করে ওখানে কাজটি বন্ধ করা হয়েছে।'

দিনহাটায় বধূর চুল কেটে নির্যাতনের অভিযোগ শ্বশুরবাড়ির বিরুদ্ধে

দুরন্ত বার্তা, দিনহাটা, ৩১ জুলাই ঃ দরিদ্র বাবার টাকা দেওয়ার ক্ষমতা নেই। তাই শ্বশুরবাড়ির সদস্যারা অত্যাচার চালিয়ে অতিষ্ঠ করে তোলে গৃহবধূকে। অভিযোগ উঠেছে, দড়ি দিয়ে হাত-পা বেঁধে গৃহবধূর চুল কেটে নির্যাতন চালায় শ্বাশুরবাড়ির লোকজন। ঘটনাটি ঘটছে দিনহাটার ভেটাগুড়ি-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের বালাডাঙ্গা এলাকায়। দিন কয়েক আগে দিনহাটার মহিলা থানায় এই নিয়ে অভিযোগ জানানো হলেও এখনও কোনও সুরাহা হয়নি বলে অভিযোগ। ওই বধূ তাই পুলিশের ওপরমহলের দ্বারস্থ হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। দিনহাটা মহিলা থানার ওসি সুনীতি সুব্বা জানান, 'গত জুলাই অভিযোগ দায়ের হয়। তদন্ত চলছে। অভিযুক্তদের বাড়িতে গিয়ে সেখানে কাউকে পাওয়া যায়নি। তাদের খোঁজে তল্লাশি চলছে।' পুলিশ সূত্রে জানাতে পারা গিয়েছে, আট বছর আগে ব্রহ্মানীচৌকি এলাকার বাসিন্দা ওই বধূর সঙ্গে ভেটাগুড়ির বালাডাঙ্গার এক বাসিন্দার বিয়ে হয়। বিয়ের সময় ওই বধূর পরিবার তার পরিবারের হাতে বেশ কিছু যৌতুক তুলে দেয়। অভিযোগ উঠেছে তার পর থেকেই ওই বধূর ওপর অত্যাচার আরম্ভ হয়। স্বামীর পাশাপাশি, শাশুড়ি, পিসিশাশুড়ি এবং ননদের বিরুদ্ধেও ওই বধূর ওপর অত্যাচার চালানোর অভিযোগ উঠেছে বলে জানতে পারা গেছে। তাঁকে মাঝেমধ্যেই বাপের বাড়ি থেকে টাকা আনার জন্য চাপ দেওয়া হত। টাকার দাবি পূরণ না হলেই তাঁকে মারধর করা হত। সাতদিন আগে নির্যাতন চরমে পৌঁছায়। স্বামী এবং পরিবারের সকলে মিলে তাঁকে হাত-পা বেঁধে মারধর শুরু করে। এরপর ধান কাটার কাঁচি দিয়ে মাথার চুল কেটে দেওয়া হয়। রাত ৮টার সময় শ্বশুর ওই বধূর হাত-পা থেকে দড়ি খুলে দিলে তিনি কোনওমতে আড়াই কিলোমিটার দূরে বাপেরবাড়ি ব্রহ্মানীচৌকিতে পৌঁছান। পরিবারের লোকজন অসুস্থ ওই বধূকে দিনহাটা মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করেন। চিকিৎসার পর সুস্থ হয়ে উঠলে ওই বধূ দিনহাটা মহিলা থানায় স্বামী, শাশুড়ি, পিসিশাশুড়ি ও পিসতুতো ননদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেন। দ্রুত অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে তিনি পুলিসকে অনুরোধ জানান বলে জানতে পারা গেছে।

গ্রাম তৃণমূলকে সব সময় এগিয়ে রাখলেও, কিছু ব্যাতিক্রমী ঘটনায় কাটাছেঁড়া রাজ্যের নির্দেশের অপেক্ষায়

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ৩১ জুলাই ঃ প্রভূত উন্নয়ন সত্ত্বেও, কেন বীরভূমের একটি অঞ্চলের কোন কোন গ্রামে পিছিয়ে তৃণমূল। এই প্রশ্ন উঠেছে তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীদের মধ্যে। এব্যাপারে জেলা সভাধিপতি কাজল সেখ বলেন, রাজ্য নেতৃত্বের নির্দেশ পেলেই ফলাফল নিয়ে কাটা ছেঁড়া করা হবে। জেলা নিজে এগুলো করতে পারে না। উল্লেখ্য, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রভূত উন্নয়নের ফসল তুলেছেন কর্মী সমর্থকরা। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি জন সমর্থন অসীম। প্রকাশ্যে মুখ না খুললেও সব থেকে বিতর্ক বড়শাল পঞ্চায়েতের বড়শাল গ্রাম ঘিরে। কারণ এই গ্রাম জেলা তৃণমূল সাধারণ সম্পাদক ত্রিদিব ভট্টাচার্য্যের। বর্ধিষ্ণু এই গ্রামে ব্রাহ্মণ, তপশিলী, আদিবাসী এবং মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষজন বাস করেন। এই গ্রামে দুটি সংসদে তৃণমূলের দখলে। এই গ্রাম থেকে তৃণমূল প্রধান। দুটি সংসদের মধ্যে মুসলিম ও ব্রাহ্মণ অধ্যুষিত একটি সংসদে চারটি ভোটে বিজেপি জয়ী। আরেকটি সংসদে বিজেপির কাছে তিনশো ভোটে পরাজিত তৃণমূল। এই গ্রাম সরকারের প্রাকল্পিক সুবিধা সব থেকে বেশি পেয়েছে। ১) তারাপীঠ রামপুরহাট উন্নয়ন পর্ষদের আনুকূল্যে দক্ষিণ কালি মন্দিরে আটচালা সহ সৌন্দর্যায়ন হয়েছে। ২) গ্যালারী সহ একটি খেলার স্টেডিয়াম হয়েছে। ৩) আধুনিক মুখাগ্নিতলা হয়েছে। ৪) পথবাতি, রাস্তাঘাট, পানীয় জল হয়েছে। ৫) সাংস্কৃতিক মঞ্চের জন্য বিধায়ক তহবিল থেকে দুই লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছে। ৬) বড়শাল প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বিল্ডিং করে দেওয়া হয়েছে। ৭) বড়শাল উচ্চ বিদ্যালয়ের উন্নয়নে সব থেকে বেশি টাকা দিয়েছেন ডেপুটি স্পীকার আশীষ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সাংসদ শতাব্দী রায়। কী নেই সেখানে? মিনি ইণ্ডোর স্টেডিয়াম থেকে সব কিছু। এখানেই প্রশ্ন, তাহলে যেখানে গ্রামাঞ্চলের প্রায় সব জায়গাই সাধারণ মানুষ তৃণমূলের পাশে। সেখানে জেলা নেতার গ্রামে তৃণমূল দুটি সংসদে বিজেপির কাছে তৃণমূল পরাজিত হলো কেন? যেখানে পঞ্চায়েত নির্বাচনে এই গ্রামে দু'দুটো তৃণমূল পঞ্চায়েত প্রার্থী জয়ী। ত্রিস্তরেই মানুষ উজার করে ভোট দিয়েছে। গ্রামেরই বাসিন্দা পঞ্চায়েত প্রধান। কী এমন ঘটলো লোকসভায়? এখানে প্রশ্ন তাহলে এই গ্রামে বা এই অঞ্চলে বিজেপির সংগঠন কী খুবই মজবুত? তার উত্তরে নিচুতলার কর্মীরা বলছেন,মোটেও না। এই গ্রামে মাত্র তিনটি বাড়ি বিজেপি করে। তাদের বেশিরভাগ লোক দেখতে পারে না। তাদের পিছনে লোক নেই। ব্যাতিক্রমী হলেও এই ফলাফল নিয়ে কর্মীদের মধ্যে ইতিমধ্যে আলোচনা শুরু হয়েছে।

রাঙ্গাপানিতে আবার ট্রেন দুর্ঘটনা

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ৩১ জুলাই ঃ রাঙ্গাপানিতে ফের ট্রেন দুর্ঘটনা। এবার লাইনচ্যুত মালগাড়ি। রেল সূত্রের খবর, বুধবার রাঙ্গাপানির নুমালিগড় রিফাইনারি লিমিটেডের শেডের উদ্দেশ্যে যাচ্ছিল ট্রেনটি। সেই সময় মালগাড়ির দুটি বগি লাইনচ্যুত হয়ে যায়। এর জেরে রাঙ্গাপানি রেলগেট বন্ধ হয়ে গেছে। লাইনচ্যুত বগিগুলি মেরামতের কাজ চলছে। গত জুন মাসে রাঙ্গাপানির কাছে ভয়াবহ দুর্ঘটনার কবলে পড়েছিল শিয়ালদা-আগরতলা কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস। ১০ জনের বেশি মানুষের মৃত্যু হয়েছিল। সেই ঘা-ই এখনও পুরোপুরি শুকোয়নি। তার দেড় মাসের মধ্যেই এদিন ওই এলাকায় এবার বেলাইন হল মালগাড়ি। মঙ্গলবার ঝাড়খণ্ডের চক্রধরপুরে লাইনচ্যুত হয়েছিল হাওড়া-সিএসএমটি এক্সপ্রেস। বারবার কেন ট্রেন বেলাইন হওয়ার ঘটনা ঘটছে, তা নিয়ে তদন্তের দাবি উঠেছে।

ABRIDGE OFFLINE SHORT TENDER NOTICE
SNIT No.-EE/MID/SNIT-08/ 2024-25

The Exe. Engg., Malda Irrigation Divn., Green Park, Malda invites Offline Short Notice Tender. Last Date of application **05/08/ 2024** & Time upto **12.00 PM** Details may be had from the office of undersigned. For details visit the site **http://www.wbiwd.gov.in/**

Sd/-
Executive Engineer
Malda Irrigation Division
Green Park, Malda

OFFICE OF THE EXECUTIVE OFFICER
PURULIA-I PANCHAYAT SAMITY
CHAKDA, KOTLAL, PURULIA
NOTICE INVITING E-TENDER
No. WBPUR/EO/Niet-03/24-25, Dated:- 30/07/2024

E-Tender is hereby invited through E-tendering from the bonafide, reliable, resourceful manufacturers. Documents download starting from 30.07.2024 from 6.55 P.M up to 07.08.2024 UPTO 6.55 PM. Bid submission starting from 30.07.2024 at 6.55 PM up to 07.08.2024 UPTO 6.55 PM. and Opening on 10.08.2024 AT 11.00 AM. For details please visit website https://wbtenders.gov.in

Sd/- Executive Officer
Purulia-I Panchayat Samity

OFFICE OF THE DUNDAR GRAM PANCHAYAT
(UNDER RAIPUR PANCHAYAT SAMITY)
BIRUDI HALUDKANLI BANKURA
TENDER NOTICE
E-NIT Memo no- 420/DGP, dt-24/ 07/24 & 431/DG P dt- 30/07/24

Pradhan Dundar GP invited Tenders from experiencd bidders for execution of total 2 nos works under 15 th fc(plan 23-24) For more details visit **https:// wbtenders.gov.in and Office of the Dundar GP**

Pradhan
Dundar Gram Panchayat

লামডিং মণ্ডলে এসএণ্ডটি কাজ

ই-টেণ্ডার সংখ্যা. এসএনটি-০৭-এলএমজি-২০২৪-২৫ তারিখঃ ২৯-০৭-২০২৪। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেণ্ডার আহ্বান করা হয়েছে। **কাজের নামঃ** নিউ গুয়াহাটিস্থিত ডিজেল লোকো শেডে বৈদ্যুতিক রেল ইঞ্জিনের রক্ষণাবেক্ষণের জন্যে এডভান্সড ইন্সপেকশন সেন্টার ফেজ-৩ র সঙ্গে সম্পর্কিত এসএণ্ডটি কার্য। **টেণ্ডার রাশিঃ** ৪৯,৭৭,০২৮.৮৫ টাকা। **বায়না রাশিঃ** ৯৯,৬০০/- টাকা। **টেণ্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়ঃ** ২১-০৮-২০২৪ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় **এবং খোলা হবেঃ** ২১-০৮-২০২৪ তারিখে ১৫.৩০ ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেণ্ডারের টেণ্ডার প্র-পত্রের সঙ্গে সম্পূর্ণ বিবরণ **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিএসটিই, লামডিং
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

e – Tender Notice
DATE CORRIGENDUM

e-Tender are invited for works as follows :

1) Name of work:- Improvement of cooling system by S & F of Four (04) no. 240Volt, 50Hz, 3 Star 1.5 Tr. Split type A.C Machine unit including allied works at General Section and Cash Section at 2nd floor, Q.C Building of the HRBC Bhavan.
Tender ID -2024_HRBC_716595_3
e-NIT No. HRBC/JPM (E)/NIT/04/24-25/SI 3

Last date of submission of bid (online) is **05.08.2024 up to 10.00 AM.**
Other details may be seen from the website: https://wbtenders.gov.in.

Joint Project Manager (Electrical)
HRBC

গুডস ইয়ার্ডে সুবিধাগুলির উন্নয়ন

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.ঃ আরটি_ইএল_জিএস_০১_২৪-২৫, তারিখঃ ২৯-০৭-২০২৪। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ **টেন্ডার নং.ঃ** আরটি_ইএল_জিএস_০১_২৪-২৫, **কাজের নাম ঃ** "রানিপাত্র ঃ সিসিটিভি, আলোর ব্যবস্থার মতো গুডস ইয়ার্ড সুবিধার উন্নয়ন, সার্কুলেটিং এরিয়ার উন্নয়ন এবং নালা-নর্দমা সহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ"। টেন্ডার মূল্যঃ ৪৩,৬৯,১৭২ টাকা; বায়নার ধনঃ ৮৭,৪০০ টাকা। **ই-টেন্ডার বন্ধ হবে** ২০-০৮-২০২৪ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় এবং **খুলবে** ২০-০৮-২০২৪ তারিখের ১৫.৩০ ঘন্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ২০-০৮-২০২৪ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টা পর্যন্ত **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

সিনি. ডিইই/টিআরডি, ওপি অ্যান্ড জিএস/কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

Abridged NIQs
O/o the Exe. Engineer Jhargram Electrical Division, PWDte.

WBPWD/EE/JED/ NIQ08/2024-25
WBPWD/EE/JED/ NIQ09/2024-25
Bid submission Start Dates:01/08/2024 after 10:30 AM Bid Submission End Dates:03/08/2024 up to 02.00 PM
For details,follow **www. pwdwb.in** or visit the office.

OFFICE OF THE AMGURI GP MAYNAGURI JALPAIGURI
NIQ NO: 05(2nd Call)/AGP/2024-25

Prodhan AMGURI G.P, Maynaguri, Jalpaiguri invites Tender in Percentage Rates for the work of ACP PANELLING AND STRUCTURAL GLAZING WORKS OF PHASE-III AT GP OFFICE BUILDING. Date & Time of submission Bids: From 26.07.2024 Time 10.00 Hours To 03.08.2024 Time 17.00 Hours. Technical Bids opening date: 05.08.2024 Time 17:00 Hours. For details please visit website.

Sd/- Pradhan
Amguri Gram Panchayet

একটি ক্যান্টিনের পরিচালন এবং ব্যবস্থাপনার জন্যে লাইসেন্স আবন্টনের হেতু টেণ্ডার

টেণ্ডার সংখ্যা. সি-ক্যান্টিন-এনজেপি-গুডস-২০২৪ **তারিখঃ** ২৯-০৭-২০২৪। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেণ্ডার আহ্বান করা হয়েছে। **কাজের নামঃ** ৫ বৎসরের এক সময়সীমার জন্যে কাটিহার মণ্ডলের অন্তর্গত নিউ জলপাইগুড়ি ষ্টেশনে স্থিত গুডস শ্বেডে একটি ক্যান্টিনের পরিচালন এবং ব্যবস্থাপনার জন্যে লাইসেন্স আবন্টনের হেতু টেণ্ডার। **টেণ্ডার রাশিঃ** ১,৪৬,০০০/- টাকা। **বায়না রাশিঃ** ১৫,৫০০/- টাকা। **টেণ্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়ঃ** ২৭-০৮-২০২৪ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেণ্ডারের টেণ্ডার প্র-পত্রের সঙ্গে সম্পূর্ণ বিবরণ **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম (সি), কাটিহার
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

NOTICE INVITING E-TENDER

e-Tender is hereby invited on behalf of Chairman, Habra Municipality for works within Habra Municipality.

Sl. No.	Ref. e-Tender No.	Last Date of submission of e-Tender
1	WBMAD/HM/PWD/NIT e-591/ 2024-25	16/08/2024 up to 5.00 PM

For details please see at the website **www.wbtenders.gov.in**

Sd/-
Chairman,
Habra Municipality

Office of the
Ramur Dihibhursut Asanda Gram Panchayat
VILLAGE :ASANDA, P.O :DIHIBHURSUT, P.S :UDAYNARAYANPUR, DIST: HOWRAH
Pin 712408, e-mail : rdagpasanda@gmail.com : 8343917594

Memo No:- Dated-

E-Tender are invited by the Pradhan Rampur Dihibhursut Asanda Gram Panchayet under Udaynarayanpur Block , Howrah from reputed and resourceful contractors for 11 nos E-Tender ID- 2024_ZPHD_725465_1. 2024_ZPHD_725492_1 , 2024_ZPHD_725512_1, 2024_ZPHD_725552_1 & 2024_ZPHD_725570_1 Publish date-31/07/2024 at 6.00 PM. Last date of Online Submission Technical & Financial Bid up to 08/08/2024 at 12.00 P.M., Date opening-10/087/2024 at 12.30 PM for details Visit website https://wbtenders.gov.in

Sd/ - Pradhan
Rampur Dihibhursut Asanda Gram Panchayet

নোটিশ

আমার ক্লায়েন্ট অভিষেক শর্মা পুত্র অশোক কুমার শর্মা, পি-১৯, মেট্রোপলিটন কো- অপারেটিভ হাউজিং সোসাইটি, সেক্টর এ, কলকাতা-৭০০১০৫-এ বসবাসকারী ২০২২ সালের জন্য ০৬০২০২৯৪১, ১৯৮৫ সালের জন্য ৬৯২, ০৬০৩৮১-এর জন্য দলিল হারিয়েছেন। ২০০৮ সাল, ২০১২ সালের জন্য ০০৮৬১, ২০১৪ সালের জন্য ২২৭৫, ২০১২ সালের জন্য ১০৮২, ২০১১ সালের জন্য ১০৭১, ২০১০ সালের জন্য ০৬০৪০০১৫১, ২০১০ সালের জন্য ০০৮৬৪, ২০৮১ সালের ২০৮১ সালের জন্য। ২০০৮, ২০১৪ সালের জন্য ০০০৫৭, ২০০৭ সালের জন্য ০১৭৫১, ২০০৭ সালের জন্য ০১২৮৭ এবং জিডি এন্ট্রি নং ১৯৫৪২৪ তারিখে ৩০-০৭-২০ তারিখের যেকোনো ব্যক্তির দাবির মাধ্যমে বিধাননগর উত্তর থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি দায়ের করেছেন। শেয়ার, অধিকার, শিরোনাম, স্বার্থ, বিষয় বা কোন আপত্তি যাহাই হোক না কেন সমর্থনকারী ডকুমেন্টারি প্রমাণ সহ নিম্নস্বাক্ষরকারীকে অবশ্যই এই তারিখ থেকে পাক্ষিকের মধ্যে অবহিত করতে হবে যেখানে দাবির পরে যদি কোনটি মওকুফ করা হবে বলে গণ্য করা হবে এবং আর কোন দাবি করা হবে না বিনোদন করা।

পল্লবী কর্মকার
উকিল
ফোন নং ৯০০৭৮২৪৯৫৭

গলগলিয়া ষ্টেশনের পরিবর্তন

ই-টেণ্ডার নোটিস সংখ্যা. আরটি-ইএল-জিএস-০৮-২৪-২৫ **তারিখঃ** ২৯-০৭-২০২৪। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেণ্ডার আহ্বান করা হয়েছে। **টেণ্ডার সংখ্যা.** আরটি-ইএল-জিএস-০৮-২৪-২৫। **কাজের নামঃ** ডি-শ্রেণী থেকে বি-শ্রেণীর ষ্টেশন পর্যন্ত গলগলিয়া ষ্টেশনের পরিবর্তন (সাধারণ বৈদ্যুতিক)। **টেণ্ডার রাশিঃ** ৬৪,১৪,০৬৭/- টাকা। **বায়না রাশিঃ** ১,২৮,৩০০/- টাকা। **টেণ্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়ঃ** ২০-০৮-২০২৪ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় **এবং খোলা হবেঃ** ২০-০৮-২০২৪ তারিখে ১৫.৩০ ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেণ্ডারের টেণ্ডার প্র-পত্রের সঙ্গে সম্পূর্ণ বিবরণ **www. ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

জ্যেষ্ঠ ডিইই/টিআরডি/কাটিহার
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

NIQ, Govt. of West Bengal

Quotation is here by invited by the Executive Engineer, Bidhannagar IT Division, PWD, Room No 115, 1st Floor DF Block Purta Bhavan Sector-I, Saltlake, Kolkata- 700091 from eligible contractor for the following work: Name of Work: **1. "Temporary installation of AV setup for VC at other ends for West zone for observation of International day of World Indegenous people."**
2." Temporary IT works at helipads in connection with VVIP visit at Jhargram on & from 08.08.24 for observation of International day of World Indegenous people."
SHORT NOTICE INVITING SPOT BID QUOTATION No: WBPWD/ EE/BIT/NIQ- 10 & WBPWD/EE/ BIT/NIQ-11 of 2024- 25. Last date of submission of Quotation: 08.08.2024 up to 11:30 AM. Corrigendum or Addendum if issued will be published only on the website. (https://www.pwdwb.in)

Sd/-
EE,
Bidhannagar IT Division, PWD

পে অ্যান্ড ইয়ুজ টয়লেটের জন্য ই-নিলাম

পে অ্যান্ড ইয়ুজ টয়লেটের জন্য ই-নিলাম ক্যাটালগ। বিশদ বিবরণ নিম্নরূপ। **নিলাম ক্যাটালগ নং.ঃ** সি-এপি-পিএএনডিইউ-১১, **নিলাম শুরুর তারিখ ও সময় (প্রতিটি লট)ঃ** ১৩-০৮-২০২৪ তারিখের ১০.০০ ঘণ্টা, **নিলাম বন্ধের তারিখ ও সময়ঃ** ১৩-০৮-২০২৪ তারিখের ১০.৫০ ঘণ্টা, **রেট ইউনিটঃ** বার্ষিক লাইসেন্স মাসুল, **ট্রিপ/দিনঃ** ১০৯৫।

এসইকিউ নং.	লট নং./ক্যাটাগরি	বিবরণ
এএ/১	পিএনইউ-এপিডিজে-কেওজে-টিওআই-১০-২২-১ (পে অ্যান্ড ইয়ুজ-টয়লেট)	কোকরাঝাড়ের পিএফ নং.-১-এ পে অ্যান্ড ইয়ুজ টয়লেট।
এএ/২	পিএনইউ-এপিডিজে-জেপিই-টিওআই-১৯-২২-১ (পে অ্যান্ড ইয়ুজ-টয়লেট)	জলপাইগুড়ি রোড স্টেশনের পে অ্যান্ড ইয়ুজ টয়লেট।
এএ/৩	পিএনইউ-এপিডিজে-এফকেএম-টিওআই-২০-২২-১ (পে অ্যান্ড ইয়ুজ-টয়লেট)	ফকিরাগ্রাম জং. স্টেশনের পে অ্যান্ড ইয়ুজ টয়লেট।

উপরের ই-নিলামটি ইতিমধ্যে ই-নিলাম পে অ্যান্ড ইয়ুজ টয়লেট মডিউলের অধীনে **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে।

ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (সি), আলিপুরদুয়ার জং.
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

আমমোক্তার নামা বিজ্ঞাপণ

নানুর থানা নবস্তা গ্রামের আমমোক্তার দাতা
১) আয়েসা সিদ্দিকা, স্বামী- মহঃ জুবেরী হাসান
২) রোকেয়া রেজা সিদ্দিকা স্বামী- সৈয়দ আফসার রেজা
তাহাদের পিতার মৃত আব্দুল করিম এর সম্পত্তির আমমোক্তার নামা দিয়েছেন।
গ্রহীতা- মহঃ জুবেরী হাসানকে জাহার আমমোক্তার দলিল নাম্বার QNO-2002962832/ 23 তাহার মধ্যে কিছু সম্পত্তি নিম্ন লিখিত ব্যক্তিগনকে বিক্রয় করা হইয়াছে।
১) জসিম খান, পিতা সিকান্দার খান
২) রাকেশ খান, পিতা সিকান্দার খান যাহার মৌজা মড্ডা দাগ নং-৮৬৮ পরিমাণ- ১৭ শতক, দলিল নং-১৭৪০ উভয়ের বাড়ি মড্ডা।
১) চাঁদ দাস পিতা- ধিরেন দাস
২) মানিক দাস, পিতা- ধিরেন দাস যাহদের মৌজা সাজনোর দাগ নং- ৩৪৩৮, পরিমাণ- ১২ শতক, দাগ নং-৩৪৩৩, পরিমাণ- ০.০৪ শতক, দলিল নং-১৭৩৮
১) ফেরদসি বিবি, স্বামী- বুলবুল সেখ
২) খাদিজা বিবি, স্বামী- মেহের আলি সেখ
৩) টনি বিবি, স্বামী- মকবুল সেখ মৌজা সাজনোর দাগ নং- ৮৯২, পরিমাণ-১৬ শতক, দলিল নং-১৭৪১. চাঁদ দাস হইতে টনি বিবি পর্যন্ত বাড়ি নতুন গ্রাম
উপরোক্ত ক্রেতাগনের নামে নানুর BLRO Office এ নাম পত্তন হইবে। ৩১ /০৩/ ২০০৬ সালে ২৩৩৭ নাম্বার দলিলে কিছু আমমোক্তার স্বাক্ষর আছে-
১) আসমা বিবি। অ মহঃ আব্দুস শফিক পক্ষে আমমোক্তার জুলফিকার রহমান জাহা দলিল নং-৩৩১৫.
২) মহঃ আব্দুর রফিকের পক্ষে আমমোক্তার, মহঃ আব্দুর রকিব দলিল নং- ১১৮৬, মৌজা নবতা, দাগ নং-২১০, পরিমাণ- ২ শতক, দাগ নং- ২০৬, পরিমাণ- ৩ শতক উভয়ে ভিটি, উক্ত ভিটি আরফাত খাঁ পিতা-লেবু খাঁ নানুর BLRO Office এ নাম পত্তন হইবে। দাতা ও গ্রহীতা গ্রাম নবস্তা, জেলা বীরভূম, থানা নানুর। উপরোক্ত ভিটি মৃত আব্দুর রহিমের ওয়ারিশগন।

ম্যাভেন্স বায়োটেক লিমিটেড
CIN: L17297WB1981PLC034226
নিবন্ধিত অফিসঃ রুম নং ৪০৭, ৪র্থ তল
প্রিমিসেস নং. ৪ সিভিল রো, কলকাতা- ৭০০ ০০১
ই-মেইলঃ investors@mavensbiotech.com,
ওয়েবসাইটঃ www.mavensbiotech.com

৩০ জুন, ২০২৪-এ শেষ হওয়া ১ম ত্রৈমাসিকের অনিরীক্ষিত স্বতন্ত্র আর্থিক ফলাফলের নির্যাস
[সেবি (LODR) রেগুলেশন, ২০১৫ এর রেগুলেশন ৪৭(১) (বি) দেখুন]

(লক্ষ টাকা)

ক্রম নং.	বিবরণ	৩ মাস শেষে ৩০ জুন ২৪ (অনিরীক্ষিত)	পূর্ব ৩ মাস শেষে ৩১ মার্চ ২৪ (টীকা নং ২ পড়ুন) (পরীক্ষিত)	সমতুল্য ৩ মাস শেষে ৩০ জুন ২০২৩ (অনিরীক্ষিত)	বর্ষ শেষে ৩১ মার্চ ২০২৪ (পরীক্ষিত)
১.	মোট কারবার থেকে আয়	১.৭৯৭	১.৮০৫	২.৮১০	৯.৬২০
২.	নিট লাভ / (ক্ষতি) সময়ের জন্য (করের আগে, ব্যতিক্রমী এবং/ অথবা অসাধারণ আইটেম)	(৩.৪৭২)	(২.১৩৯)	(২.২১০)	(৬.৬৯০)
৩.	নিট লাভ / (ক্ষতি) করের আগে সময়ের জন্য (অসাধারণ এবং / অথবা অসাধারণ আইটেমগুলিরপরে)	(৩.৪৭২)	৮.৬৬১	(২.২১০)	৪.১১০
৪.	নিট লাভ / (ক্ষতি) করের পরে সময়ের জন্য (অসাধারণ এবং / অথবা অসাধারণ আইটেমের পরে)	(৩.৪৭২)	৮.৬৬১	(২.২১০)	৪.১১০
৫.	সময়কালের জন্য মোট ব্যাপক আয় [সময়কালের জন্য লাভ / (ক্ষতি) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (করের পরে)]	(৩.৪৭২)	৮.৬৬১	(২.২১০)	৪.১১০
৬.	ইকুইটি শেয়ার মূলধন	১০৯৯.২০০	১০৯৯.২০০	১০৯৯.২০০	১০৯৯.২০০
৭.	সংরক্ষণ (আগের বছরের নিরীক্ষিত ব্যালেন্স শীটে দেখানো পুনর্মূল্যায়ন সংরক্ষিত ব্যতীত)	-	-	-	(৫৫১.৯৮৫)
৮.	শেয়ার প্রতি আয় (প্রতিটি ১০ /- টাকা) (বার্ষিক নয় সমাপ্ত বছরের জন্য) মূল এবং মিশ্র	(০.০০৩)	০.০০৮	(০.০০২)	০.০০৪

মন্তব্যঃ
১) উপরোক্তটি SEBI (লিস্টিং বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) রেগুলেশন, ২০১৫ এর রেগুলেশন ৩৩ এর অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে দায়ের করা ত্রৈমাসিক অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিশদ বিন্যাসের একটি নির্যাস। অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ বিন্যাস এখানে উপলব্ধ স্টক এক্সচেঞ্জ ওয়েবসাইট যেমন www.cse-india.com। একই কোম্পানির ওয়েবসাইটে যেমন পাওয়া যায় www.mavensbiotech.com।
২) ৩১ মার্চ, ২০২৪ সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের পরিসংখ্যান হল ৩১ মার্চ, ২০২৪ সালে সমাপ্ত পূর্ণ আর্থিক বছরের ক্ষেত্রে নিরীক্ষিত পরিসংখ্যান এবং ২০২৩-২৪ আর্থিক বছরের তৃতীয় ত্রৈমাসিক পর্যন্ত বছরের তারিখের পরিসংখ্যানগুলির মধ্যে ভারসাম্যপূর্ণ পরিসংখ্যান।

বোর্ডের আদেশানুসারে,
ম্যাভেন্স বায়োটেক লিমিটেডের জন্য
জয় প্রকাশ
ম্যানেজিং ডাইরেক্টর ও সিইও
DIN No.:02525414

তারিখঃ ৩১ জুলাই, ২০২৪
স্থানঃ কলকাতা

ফর্ম জি
আগ্রহ প্রকাশের জন্য আমন্ত্রণ
আরকুটিপুর চা কলকাতা এবং শিলচরে কৃষি শিল্পে কাজ করছে
(ভারতের দেউলিয়া এবং দেউলিয়াত্ব বোর্ডের প্রবিধান ৩৬এ-এর উপ-প্রবিধান (১) অধীনে
(কর্পোরেট ব্যক্তিদের জন্য দেউলিয়া অবস্থা সমাধান প্রক্রিয়া) প্রবিধান, ২০১৬)

ক্রম নং	প্রাসঙ্গিক বিশেষ	
১।	PAN এবং CIN সহ কর্পোরেট দেনাদারের নাম	আর্কুটিপুর টি কোম্পানি লিমিটেড PAN: AACCA3214B CIN: L15491WB1900PLC000220
২।	কর্পোরেট ঋণগ্রহীতার নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা	এমএমএস চেম্বার্স, ৪এ কাউন্সিল হাউস স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০০১, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত
৩।	কর্পোরেট ঋণগ্রহীতার ওয়েবসাইটের URL	NA
৪।	স্থানের বিশদ বিবরণ যেখানে বেশিরভাগ স্থায়ী সম্পদ অবস্থিত	আর্কুটিপুর চা বাগান, আর্কুটিপুর, জেলা-কাছাড়, শিলচর, আসাম, পিন- ৭৮৮০০৯, থানা- শিলচর, পোষ্ট- আরকাটিপুর
৫।	প্রধান পণ্য / পরিষেবার ইনস্টল করা ক্ষমতা	FY ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে ১০, ১৬, ১৩৫ কেজি সবুজ পাতা ইনস্টল করা ক্ষমতা প্রায়ঃ বার্ষিক ২.৪০ লক্ষ কেজি তৈরি চা।
৬।	গত অর্থ বছরে বিক্রি হওয়া প্রধান পণ্য / সেবাগুলির পরিমাণ এবং মূল্য	২০২২-২০২৩ FY হিসাবে ২৫০.৬২ লক্ষ টাকা
৭।	কর্মচারী / শ্রমিকের সংখ্যা	৪২৫ জন কর্মী এবং ৫ জন নির্বাহী
৮।	দুই বছরের সর্বশেষ উপলব্ধ আর্থিক বিবৃতি (সূচি সহ) সহ আরও বিশদ বিবরণ, ঋণদাতাদের তালিকা URL এ উপলব্ধঃ	গুগল ড্রাইভ লিঙ্কে উপলব্ধ **https://drive.google.com /drive/folders/ 1RU3pdpl3BkjsHnan2RvanZDQSuZi1tJe? usp=sharing** নীচের লিঙ্কে উপলব্ধ ঋণদাতাদের তালিকা **https://docs.google.com/ spreadsheets/ d/1tQq 80 RjhYdAwZpBU-PM8 gcgd 23D-A- VrYEwHn9avos/ edit?usp=sharing**
৯।	কোডের ধারা ২৫(২)(h) এর অধীনে রেজোলিউশন আবেদনকারীদের জন্য যোগ্যতা URL এ উপলব্ধঃ	অনুচ্ছেদ ৫ এ দেওয়া আগ্রহের প্রকাশ অনুযায়ী গুগল ড্রাইভ লিঙ্কে উপলব্ধঃ **https:// drive.google.com/drive/ folders/ 1RU3pdpl3BkjsHnan2RwznZDQSuZi1tJe?usp =sharing**
১০।	সম্ভাব্য রেজোলিউশন আবেদনকারীদের অস্থায়ী তালিকা ইস্যু করার তারিখ	১৬ আগস্ট ২০২৪
১১।	অস্থায়ী তালিকায় আপত্তি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ	২৬ আগস্ট ২০২৪
১২।	আগ্রহ প্রকাশের প্রাপ্তির শেষ তারিখ	৩১ আগস্ট ২০২৪
১৩।	সম্ভাব্য রেজোলিউশন আবেদনকারীদের চূড়ান্ত তালিকা ইস্যু করার তারিখ	১০ সেপ্টেম্বর ২০২৪
১৪।	সম্ভাব্য রেজোলিউশন আবেদনকারীদের কাছে তথ্য স্মারক, মূল্যায়ন ম্যাট্রিক্স এবং রেজোলিউশন প্ল্যানের জন্য অনুরোধ জারি করার তারিখ	১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৪
১৫।	তথ্য পরিকল্পনা জারি করার তারিখ	১৬ অক্টোবর ২০২৪
১৬।	এক্সপ্রেশন অফ ইন্টারেস্ট জমা দিতে ইমেল আইডি প্রক্রিয়া করুন	cirp.atcl@gmail.com

জয় নারায়ণ গুপ্ত
(Ms ARCUTTIPORE TEA CO LTD-এর রেজোলিউশন প্রফেশনাল)
IBBI রেজি নং IBBI/IPA-001/IP-P00371/2017-2018/10628
নিবন্ধিত ঠিকানা ঃ ইন্টেলিজেন্ট আইপি ম্যানেজমেন্ট সলিউশন প্রাইভেট লিমিটেড
ওয়াইএমসিএ বিল্ডিং, ২য় তলা, ২৫ জওহরলাল নেহেরু রোড, কলকাতা-৭০০৮৭
মেসার্স আর্কুটিপুর চা কোং লিমিটেড

তারিখঃ ০১-আগস্ট-২০২৪
স্থানঃ কলকাতা

Bandhan AMC Limited (Formerly known as IDFC Asset Management Company Limited)
CIN: U65993MH1999PLC123191
Regd. Office Address: 6th Floor, Tower 1C, One World Center, Senapati Bapat Marg, Prabhadevi (W), Mumbai - 400 013. **Phone:** +91-22-6628 9999, **Email:** investormf@bandhanamc.com
Website: www.bandhanmutual.com, www.bandhanamc.com

Bandhan Mutual Fund

NOTICE

Important Notice for the attention of Public:
Fake Social Media (Whatsapp) Account impersonating
Mr. Rohit Maheshwari, employee of Bandhan AMC Limited

It has come to our notice that some unscrupulous persons are passing themselves off as Mr. Rohit Maheshwari, an employee of Bandhan AMC Limited ("Bandhan AMC"). They have been appropriating parts of his identity and photograph(s) with the intent to defraud the common people.

We have learnt that these impostors are impersonating Mr. Rohit Maheshwari as an employee of Bandhan Bank and contacting customers of Bandhan Bank through telephonic calls and Whatsapp (number +91 **7679547077**) asking for their KYC documents by sharing photo of Rohit's ID card and a link on Whatsapp.

We would like to inform the public in general that Mr. Rohit Maheshwari and Bandhan AMC are in no way associated with these fake calls/Whatsapp account/phishing links and shall not be held liable for any losses suffered by any person who has relied or acted upon such calls/messages received through the fake account. Such an account is designed to defraud the public and we condemn this act.

We caution the public to not fall prey to these fake calls/social media accounts/posts/phishing links and stay vigilant of such scams. For information on our products/services or for investing with us, we urge investors to visit our website at www.bandhanmutual.com or contact our 'Official Points of Acceptance'.

Place : Mumbai
Date : July 30, 2024

MUTUAL FUND INVESTMENTS ARE SUBJECT TO MARKET RISKS, READ ALL SCHEME RELATED DOCUMENTS CAREFULLY.

উজ্জীবন স্মল ফাইনান্স ব্যাঙ্ক রেজিস্টার

অফিসঃ গ্রেপ গার্ডেন, নম্বর ২৭, ৩য় ''এ'' ক্রস, ১৮তম মেন, ৬ষ্ঠ ব্লক, করামাঙ্গালা, বেঙ্গালুরু-৫৬০০৯৫, কর্ণাটক
শাখা অফিসঃ ৪র্থ তল, ঋষি টেক পার্ক, প্রাঙ্গণ নং ০২০৩৬০, প্লট নং ডি এইচ ৬ /২, অ্যাকশন এরিয়া ১ডি, নিউ টাউন-৭০০১৬০, কলকাতা

সার্ফেসি আইন, ২০০২ এর ধারা ১৩(২) এর অধীনে ডিমান্ড নোটিশ

যেখানে আপনি নীচের উল্লিখিত ঋণগ্রহীতা, সহ-ঋণ গ্রহীতা, গ্যারান্টর এবং বন্ধকীরা তাদের স্থাবর সম্পত্তি বন্ধক রেখে উজ্জীবন স্মল ফাইন্যান্স ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ নিয়েছেন। আপনার সকলের ডিফল্টের ফলে, আপনার ঋণ অ্যাকাউন্টটি নন-পারফর্মিং অ্যাসেট হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে, যেখানে উজ্জীবন স্মল ফাইন্যান্স ব্যাঙ্ক আইনের অধীনে একটি সুরক্ষিত পাওনাদার এবং উক্ত আইনের ধারা ১৩(২) এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২-এর বিধি ২ এর সাথে পড়ুন, ডিমান্ড নোটিশ জারি করে ঋণগ্রহীতার / সহ-ঋণগ্রহীতা/ জামিনদার/ বন্ধকদেরকে কলাম নং ২-এ উল্লিখিত নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ ভবিষ্যতের সুদের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে পরিশোধ করার আহ্বান জানানো হয়েছে। নোটিশ, কিন্তু বিভিন্ন কারণে তাদের কিছু নোটিশ পরিবেশন করা যায়নি।

ক্রম নং	নাম ও ঠিকানা ঋণগ্রহীতা / সহ-ঋণগ্রহীতা/ গ্যারান্টার/ বন্ধক-এর	লোন অ্যাকাউন্ট নং / লোন মূল্য/ শাখা	সম্পত্তির বিবরণ	NPA এর তারিখ এবং ডিমান্ড নোটিশের তারিখ	বকেয়া টাকার পরিমাণ
১	১. মেসার্স আর্য সি / ও স্বত্বাধিকারী- মিসেস পাপড়ি টিকাদার, ১২৩৮৪, শচীন করগুপ্ত সরণি, হাথুবা, হাবরা,ওয়ার্ড নং ২, উত্তর ২৪ পরগণা-৭৪৩২৬৩. ২. মিসেস পাপরি টিকাদার,ডব্লু / ও বিশ্বজি বিশ্বাস, ৩. মিঃ বিশ্বজিৎ বিশ্বাস, ভাই প্রিয়নাথ বিশ্বাস, দুজনেই বাসস্থানঃ সিমুলিয়া পাড়া, চাঁদপাড়া বাজার, উত্তর ২৪ পরগণা, হাবরা, পশ্চিমবঙ্গ-৭৪৩২৪৫।	৩৩১৩২৩০০ ৪০০০০০০৪ / টাকা ৪০,০০,০০০ /- / ৩৩১৩ শিবপুর	মৌজায় অবস্থিত প্রায় ৩.৩ ডেসিমেল পরিমাপের জমির সমস্ত অংশ এবং পার্সেল-চাঁদপাড়া, পিএস-গাইঘাটা, পরগনা-খোসদহ, জেএল নং ৫৭, তৌজি নং ৩৫২৫, আরএস খতিয়ান নং ১৬৯, এল আর খতিয়ান নং ৩৯০০, আর.এস. এবং এল.আর. ডিএজি নং ৮৪৩, চাঁদপাড়া গ্রামের অধীনে পঞ্চায়েত,হোল্ডিং নং ১৩০২০১, জেলা-উত্তর ২৪ পরগণা এবং সমস্ত উন্নতি তার উপর। সীমানাঃ উত্তরঃ দাগ নং ৮৪৩ এর অধীনে স্বপন বিশ্বাস এবং দীপক রায় দক্ষিণঃ কালীমন্দির পূবঃ সুধাংশু গোস্বামী পশ্চিমঃ পিডব্লুডি-এর পাকা রোড (যশোর রোড) ১১-০২-২০২০ তারিখে বাংলা কোবালা নিবন্ধিত পাপরি টিকাদার (আপনার মধ্যে ২ নং) মালিকানাধীন, এডিএসআর , এর অফিসের সামনে, চাঁদপাড়া, বই নং ১, ভলিউম নং ১৫১৪-২০২০, ১৫০৩২ থেকে ১৫০৫১ পর্যন্ত পৃষ্ঠায় রেকর্ড করা হয়েছে, নং। ২০২০ সালের জন্য ১৫১৪০০৬৯৯। নিরাপত্তা চুক্তির বিশদ বিবরণঃ তৈরির জন্য টাইটেল ডিড জমা দেওয়ার স্মারক বন্ধক, তারিখ- ১৬-০৮-২০২১।	০৫.১০.২০২৩ এবং ২৪.০৫.২০২৪	টাকা ৪৩,২৮,৩১৩.৯৪ এস অন ২৪.০৫.২০২৪
২	১. মোঃ মফিজুর রহমান, প্রপার তাজ জুট এজেন্সি, এসও মোশারফ হোসেন তেঘরিয়া, গোগাবাড়ী বাজার, শাসান, তেঘরিয়া, উত্তর ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ- ৭৪৩৪২৩। ২. রেশমা পারভিন মোঃ মফিজুর রহমানের সাথে, যমুনাপুর, পঞ্চিত বৈঠাকা তেঘরিয়া, গোগাবাড়ী বাজার, শাসান,তেঘরিয়া, উত্তর ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ- ৭৪৩৪২৩	৩৩১২২১০১ ৮০০০০০১০ টাকা ১৩,৮০,০০০/- ৩৩১২- পার্কসার্কাস	বাস্তু জমির সমস্ত টুকরো এবং পার্সেলের উপর একটি কাঠামো রয়েছে, যার পরিমাপ প্রায় ২.৬২ জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, মৌজা তেঘরিয়া, জেএল নং ১৪৫-এর অধীনে দশমিক কম বা কম,তৌজি নং ১৪৬, আরএস খতিয়ান নং ৩১, এলআর খতিয়ান নং ২৪০৭ (পুরানো খতিয়ান নং ১২২), আরএস এবং এলআর দাগ নং ৮৮০, পিএস - বারাসত, দাদপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের সীমার মধ্যে এবং সমস্ত তার উপর উন্নতি। দলিল অনুসারে সীমানা উত্তরে কুরবানের জমিদার সম্পত্তি আলী, দক্ষিণে ১০ ফুট চওড়া সাধারণ প্যাসেজ, পূর্বে ল্যান্ডেড সম্পত্তি কুতুবউদ্দিন, পশ্চিমে মোশারফ হোসেনের জমিজমা, মোঃ মফিজুরের মালিকানাধীন ২১.১১.২০১৯ তারিখের গিফট ডিডের মাধ্যমে রহমান (আপনার মধ্যে ১ নং) ২০১৯ সালের জন্য ৬৮৪৪ নম্বর এডিএসআর বারাসতের আগে নিবন্ধিত। নিরাপত্তা চুক্তির বিশদ বিবরণঃ তৈরির জন্য টাইটেল ডিড জমা দেওয়ার স্মারক বন্ধকী তারিখ - [illegible]	০৩.০১.২০২৪ প্রতি ১৬.০৩.২০২৪	টাকা ১৩,৩৯,৬৭৩.১৩ ১৫.০৩.২০২৪ পর্যন্ত
৩	১. ইমরান ইসলাম (ঋণগ্রহীতা) এসও সিরাজুল ইসলাম, পূর্বা নিবাসী সিমলা, দুর্গাপুর, ল্যান্ডমার্ক ভ শোবিনবিবি প্রাথমিক বিদ্যালয়, উত্তর ২৪ পরগনা পশ্চিমবঙ্গ ৭৪৩৪০১. ২. মাসুরা বিবি (সহ-ঋণগ্রহীতা) ডব্লু / ও সেরাজুল বিশ্বাস, পূর্বা বাসিন্দা মোল্ড সিমলা, দুর্গাপুর, ল্যান্ডমার্ক শোবিনবিবি প্রাথমিক বিদ্যালয়, উত্তর ২৪ পরগনা পশ্চিমবঙ্গ ৭৪৩৪০১.	৩৩৩১২১০১ ৭০০০০০৪২ টাকা ৯,০০,০০০ / - ৩৩৩১- রাজপুর	মোট জমির সমস্ত অংশ এবং পার্সেল ১৪ দশমিক এলআর দাগ নং ১৪০, ১৪১, ১৪২, এলআর খতিয়ান নং ২৪৬১, ২১৩২ ডাঙ্গা জমি, জেএল নং ৪০, মৌজা-সিমলা দুর্গাপুর, পিএস - বাদুড়িয়া,গ্রাম পঞ্চায়েত- জাসিকাটি আটঘড়া। পশ্চিমবঙ্গের (উত্তর) ২৪ পরগণা জেলার মধ্যে,৭৪৩৪০১ এবং এর সমস্ত উন্নতি। দলিল অনুসারে সীমানা উত্তরেঃ আকিমের প্লটন্ডআস্টার, দক্ষিণে অহিদ বক্সের বাড়ি, পূর্বেঃ জব্বার মণ্ডলের বাড়ি উপরে পশ্চিমঃ ঝন্টু মণ্ডল ও পুকুরের বাড়ি। গুণীজন মাসুরা বিবি (তোমাদের মধ্যে ২ নং) মালিক একটি বিক্রয় দলিল তারিখ-২৫০৬২০১৯ এবং ADSR এডিএসআর বাদুরিয়া, জেলা ২৪ পরগণায় নিবন্ধিত (উত্তর) হচ্ছে ২০০৭ সালের জন্য নং ১৮৭৬। নিরাপত্তা চুক্তির বিশদ বিবরণঃ তৈরির জন্য টাইটেল ডিড জমা দেওয়ার স্মারক বন্ধক, ১৪.১০.২০২০ তারিখে।	০৯.০৩.২০২৪ প্রতি ৩০.০৪.২০২৪ পর্যন্ত	টাকা ৯,৩২,২৬১.১৩ ৩০.০৪.২০২৪ পর্যন্ত
৪	১. শম্পা ঢালী ও কিশোর মন্ডল,টেংরা কলোনি, টেংরা, উত্তর ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ-৭৪৩২৫১।এছাড়াও মালিপোতা, গোদপুকুরিয়া,বাগদাহ, উত্তর ২৪ পরগণা, পশ্চিমন্ডবেঙ্গল-৭৪৩৭১০। ২. কিশোর মন্ডল এস / ও নিমাই মন্ডল, ৩. নিমাই মন্ডল অমূল্য মন্ডল, উভয়েই থাকেন গদপুকুরিয়া, গোদপুকুরিয়া, উত্তর ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ-৭৪৩৭১০।	৩৩১৩২১০১ ৮০০০০০৩১ টাকা ১৬,০০,০০০ /- / ৩৩১৩- শিবপুর	মৌজায় অবস্থিত প্রায় ৪৫ ডেসিমেল পরিমাপের জমির সমস্ত অংশ এবং পার্সেল-গদপুকুরিয়া, পি.এস. বাগদাহ, জেএল নং ৭৯, এলআর আরওআর এবং এলআর অনুযায়ী খতিয়ান নং ১৮৪০ খতিয়ান বিক্রয় দলিল অনুযায়ী নং ৪৪৮, এলআর দাগ নং ১৩৪৮, মালিপোতা গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, হোল্ডিং নং ৫১৯৯, জেলা। উত্তর ২৪ পরগনা। দলিল অনুসারে সীমানা উত্তরে অমরেশের জমিন্ডমণ্ডল, দক্ষিণে আশা লতা মণ্ডলের জমি, পূর্বে আশুতোষ মণ্ডলের জমি,পশ্চিম দিকে পঞ্চায়েত রোড। মালিক নিমাই মন্ডল (আপনার মধ্যে ৩ নং) বাংলা ভিডি কোবালা তারিখ ০৯.০২.১৯৯৫, এডিএস আর, বনগাঁর আগে নিবন্ধিত, দলিল নং ১০৯১ হচ্ছে ১৯৯৫ সাল। নিরাপত্তা চুক্তির বিশদ বিবরণ তৈরির জন্য টাইটেল ডিড জমা দেওয়ার স্মারক বন্ধক, তারিখ ৩০.১২.২০২১।	০৪.০৪.২০২৪ প্রতি ০৫.০৬.২০২৪	টাকা ১৬,৬০,৯০০.২৩ ০৫.০৬.২০২৪ পর্যন্ত

তাই ঋণগ্রহীত / সহ-ঋণ গ্রহীতা/ জামিনদার এবং বন্ধককে নোটিশ দেওয়া হয়েছে, যেমনটি কলাম নং ২-এ উল্লিখিত হয়েছে, তাদের সকল সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা/ সহ-ঋণ গ্রহীতার বিরুদ্ধে কলাম নং.৬-এ দেখানো সমষ্টিগত পরিমাণ অর্থ প্রদানের জন্য আহ্বান জানানো হয়েছে। এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৬০ দিনের মধ্যে কলাম নং ৬-এ দেখানো তারিখ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট ঋণ অ্যাকাউন্টের ক্ষেত্রে উল্লিখিত পরিমাণ প্রদেয় বলে মনে করা হয়। এটি স্পষ্ট করা হয় যে যদি সমষ্টির পরিমাণ ভবিষ্যতের সুদ এবং অন্যান্য পরিমাণের সাথে হতে পারে। অর্থপ্রদানের তারিখ পর্যন্ত প্রদেয় হবে, অর্থপ্রদান না করা হলে, কলাম নং ৪ এ বর্ণিত সম্পত্তির উপর নিরাপত্তা সুদ প্রয়োগের জন্য উজ্জীবন স্মল ফাইন্যান্স ব্যাঙ্ক যথাযথ পদক্ষেপ নিতে বাধ্য হবে।

অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে এই প্রকাশনাটি আইনের অধীনে উল্লিখিত আর্থিকগুলির ঋণগ্রহীতা / সহঋণদাতা/ জামিনদার/ বন্ধকদের বিরুদ্ধে উজ্জীবন স্মল ফাইন্যান্স ব্যাঙ্কের কাছে উপলব্ধ অধিকার এবং প্রতিকারের প্রতি কোনো বাধা ছাড়াই করা হয়েছে। সুরক্ষিত সম্পদ খালাস করার জন্য আপনার কাছে উপলব্ধ সময়ের বিষয়ে আইনের ধারা ১৩(৮) এর প্রতিও আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে, আপনাকে আরও অনুরোধ করা হচ্ছে যে উল্লিখিত আইনের ১৩(১৩) ধারা অনুযায়ী, আপনি সংযত আছেন সিকিউরড ক্রেডিটরের পূর্বানুমতি ব্যতিরেকে উপরোক্ত নিরাপত্তার নিস্পত্তি বা তার সাথে ডিল করা বা বিক্রয়, ইজারা বা অন্যথায় সুরক্ষিত সম্পদের স্থানান্তর করা নিষিদ্ধ।

তারিখ ঃ ৩০.০৭.২০২৪, স্থান- পশ্চিমবঙ্গ
স্বা /- অথরাইজড অফিসার, উজ্জীবন স্মল ফাইন্যান্স ব্যাঙ্ক

খাওয়া দাওয়া

রোজ খাওয়ার পরে এক গ্লাস আদার জল খেলে কি সুফল মিলবে জানেন

শরীরের যত্নে আদার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। সর্দি-কাশি থেকে অন্যান্য শারীরিক সমস্যা-আদার

মতো প্রাকৃতিক দাওয়াই খুব কমই রয়েছে। আদায় রয়েছে ভিটামিন সি, ভিটামিন বি৬, পটাশিয়াম, ম্যাগনেশিয়াম, ম্যাঙ্গানিজের মতো উপাদান। এছাড়াও আদার অ্যান্টিঅক্সিড্যান্ট উপাদান, প্রদাহনাশক হিসাবে কাজ করে। পুষ্টিবিদরা বলেন, রোজ খাবার খাওয়ার পরে আদার জল খেলে অনেক উপকার পাওয়া যায়। সেগুলি কী, জানেন?

১। কাঁচা আদায় রয়েছে জিঞ্জেরল নামক অ্যান্টি-অক্সিড্যান্ট। এই উপাদান হজম প্রক্রিয়া অনেক সহজ করে দেয়। হজমের গোলমাল থেকে থাকলে এই দাওয়াই অত্যন্ত কার্যকরী। একটানা কয়েক দিন খেলে হজমের সমস্যা থেকে মুক্তি মিলবে।

২। আদায় রয়েছে মিনারেলস, ভিটামিন, যা প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। আদা দিয়ে তৈরি এই পানীয় সংক্রমণের ঝুঁকি কমায়। নিয়ম করে এই পানীয় খেলে অনিয়ম করেও অসুস্থ হয়ে পড়ার ঝুঁকি কম থাকে। সুস্থ-সবল ভাবে বাঁচতে আদার এই পানীয় ভরসা হতে পারে।

৩। আদা শরীরের যাবতীয় টক্সিন বাইরে বার করে দেয়। ফলে শরীর টক্সিনমুক্ত থাকে। শরীরের জমে থাকা টক্সিন বেরিয়ে গেলে, ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখা সহজ হয়। যাঁরা ওজন কমাতে চাইছেন, রোজ যদি এই আদার জল খাওয়া যায়, তা হলে ছিপছিপ হওয়া যাবে দ্রুত।

শরীরের যত্নে আদার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে

আলু নয় পেঁয়াজ দিয়ে বানিয়ে ফেলুন পোস্ত

গরম ভাতে আলু-পোস্ত আর ডাল হলেই বাঙালির দুপুরের খাবার জমে যায়। তবে খাদ্যরসিকেরা জানাছেন, আলুর বিকল্প পেঁয়াজ হলেও মন্দ হয় না। গরম ভাতের সঙ্গে পেঁয়াজ পোস্ত থাকলে আর কোনও পদের প্রয়োজন পড়বে না। কাজে বেরোনোর তাড়া থাকলেও চটপট বানিয়ে ফেলা যায় এই পদ। কীভাবে বানাবেন? দেখে নিন-উপকরণঃ ৩-৪টি পেঁয়াজ,আধ কাপ পোস্ত, আধ চা চামচ কালোজিরে ৩-৪টি কাঁচালঙ্কা,স্বাদ অনুযায়ী নুন, এক চিমটে চিনি,৪ টেবিল চামচ সর্ষের তেল।

প্রণালী ঃ প্রথমে পেঁয়াজের খোসা ছাড়িয়ে মিহি করে কেটে নিন। অন্য দিকে পোস্ত এবং কাঁচালঙ্কা একসঙ্গে শিলে বেটে রাখুন। কড়াইয়ে তেল গরম হলে তার মধ্যে কালোজিরে ফোড়ন দিন। মিনিট দুয়েক পর কেটে রাখা পেঁয়াজগুলো তেলের মধ্যে ছেড়ে দিন। পেঁয়াজ সামান্য ভাজা হলে তার মধ্যে নুন, চিনি দিন। ভাল করে নাড়তে থাকুন। পেঁয়াজ লালচে-সোনালি রং ধরলে এ বার বেটে রাখা পোস্তটা কড়াইতে দিয়ে দিন। সমানে নাড়তে থাকুন। অনেকে এর মধ্যে এক চিমটে হলুদও দেন। ইচ্ছে হলে দিতে পারেন। নাড়তে নাড়তে জল শুকিয়ে আসবে। পোস্ত থেকে তেল বেরোতে শুরু করবে। এই সময়ে উপর থেকে আরও একটি কাঁচালঙ্কা চিরে দিয়ে দিতে পারেন। পোস্তর জল শুকিয়ে মাখো মাখো হয়ে এলে উপর থেকে সামান্য সর্ষের তেল ছড়িয়ে নামিয়ে নিয়ে গরম ভাতের সঙ্গে পরিবেশন করুন পেঁয়াজ পোস্ত। খুশী করুন পরিবারের সকলকে।

ডায়েট খিচুড়ি তৈরির নিয়ম

সহজ রান্নায় খিচুড়িই নাম সকলের মুখে আসে। তবে অনেকেই ডায়েট করার কারণে চাল থেকে শতহস্ত দূরে থাকেন। আজকের রেসিপি তাঁদের জন্য। চাল ছাড়াই কী করে লো কার্ব খিচুড়ি তৈরি করা যায়।

উপকরণ- ডালিয়া ১ কাপ,মুসুর ডাল ১ কাপ,সবজি (পছন্দমতো) টুকরো করা ২ কাপ,কিমা ৫০০ গ্রাম,ভেজিটেবল অয়েল ৩ বড় চামচ গোটা জিরে ১ চা চামচ,পেঁয়াজ (কুচি) ১ টা,আদা বাটা ১ চা চামচ,রসুন বাটা ২ চা চামচ,টমেটো (কুচি) ২ টো,ধনে গুঁড়ো ২ চা চামচ,জিরে গুঁড়ো ১ চা চামচ,হলুদ গুঁড়ো ২ চিমটে,গরম মশলা ১ বড় চামচ,চিকেন স্টক কিউব ২ টো,নুন স্বাদমতো,লঙ্কা গুঁড়ো ১ চা চামচ।

প্রণালী- ডলিয়া ও চাল একসঙ্গে ভালো ভাবে ধুয়ে নিন। জল ফেলে দিয়ে ২০ মিনিট ডালিয়া শুকোতে দিন। এবার প্রেশার কুকারে অল্প আঁচে তেল গরম করে জিরে ফোড়ন দিন। অল্প ভাজা হলে পেঁয়াজ দিয়ে বাদামি রং ধরার আগেই আদা-রসুন বাটা দিয়ে দিন। মিনিট খানেক পর গুঁড়ো মশলা দিয়ে ভাল করে ভেজে নিন। তারপর টমেটোর টুকরোগুলো ঢেলে দিয়ে নাড়তে থাকুন। খানিকক্ষণ পর দেখবেন মশলা আর তেল আলাদা হয়ে গিয়েছে। এবার কিমা আর মসুর ডাল দিয়ে রাঁধুন। এই মিশ্রণে সবজি, ডালিয়া, চিকেন স্টক কিউব,

মশলা, নুন ও লঙ্কা দিয়ে প্রেশারে বসিয়ে রাখুন। একবার হুইসল দেওয়ার পর আঁচ কম রেখে আরও দুটো হুইসল বাজতে দিন। তারপর আঁচ নিভিয়ে ১০ মিনিট অপেক্ষা করুন। কুকারের ঢাকনা খুলে গরম গরম খিচুড়ি পরিবেশন করুন।সাবুর ডায়েট খিচুড়ি

উপকরণ- সাবু ১ কাপ,মসুর ডাল ১ কাপ,ডিম ২ টো,মাঝারি পেঁয়াজ ২ টো,সুন ৪ কোয়া,দারুচিনি ১১২ ইঞ্চি,ছোট এলাচ ৫ টা,লবঙ্গ ৫ টা সাদা জিরে গুঁড়ো ১২ চা চামচ,ধনে গুঁড়ো ১২ চা চামচ,তেজপাতা ৫ টা,গোটা শুকনো লঙ্কা ২ টো,গোলমরিচ গুঁড়ো গোটা তিনেক,নুন ও চিনি স্বাদমতো,গরম মশলার গুঁড়ো ১২ চা চামচের একটু কম,আদা বাটা ১ ইঞ্চি,ঘি ২ টেবিল চামচ,কিশমিশ ১ টেবিল চামচ।

প্রণালী- সাবু, ডাল জলে ধুয়ে জল ঝরিয়ে কাপড়ের ওপর একটু শুকিয়ে নিন। দুটো ডিম, ধনেগুঁড়ো, জিরেগুঁড়ো, হলুদ, আদাবাটা, গরম মশলাগুঁড়ো দিয়ে ফেটিয়ে নিন। এবার সাবু ও ডালের সঙ্গে ডিম মিশিয়ে ভালো করে মাখুন। ১৫ মিনিট রাখার পরে কড়াইতে ঘি দিয়ে পেঁয়াজ কুচি ভেজে তুলে নিন। ওই ঘিয়ে গোটা গরমমশলা, তেজপাতা, রসুন, কিশমিশ, সাবু-ডাল দিয়ে মাঝারি আঁচে ভালো করে ভেজে নিন। এর মধ্যে ৮ কাপ জল দিন। নুন, স্বাদমতো মিষ্টি, টুকরো আলু দিয়ে দিতে হবে মিশ্রণটি ফুটতে দিন। ফুটে উঠলে ভাল করে নেড়ে আঁচ কমিয়ে ঢাকা দিতে রাখুন। মাঝে মাঝে নেড়ে দিন। খিচুড়ি ফোটার সময় হলে লঙ্কা দিন। সাবু-ডাল সেদ্ধ হলে পেঁয়াজ ভাজা খিচুড়িতে মিশিয়ে দিন। সামান্য ঘি ছড়িয়ে পরিবেশন করতে পারেন।

জলখাবারে নতুনত্ব ‘আম চিজ পকেট’

সকালে বা সন্ধ্যেয় একঘেয়ে খাবার খেতে কারোরই ভালো লাগে না। রোজ না হলেও মাঝেমধ্যে অভিনব কিছু খাবার বানিয়ে খাওয়াই যায়। তাতে মন ও শরীর দুটোই ভালো থাকে। তাই বানিয়ে নিতে পারেন ‘ চিজ পকেট’। দেখে নিন রেসিপি-

উপকরণ- ছানা, প্রসেসড চিজ, হালাপেনো লঙ্কা, পাকা আমের টুকরো, চিলি ফ্লেক্স, শুকনো অরিগ্যানো, স্বাদ অনুযায়ী নুন, গোলমরিচের গুঁো, তাজা ধনেপাতা, আটার রুটি

প্রণালী ঃ একটা শুকনো পাত্রে খুব মিহি করে ছানা আর চিজ কুরে নিন। হালাপেনো লঙ্কার বীজ ফেলে দিন। তার থেকে বাড়তি জলটাও ফেলে দিন। এটা ছানার মিশ্রণে যোগ করে দিন। আম বাদে বাকি সব উপকরণ মেশান। স্বাদমতো নুন-মরিচ যোগ করে নিন।তারপর ছোট ছোট করে টুকরো করা আম মেশান। এবার একটা রুটি নিন, তার মাঝে এই মিশ্রণ ভরুন। রুটি ভাঁজ করে ময়দার গোলা দিয়ে বন্ধ করুন মুখ। তারপর মাঝারি আঁচে ডুবো তেলে পকেটগুলো ভেজে নিন। রুটি মচমচে হলে নামিয়ে নিন। টুকরো করে কেটে আম চিজ পকেটগুলো পরিবেশন করুন।

অসমের শদিয়া থেকে অপহৃত ১২ বছরের বালকের লাশ উদ্ধার অরুণাচল প্রদেশে

ইটানগর (অরুণাচল), তিনসুকিয়া (অসম), ৩১ জুলাই ঃ উজান অসমের তিনসুকিয়া জেলার অন্তর্গত

শদিয়া থেকে অপহৃত ১২ বছরের বালক রোহিত বাহাদুর ছেত্রীর মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে অরুণাচল প্রদেশে। আজ সকালে অরুণাচল প্রদেশের তেজু এবং অসমের সোনপোরা থানার যৌথ পুলিশ দলের অভিযানে রোহিতের লাশ তার অপহরণস্থল থেকে বেশ দূরে কালিখোলা এলাকার এক জঙ্গলে মাটি খুড়ে উদ্ধার হয়েছে। গত ২২ জুলাই স্কুল থেকে ফেরার পথে শদিয়ার সোনপোরা থানার অন্তর্গত উদয়পুর গ্রামের জনৈক নরবাহাদুর ছেত্রীর ১২ বছরের ছেলে রোহিত বাহাদুর ছেত্রীকে অপহরণ করেছিল দুষ্কৃতীরা। তার মুক্তিপণ বাবদ ২৫ লক্ষ টাকা দাবি করা হয়েছিল। পরিবারের সদস্যদের ফোন করে দুষ্কৃতীরা হুমকি দিয়েছিল, দাবিকৃত ২৫ লক্ষ টাকা না দিলে এবং পুলিশকে ঘটনা জানালে তাদের ছেলেকে হত্যা করা হবে। পরবর্তীতে দর কষাকষির মাধ্যমে ২৫-এর পরিবর্তে দু-তিন লক্ষ টাকা দেওয়ার আর্জিতে সম্মত হয়েছিল অপহরণকারীরা। ইত্যবসরে সোনপোরা থানায় তাঁর ছেলের অপহরণ এবং মুক্তিপণের বিষয়ে জানিয়ে এফআইআর করেন বাবা নরবাহাদুর ছেত্রী। এফআইআরে তিনি ছেলেকে অক্ষত অবস্থায় উদ্ধারের আর্জিও জানিয়েছিলেন। এফআইআরের ভিত্তিতে মামলা রুজু করে তদন্তে নামে পুলিশ। সন্দেহের বশে পার্শ্ববর্তী অরুণাচল প্রদেশের তেজু থানার শরণাপন্ন হন সোনপোরা থানা কর্তৃপক্ষ। সোনপোরা এবং তেজু থানার পুলিশ যৌথ অভিযানে নেমে গতকাল ভোরের দিকে তেজুর একটি জঙ্গল থেকে নাজুসো তামাই এবং গোবিন তামাংকে গ্রেফতার করে। ধৃত দুই অপহরকারীকে টানা জেরা করে রোহিতের অবস্থান সম্পর্কে জানতে প্রচেষ্টা চালায় পুলিশ। জেরায় প্রদত্ত বয়ানের ওপর ভিত্তি করে আজ ভোররাতে দুই দুষ্কৃতীকে সঙ্গে নিয়ে কালিখোলা (অরুণাচল প্রদেশ) এলাকার এক জঙ্গলে যায় পুলিশের যৌথ দল। ওই জঙ্গলের একটি জায়গায় মাটি খুঁড়ে উদ্ধার করা হয়েছে অপহৃত ১২ বছরের বালক রোহিত বাহাদুর ছেত্রীর পচন ধরা মৃতদেহ।

প্রবল বর্ষণে ভাসছে উত্তর কোরিয়া, চিন সীমান্তবর্তী

সিনুইজু , ৩১ জুলাই ঃ সিনুইজু এবং উইজু কাউন্টি দুটিতে ভারী বৃষ্টির কারণে বন্যা দেখা দিয়েছে। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের জেরে দুদিনের জরুরী বৈঠক ডেকে গোটা পরিস্থিতির তদারকি করছেন রাষ্ট্রপ্রধান কিম জন উন। স্পিড বোটে চেপে বন্যা কবলিত এলাকা পরিদর্শন করছেন তিনি। বেশ কয়েকদিন ধরেই ভারী বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত উত্তর কোরিয়ার নানা এলাকা। কিন্তু গত সপ্তাহের শেষে তাণ্ডব দেখায় ঝড় গায়েমি। যার ফলে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ আরও বাড়ে। কয়েকটি এলাকায় ভূমিধস নামে। বুধবার সেদেশের সংবাদ সংস্থা কেসিএনএ জানিয়েছে, সিনুইজু, উইজু কাউন্টি-সহ বহু শহর প্লাবিত হয়েছে। এই কাউন্টির প্রায় ৪ হাজার বাড়ি জলের তলায় চলে গিয়েছে। প্রায় সাড়ে ৭ হাজার একর কৃষি জমিও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বিপন্ন জনজীবন। এই দুর্যোগের পরিস্থিতিতে দুদিনের জরুরী বৈঠক ডাকেন কিম। দুর্গতদের উদ্ধারে জোর কদমে কাজ চালাচ্ছে উদ্ধারকারী দল। বিশেষ সূত্রে খবর, দেশের রাজধানী পিয়ংইয়ং থেকে শুরু করে বন্যা কবলিত বিভিন্ন এলাকা স্পিড বোটে চেপে ঘুরে দেখছেন কিম। ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নিয়ে হিসেব-নিকেশ করছেন। দ্রুত সব ধরনের জরুরী ব্যবস্থাপনা গ্রহণের আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। প্রত্যেক বছর এসময় বর্ষাকাল থাকে উত্তর কোরিয়ায়। গায়েমি ঝড়ের প্রভাব পড়েছে দক্ষিণ কোরিয়াতেও। সেখানেও ভারী বৃষ্টি ও ভূমিধসের কারণে বিপর্যস্ত সেদেশও। ক্ষতিগ্রস্ত বিভিন্ন রাস্তাঘাট। ভেঙে গিয়েছে বহু ঘরবাড়ি।

এলসি গেটে ডুয়েল গেট ফোনের ব্যবস্থার দ্বারা উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের ট্রেন পরিচালনায় সুরক্ষা ও দক্ষতা বৃদ্ধি

মালিগাঁও, ৩১ জুলাই ঃ উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে.(এনএফআর) তার নেটওয়ার্কে লেভেল ক্রসিং (এলসি)

গেটগুলিতে বিদ্যমান গেট ফোনগুলি ছাড়াও ডুয়াল গেট ফোন ইনস্টল করছে। এর ফলে গেট ফোনের বিফলতার সময়কাল হ্রাস করতে সহায়ক হয় যা প্রায়ই অপারেশনাল সম্বন্ধীয় সমস্যার কারণ হয়ে থাকে। এই প্রচেষ্টার উদ্দেশ্য সমযানুবর্তিতার ক্ষতির পরিমাণ কমানো এবং সুরক্ষা ব্যবস্থা উন্নত করা। ডুয়াল গেট ফোন চালু করার ফলে গেটম্যান এবং স্টেশন মাস্টারদের মধ্যে নির্বিঘ্ন যোগাযোগের সুবিধা প্রদান করবে, যা সময়মত সমন্বয় নিশ্চিত করে। উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়েতে ১৪৪৭টি লেভেল ক্রসিং গেটের মধ্যে এখন পর্যন্ত ১০৩০টি গেটে ডুয়েল গেট ফোনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। নন-ইঃ টারলকড লেভেল ক্রসিং গেটগুলিতে ভয়েস রেকর্ডিং সুবিধাও প্রদান করা হয়েছে। এই প্রচেষ্টা রেলওয়ের পরিচালনগত দক্ষতা এবং যাত্রীদের সুরক্ষা উন্নত করার জন্য উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে-এর প্রতিশ্রুতিকে গুরুত্ব দেয়। কাটিহার ডিভিশনে ৪০টি এলসি গেট, আলিপুরদয়ার ডিভিশনে ২৫৩টি গেট, রঙিয়া ডিভিশনে ২৯০টি গেট, লামডিং ডিভিশনে ১৬৩টি গেট এবং তিনসুকিয়া ডিভিশনে ২৮৪টি গেটে ইতিমধ্যেই ডুয়াল গেট ফোন উপলব্ধ করানো হযেছে। জুন, ২০২৪ মাসে কাটিহার ডিভিশনে ৮টি এলসি গেট এবং রঙিয়া ডিভিশনে ৪টি এলসি গেটে ভয়েস রেকর্ডিং সুবিধা প্রদান করা হয়েছে।

সাংবিধানিক অধিকার রয়েছে আরএসএস-এর ঃ জগদীপ ধনখড়

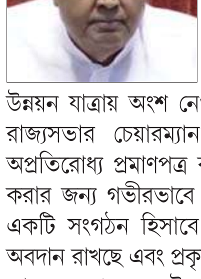

নয়াদিল্লি, ৩১ জুলাই ঃ দেশের উন্নয়ন যাত্রায় অংশ নেওয়ার সাংবিধানিক অধিকার রয়েছে আরএসএস-এর। বুধবার রাজ্যসভায় এই অভিমত ব্যক্ত করলেন উচ্চকক্ষের চেয়ারম্যান জগদীপ ধনখড়। তিনি বলেছেন, আমি এতদ্বারা বলছি, আরএসএস এমন একটি সংগঠন, যে সংগঠনের এই দেশের উন্নয়ন যাত্রায় অংশ নেওয়ার সম্পূর্ণ সাংবিধানিক অধিকার রয়েছে। রাজ্যসভার চেয়ারম্যান ধনখড় আরও বলেছেন, এই সংগঠন অপ্রতিরোধ্য প্রমাণপত্র বহন করে, যারা নিঃস্বার্থভাবে দেশের সেবা করার জন্য গভীরভাবে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এটি লক্ষণীয় যে আরএসএস একটি সংগঠন হিসাবে দেশের কল্যাণ, আমাদের সংস্কৃতির জন্য অবদান রাখছে এবং প্রকৃতপক্ষে যে সংগঠন এই পদ্ধতিতে কাজ করছে তার জন্য প্রত্যেকেরই গর্ব করা উচিত।

আগরতলা শহরে মিছিল বামপন্থীদের

আগরতলা, ৩১ জুলাই ঃ সরকার পরিচালিত স্কুল বন্ধ করার সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করা, শিক্ষাক্ষেত্রে বিদ্যাজ্যোতি প্রকল্প বাতিল করা, স্কুল কলেজে শিক্ষক সংকট দূর করা সহ বিভিন্ন দাবির ভিত্তিতে আজ বুধবার বামপন্থী ছাত্র সংগঠন এসএফআই এবং টিএসইউ বিক্ষোভ মিছিল সংগঠিত করেছে ।

Name Change

I SHILPI GHOSH(OLD NAME),W/O ATANU GHOSH, R/O VILL NATUN PALLY, PO GOURANGA NAGAR, PS NEW TOWN, DIST NORTH 24 PARGANAS, PIN-700162, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SHILPI GHOSH DAS(NEW NAME),VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 31/07/2024, THAT SHILPI GHOSH AND SHILPI GHOSH DAS ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I SAHADEV BERA, S/O SUNDAR LAL BERA, R/O 31/1A, OLD BALLY GUNGE 1ST LANE, PS KARAYA, KOLKATA -700019, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SAHADEB BERA, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 31/07/2024, THAT SAHADEV BERA AND SAHADEB BERA ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I, Sidhartha Show (old name) S/O Manoj Shaw, residing at 21/1, Patterson Road, P.O.- Garifa, P.S.- Naihati, Barrackpore, 743166, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Sidharth Shaw (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 31/07/2024. Sidharth Shaw (new name) and Sidhartha Show (old name) both are same identical person.

Name Change

I, Deepak Sanganeria (old name) S/O Sanjay Kumar Agarwala, residing at 211, Canal Street, Brijdham Housing Complex, Bld 11, Flat 2AB, Kolkata - 700048, North 24 Parganas, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Deepak Kumar Agarwala (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 31/07/2024. Deepak Kumar Agarwala (new name) and Deepak Sanganeria (old name) both are same identical person.

Name Change

I, Sk Ataul Haque (old name) S/O Sekh Md Mahasin, residing at VILL-Tentral, P.O.- Kshetia, Purba Bardhaman, 713102, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Sekh Ataul (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 31/07/2024. Sekh Ataul (new name) and Sk Ataul Haque (old name) both are same identical person.

Name Change

I, LIO SHIU MEI AND SUSAN LAMA(OLD NAME),WIFE OF SANJAY LAMA, RESIDING AT PANCHWATI COMPLEX,BLOCK-B2,FLAT NO-3,VIP ROAD, OPPOSITE HALDIRAM, PS-RAJARHAT, NORTH 24 PARGANAS -700052, WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SHIUMEI LAMA(NEW NAME), VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE LD 1ST CLASS JUDICIAL MAGISTRATE AT BIDHANNAGAR ON 09/05/2024. THAT LIO SHIU MEI AND SUSAN LAMA ALSO SHIU MEI LAMA ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I, SAIFUDDIN, SON OF MOHAMMEDE ABDUL HOSSAIN, RESIDING AT AL ANWAR TOWERS,16/1F TOPSIA ROAD EAST, PO-GOBINDA KHATICK ROAD,PS-PRAGATI MAIDAN, KOLKATA -700046, WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SAIFUDDIN MOHAMMED KAUKAWALA VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 31/07/2024.THAT SAIFUDDIN AND SAIFUDDIN MOHAMMED KAUKAWALA BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I, HIREN NATH BASU AND HIRENDRA NATH(OLD NAME),SON OF GIRIJA SANKAR BOSE, RESIDING AT C-VIII/1 BLOCK HC MAHABIR VIKAS,BIDHANNAGAR PIN:700106,WEST BENGAL, INDIA.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS HIRENDRA NATH BASU(NEW NAME),VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 29/07/2024.THAT HIREN NATH BASU AND HIRENDRA NATH ALSO HIRENDRA NATH BASU ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I, Saleha Bibi Mondal (old name) W/O Md Zafarullah, residing at Vill. & P.O.- Makhalgachha, P.S.- Hasnabad, Basirhat, Dist.- North 24 Pgs, Pin-743422, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Saleha Bibi (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 31/07/2024. Saleha Bibi (new name) and Saleha Bibi Mondal (old name) both are same identical person.

Name Change

I, SHANKAR DAS,SON OF PASUPATI DAS, RESIDING AT 9/3 NASKAR PARA 1ST BYE LANE,PO-SANTRAGACHI,PS-SHIBPUR, HOWRAH-711104,WEST BENGAL .SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SANKAR DAS,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 31/07/2024.THAT SHANKAR DAS AND SANKAR DAS BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I MUN MUN GHOSH, D/O DURGA CHANDRA ROY, W/O ANUBRATA GHOSH, R/O 85, BHOGINI NIBEBITA SARANI, PS NIMTA, NORTH 24 PARGANAS, PIN-700051, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MUNMUN GHOSH ROY, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 31/07/2024, THAT MUN MUN GHOSH AND MUNMUN GHOSH ROY ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I, ASHOK DASGUPTA,SON OF SRIPATI DASGUPTA(IN DRIVING LICENCE NO WB57 2006 0185324),RESIDING AT 203/2 ASHOK NAGAR,ASHOKENAGAR KALYANGARH(M), NORTH24PARGANAS - 743222,WEST BENGAL. DO HEREBY INFORME THAT MY FATHER SRIPATA DASGUPTA SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SRIPATI DASGUPTA(IN AADHAR NO 8352 1151 0167),VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE LD 1ST CLASS JUDICIAL MAGISTRATE AT ALIPORE COURT ON 31/07/2024.THAT SRIPATA DASGUPTA AND SRIPATI DASGUPTA BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I, BIKASH SAHA, SON OF ANIL KUMAR SAHA, RESIDING AT SOVA APPARTMENT,35/13 DHANIAPARA MAIN ROAD, BARRACKPORE, NORTH 24 PARGANAS - 700122,WEST BENGAL SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS BIKASH CHANDRA SAHA VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 31/07/2024 THAT BIKASH SAHA AND BIKASH CHANDRA SAHA BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I HATIM BHAI,S/O ABBAS VANA, R/O HAKIMI MANZIL,7/1 MAHENDRA ROY LANE,NEAR HELPING HAND,LP-48/17/5 VTC GOBINDA KHATICK ROAD,GOBINDA KHATICK ROAD,KOLKATA,PIN-700046,WEST BENGAL,SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS HATIM VANA,VIDE AN AFFIDAVIT NO 536 SWORN BEFORE THE LD METROPOLITION MAGISTRATE AT KOLKATA ON 05/06/2024,THAT HATIM BHAI AND HATIM VANA ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I KASHMIRI ROY, W/O PRADIPTA ROY, R/O 242/N, B B SENGUPTA ROAD, SANJEEB PALLY, PS PARNASREE, KOLKATA -700034, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS KASHMIRI BHOWMIK, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 31/07/2024, THAT KASHMIRI ROY AND KASHMIRI BHOWMIK ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I, TASNEEM SAJAUDDIN SALEH, DAUGHTER OF SAJAUDDIN TAHER BHAI SALEH, RESIDING AT 46B,SRI DHAR ROY ROAD,PS-TILJALA, KOLKATA - 700039, WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS TASNEEM SALEH,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 31/07/2024.THAT TASNEEM SAJAUDDIN SALEH AND TASNEEM SALEH BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I AVA MONDAL, D/O UDAY MONDAL, R/O TARDAHA, ANDULGORIA, PO CHAMPAHATI, SOUTH 24 PARGANAS, PIN-743330, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ABHARANI MONDAL, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 31/07/2024, THAT AVA MONDAL AND ABHARANI MONDAL ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I PRASHAD KUMAR MONDAL, S/O LATE JAGONATH MONDAL, R/O KALABARU, PO CHHAYANI, PS BARUIPUR, SOUTH 24 PARGANAS, PIN-743376, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS PRASAD KUMAR MONDAL, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 31/07/2024, THAT PRASHAD KUMAR MONDAL AND PRASAD KUMAR MONDAL ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I, DEBABRATA NANDI,SON OF LATE SUNIL KUMAR NANDY ALIAS SUNIL KUMAR NANDI, RESIDING AT 527 N.S. ROAD,TILIPARA,PO-JOYNAGAR MOZILPUR,PS-JOYNAGAR, SOUTH 24 PARGANAS -743337, WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS DEBABRATA NANDY VIDE AN AFFIDAVIT NO 42930 SWORN BEFORE THE LD 1ST CLASS JUDICIAL MAGISTRATE AT ALIPORE COURT ON 12/07/2024.THAT DEBABRATA NANDI AND DEBABRATA NANDY BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I, MAUSUMI NANDI,D/O - LATE SUNIL KUMAR NANDI ,WIFE OF MANATOSH BANIK, RESIDING AT 527 N.S. ROAD,TILIPARA,PO-JOYNAGAR MOZILPUR,PS-JOYNAGAR, SOUTH24PARGANAS -743337, WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MOUSUMI NANDI VIDE AN AFFIDAVIT NO 45294 SWORN BEFORE THE LD 1ST CLASS JUDICIAL MAGISTRATE AT ALIPORE COURT ON 22/07/2024.THAT MAUSUMI NANDI AND MOUSUMI NANDI BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I, Md Zafarullah Mandal (old name) S/O Md Sahidul Islam, residing at Vill. & P.O.- Makhalgachha, P.S.- Hasnabad, Basirhat, Dist.- North 24 Pgs, Pin- 743422, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Md Zafarullah (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 31/07/2024. Md Zafarullah (new name) and Md Zafarullah Mandal (old name) both are same identical person.

Name Change

I, JALIL MONDAL,SON OF AYUB MONDAL,RESIDING AT VILL-ISLAMPUR,PO-NAHATA,PS-GOPALNAGAR, NORTH 24 PARGANAS -743290, WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ABDUL JALIL MONDAL,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 31/03/2024.THAT JALIL MONDAL AND ABDUL JALIL MONDAL BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I, ABDUL MAJID GAZI S/o CHHURAT GAZI Resident of Vill-Murarisha, PO-Murarisha, PS-Hasnabad, Dist. North 24 Pgs, WEST BENGAL, India do hereby solemnly affirm & declaring my actual name ABDUL MAJID GAZI instead of MAJIT ALI GAZI and my father's actual name CHHURAT GAZI instead of SURAT GAZI which is wrongly recorded in my passport, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Basirhat, North 24 Parganas on 31/07/2024. ABDUL MAJID GAZI S/o CHHURAT GAZI and MAJIT ALI GAZI S/o SURAT GAZI both are same and one identical person.

Name Change

I, CHHURAT GAZI S/o IMAM GAZI Resident of Vill-Murarisha, PO-Murarisha, PS-Hasnabad, Dist. North 24 Pgs, WEST BENGAL, India do hereby solemnly affirm & declaring my actual name CHHURAT GAZI instead of SURAT GAZI which is wrongly recorded in my sons passport, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Basirhat, North 24 Parganas on 31/07/2024. CHHURAT GAZI and SURAT GAZI both are same and one identical person.

নাম পরিবর্তন

আমি বিবাহের পূর্বে আনোয়ারা শেখ, পিতা-মুচ্ছা শেখ স্বেচ্ছায় ধর্মান্তরিত হইয়া হিন্দু কমিউনিটিতে পদার্পণ করিলাম। ধর্মান্তরিত হইয়ার পর আনোয়ারা শেখ সর্বত্র স্বপ্না চক্রবর্তী হিসাবে পরিবর্তিত হইলাম। হিন্দু শাস্ত্র মতে ১৫.৪.২৪ তারিখে সন্দীপ চক্রবর্তীকে বিবাহ করিয়াছি। পূর্বের আনোয়ারা শেখ সর্বত্র স্বপ্না চক্রবর্তী হিসাবে গণ্য হইবে আজ হইতে।

NAME CHANGE

I, Abira Chakrabortty, W/o Soumitra Chakraborty, R/o: AH-203, Sector-II, Salt Lake City, Kolkata: 700091 shall henceforth be known as Abira Chakraborty, as declared before 1st Class Judicial Magistrate, Alipore vide affidavit (No.: 12740) Dated 26.07.2024. Abira Chakrabortty & Abira Chakraborty is same & one identical person.

NAME CHANGE

I, Soumitra Chakrabortty, S/o Jogjiban Chakraborty, R/o : AH-203, Sector-II, Salt Lake City, Kolkata: 700091 shall henceforth be known as Soumitra Chakraborty, as declared before 1st Class Judicial Magistrate, Alipore vide affidavit (No.: 12741) Dated 26.07.2024. Soumitra Chakrabortty & Soumitra Chakraborty is same & one identical person.

NAME CHANGE

I,Sohini Chakrabortty, D/o: Soumitra Chakraborty, R/o: AH-203, Sector-II, Salt Lake City, Kolkata: 700091 shall henceforth be known as Sohini Chakraborty,as declared before 1st Class Judicial Magistrate, Alipore vide affidavit (No.: 12742) Dated 26.07.2024. Sohini Chakrabortty & Sohini Chakraborty is same & one identical person.

Name Change

I, Saheb Mallik S/o. Manta Mallick R/o. Vill-Betberia, P.O.- Hridaypur, P.S.- Chapra, Dist.- Nadia, Pin-741123 shall henceforth be known as Saheb Mallick. I declare that Saheb Mallick and Saheb Mallik is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 31-07-2024.

Name Change

I, Safikul Mollah S/o. Madar Molla R/o. Vill. – Charatala, P.O.- Charatala, P.S.- Chapra, Dist.- Nadia, Pin- 741123 shall henceforth be known as Safikul Molla. I declare that Safikul Molla and Safikul Mollah is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 30-07-2024.

নাম পরিবর্তন

আমি Jaharul Mondal পিতা Late Rahman Mandal (Date of Death: 16-10-2015) ঠিকানা Jagannathpur Patikbari, Hanskhali, Nadia West Bengal, Pin-741502 কলকাতায় নোটারি পাবলিক Dated 31-07-2024 যে আমার মৃত পিতা যিনি আগে পরিচিত ছিলেন Rahaman Mondal and Rahama Mandal (পুরাতন নাম)এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Rahman Mandal (নতুন নাম) নামে পরিচিত হল। আমার মৃত পিতা Rahman Mandal (নতুন নাম) ও Rahaman Mondal and Rahama Mandal (পুরাতন নাম)একই ব্যক্তি।

একসময়ের ঐতিহ্যবাহী মেলা, এই অত্যাধুনিক ঝাঁ চকচকে ফাইভ-জি'র যুগে কী ঐতিহ্য হারাচ্ছে

দুরন্ত বার্তা, চন্দ্রকোনা রোড, ৩১ জুলাইঃ মেলা শব্দের আক্ষরিক অর্থ হলো মিলন। বিভিন্ন আর্থিক সামাজিক এবং বাণিজ্যিক কারণে মানুষের একত্রিত হওয়ার ফলে সৃষ্টি হওয়া মিলন উৎসবই হল মেলা। তেমনি এক মেলার দেখা মিলল পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার গড়বেতা তিন নম্বর ব্লকের চন্দ্রকোনা রোডে। একমাস ব্যাপী অনুষ্ঠিত হওয়া এই মিলন মেলাটির নাম চন্দ্রকোনা রোড শ্রাবণী মেলা। আয়োজক বিলা গ্রামবাসী। এই মেলা কি ঐতিহ্য হারিয়েছে? কমেছে জৌলুস জমজমাট ভাব সেই রমরমা কারবার। প্রশ্নটা উঠে গেল। এই মেলায় একদিকে যেমন নাগরদোলা রয়েছে তেমনি রয়েছে খাবারের দোকান। স্টেশনারি থেকে কসমেটিক্স বই ছবি বিক্রি থেকে ছোট ছোট বাচ্চাদের খেলনা নিত্য সামগ্রী গৃহস্থলীর সামগ্রী থেকে শুরু করে বিভিন্ন বিনোদনমূলক মেলার সাজ সরঞ্জাম নিয়ে জমজমাট মেলার পরিবেশ। মেলায় যেমন পারিপার্শ্বিক গ্রামগুলির সামাজিক কৃষ্টি ও সাংস্কৃতিক মিলন ঘটে তেমনি ঘটে মানসিক ও আর্থিক মেলবন্ধন। বৃদ্ধি পায় সামাজিকতা। বেড়ে ওঠে বন্ধুত্ব। মেলা খুঁজে দেয় পুরানো দিনের বন্ধুত্ব ও ভালোবাসা। কোথাও পোড়ামাটির সামগ্রী ফিরিয়ে নিয়ে যায় আমাদের সেই পুরনো দিনটাতে, কোথাও ঝা চকচকে স্টিলের সামগ্রী মনে করিয়ে দেয় প্রয়োজনীয়তা। মেলায় ছোট ছোট বাচ্চাদের খেলনা যেমন মেলার প্রয়োজনীয়তা বুঝিয়ে দেয় তেমনি এই মেলাতে আবাল বৃদ্ধ বণিতা খুঁজে পায় তার রামায়ণ থেকে মহাভারতের মত মহা মূল্যবান পুঁথি। এই মেলা একদিকে যেমন ছোট বাচ্চাদের আনন্দ দেয় তেমন বড়দের দেয় ভেলপুরি থেকে পাপড়ি চাটের মত খাদ্য সামগ্রী। কোথাও দোলনা কোথাও নাগরদোলা থেকে দেয় অনাবিল আনন্দ। এই অত্যাধুনিক বিজ্ঞানের যুগে ধীরে ধীরে হারিয়ে যাচ্ছে এই মেলা এই মিলন উৎসবের সাথে কোথাও একটা বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তির যুদ্ধ শুরু হয়েছে। মানুষ মুঠোফোনে আবদ্ধ হয়ে হারিয়ে যাচ্ছে এই মেলার পরিবেশ। তাই আগামী কয়েক বছর পর এই মেলার কি আদৌ দেখা মিলবে ভেলপুরি হাতে বাবার হাত ধরে জানতে চায় ছোট্ট তিন বছরের তিততিল।

বিশ্বভারতী ছাত্রের জলে ডুবে মৃত্যু, মৃতদেহ উদ্ধার কঙ্কালীতলার কাছে

দুরন্ত বার্তা, শান্তিনিকেতন, ৩১ জুলাইঃ কঙ্কালীতলায় অস্থি বিসর্জন করতে এসে নদীর জলে ডুবে মৃত্যু হল বিশ্বভারতীর সংগীত ভবনের এক ছাত্রের। বোলপুর পাঁচ নম্বর ওয়ার্ডের কালীমোহন পল্লীর বাসিন্দা মহাদেব হাজরা বয়স ২৪ বছর। বিশ্বভারতীর সংগীত ভবনের ছাত্র ছিলেন তিনি। গতকাল কালীমোহন পল্লীতে একজন বয়স্ক মানুষের মৃত্যু হয়। শুখ নগরের শ্মশানে তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়। কঙ্কালীতলার কোপাই নদীতে অস্থি বিসর্জনের জন্য তার পরিবারের সঙ্গে বেশ কয়েকজন স্থানীয় যুবক কঙ্কালীতলায় আসেন। সঙ্গে ছিলেন মহাদেব হাজরা। রাত্রে সকলের স্নান করতে নামেন নদীতে। সকল বন্ধুরা বাড়ি চলে গেলেও কাল থেকে নিখোঁজ ছিলেন মহাদেব। পরিবারের পক্ষ থেকে বন্ধুদের মহাদেবের বিষয় নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করলে অবশেষে তারা জানান, সকলেই স্নান করতে নেমেছিলেন। মহাদেব সঙ্গে ছিলেন। কিন্তু স্নান করতে নেমে মহাদেবকে আর খুঁজে পাননি তারা। এরপরই পরিবারে তরফ থেকে থানায় এই বিষয়টি জানানো হয়। বোলপুরের এসডিপিও রিকি আগরওয়ালের নেতৃত্বে ওসি শান্তিনিকেতন টিম নিয়ে এসে নদীতে তল্লাশি চালাতে শুরু করেন। বিকাল থেকে নদীর জলে নেমে তন্ন তন্ন করে খোঁজা কাজ হয়। মহাদেবের খোঁজার জন্য কলকাতা থেকে উদ্ধারকারী দলকেও ডাকা হয় ঘটনাস্থলে। উদ্ধারকারী দল আসার আগে স্থানীয় দলের তৎপরতায় কঙ্কালীতলার শ্মশানের কাছে কোপাই নদীর চেক ড্যামের কাছে একটি ঝোঁপ থেকে মৃতদেহটি পাওয়া যায়। ঘটনার খবর পেয়ে ওয়ার্ডের প্রাক্তন কাউন্সিলর দুবরাজপুরের প্রাক্তন বিধায়ক নরেশ চন্দ্র বাউড়ি বিকাল থেকেই উদ্ধারকারী দলের সঙ্গে ছিলেন। ঘটনার স্থলে উপস্থিত হন। মৃতদেহটি উদ্ধার করে বোলপুর মহকুমা হাসপাতালে পাঠানো হয় ময়নাতদন্তের জন্য। কিন্তু মঙ্গলবার রাত্রে ঘটনা ঘটে হলেও, থানায় জানাতে এতো দেরী কেন হলো? তার উত্তরে সঙ্গী সাথীদের তরফে জানা যায়, ঘটনার জেরে সবাই ভয় পেয়ে যান। তাই সঙ্গে সঙ্গে থানায় জানাতে পারেন নি।

যাত্রী প্রতীক্ষালয়ের বেহাল দশা, প্রতীক্ষালয়ের জায়গা দখল করে রাখার অভিযোগ

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৩১ জুলাই ঃ যাত্রী প্রতীক্ষালয়ের বেহাল দশা। পাশাপাশি আরেকটি যাত্রী প্রতীক্ষালয়ের জায়গা দখল করে রাখার অভিযোগ। রোদ- বৃষ্টিকে উপেক্ষা করে রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকতে হচ্ছে যাত্রীদের। এই ছবি মালদার হরিশ্চন্দ্রপুর ১ নম্বর ব্লকের অন্তর্গত ভিঙ্গল গ্রাম পঞ্চায়েতের বটতলা এলাকার। স্থানীয়দের অভিযোগ, বটতলা ও লক্ষণপুরে একটি যাত্রী প্রতীক্ষালয় রয়েছে। কিন্তু বটতলার যাত্রী প্রতীক্ষালয়টি কয়েক বছর ধরে বেহাল অবস্থায় পড়ে রয়েছে। লক্ষণপুরের যাত্রী প্রতীক্ষালয়টি সেটি রাস্তার কাজ হওয়ার সময় ভেঙে ফেলা হয়েছিল বলা হয়েছিল নতুন করে হবে। কিন্তু এক বছর কেটে গেলেও এখনো কোনো সেখানে প্রতীক্ষালয় করা হয়নি। সেখানকার কিছুটা জায়গা দখল করে রাখা হয়েছে বলে অভিযোগ। বাম আমলের তৈরি এই দুটি যাত্রী প্রতীক্ষালয়। পঞ্চায়েত ও ব্লক প্রশাসনের কোন নজর নেই। তাই বটতলার যাত্রী প্রতীক্ষালয় একটি দ্রুত সংস্কার ও লক্ষণপুরে নতুন করে যাত্রী প্রতীক্ষালয়ের দাবি তুলেছেন স্থানীয় বাসিন্দা ও নিত্যযাত্রীরা। স্থানীয় বাসিন্দা নিত্যযাত্রী সাজিরুল ইসলাম বলেন, আমি কাজের জন্য প্রতিনিয়ত এই স্ট্যান্ড থেকেই গাড়ি ধরে চাঁচল যাওয়া আসা করি। যাত্রী প্রতীক্ষালয়ের বেহাল দশার কারণে রাস্তায় দাঁড়িয়ে বাস ধরতে হয়। বারবার অভিযোগ করেও কোন ফল হয়নি। আরেক নিত্যযাত্রী ভেলি দাস বলেন, হরিশ্চন্দ্রপুর সহ একাধিক এলাকার হাটে হাটে ঘুরে ব্যবসা করি। এই বাস স্ট্যান্ড থেকেই আমাকে গাড়ি ধরতে হয়। এই বাসস্ট্যান্ডের প্রতীক্ষালয়ের বেহাল দশার কারণে সেখানে বসা যায় না। জঙ্গলে ভরে গেছে। কোন শৌচালয় নেই। পঞ্চায়েত কোন ব্যবস্থা নেয় না। ভিঙ্গল গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান বর্ষা বসাক বলেন, গত বছরই এই প্রতীক্ষালয় মেরামত করা হয়েছিল আবার সংস্কারের প্রয়োজন আছে আমরা চেষ্টা করছি।

ঝড়ে বিধ্বস্তদের পাশে বরাবরই রয়েছে জলপাইগুড়ি রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম। উল্লেখ্য, গত ৩১ মার্চ ময়নাগুড়ি ব্লকের বার্নিশ এলাকায় মিনি টর্নেডোর দাপটে কার্যত ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছিল তিস্তা পাড়ের বার্নিশ গ্রামের একাংশ । বুধবার দ্বিতীয় পর্যায়ে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোর হাতে কর্ণাটক থেকে আনা উন্নত প্রজাতীর বিভিন্ন চারা গাছ তুলে দেওয়া হয়। এদিন ওই এলাকায় মানুষের হাতে সুপারি, নারকেল, তেজপাতা গাছের চারা তুলে দেওয়ার পাশাপাশি বৃক্ষরোপণ করা হয়। এই প্রসঙ্গে জলপাইগুড়ি রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের সম্পাদক স্বামী শিবপ্রেমানন্দজিত মহারাজ বলেন, আজ আমরা দুশো পরিবারকে চারা গাছ দিলাম। আগামী চার পাঁচ বছর পর থেকে এই গাছগুলো থেকেই আর্থিক সুবিধা পাবেন গ্রামবাসীরা বলে তিনি জানান তিনি।

পুজোর আর মাত্র দুই মাস বাকি, কুমোরটুলিতে ব্যস্ততা তুঙ্গে

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ৩১ জুলাই ঃ পুজোর আর মাত্র দুই মাস বাকি। ইতিমধ্যেই জলপাইগুড়ির কুমোরটুলিতে প্রতিমা তৈরির কাজে জোয়ার এসেছে। মৃৎশিল্পীদের ব্যস্ততাও এখন তুঙ্গে রয়েছে। দিনরাত এই কাজে এখন মগ্ন রয়েছেন মৃৎশিল্পীরা। দুর্গোৎসবের কাউন্ডাউন শুরু হয়ে গেছে অনেক আগেই। এরই মধ্যে খুঁটি পুজোর মাধ্যমে দুর্গাপুজোর ডঙ্কা বাজছে চারদিকে। আর মাত্র দু'সপ্তাহ পরেই ঘটবে শরতের আগমন। শ্রাবণ পেরিয়ে ভাদ্র মাস শুরু হতে যাচ্ছে। এক বছরের অপেক্ষা অবসান হবে। শরৎ ঋতুর সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে বাঙালির আবেগ। কৈলাশ থেকে সন্তানদের নিয়ে মর্তলোকে আসবেন উমা। বতর্মানে তারই প্রস্তুতিতে ব্যস্ত মৃৎশিল্পীরা। পুজো কমিটিগুলো ইতিমধ্যেই প্রতিমার বায়না করে গেছেন। এখনও আসছেন অনেকে। রয়েছে আবহাওয়ার খামখেয়ালিপনা। তা সত্ত্বেও প্রতিমা তৈরির প্রস্তুতি চলছে জোরকদমে। জিনিসপত্রের মূল্য বৃদ্ধির পাশাপাশি দাম বেড়েছে প্রতিমা তৈরির সরাঞ্জমের। মাটির দামও এখন প্রায় আকাশছোঁয়া।

বর্ষায় গ্রামবাসীর চিন্তা বাঁশের সেতু!

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৩১ জুলাইঃ বর্ষা এলেই চিন্তা বাড়ায় বাঁশের সেতু। স্কুল, হাসপাতাল সহ নানা কাজের জন্য সাঁকো দিয়েই নিত্য যাতায়াত প্রায় তিন হাজার গ্রামবাসীর। তবে বর্ষা এলেই সাঁকো নিয়ে দুর্ভোগ বাড়ে। সাঁকো ভেঙে পড়ে নদীতে। এবছরও তার ব্যতিক্রম হয়নি। মাঝ বরাবর হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়েছে এই বাঁশের সেতু। ফলে একপ্রকার যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন মালদার কালিয়াচক ২ নম্বর ব্লকের দক্ষিণ চন্ডিপুর গ্রামের মানুষদের। তবে বাঁশের সেতু ভেঙে পড়ায় সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে নৌকার ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রাণ ঝুঁকি জেনেও ভরা বর্ষায় ভাগিরথী নদী দিয়ে নৌকা করে যাতায়াত করছেন গ্রামবাসীরা। প্রয়োজনীয় কাজে গ্রামবাসীরা নৌকা করে পারাপার করলেও ছোট ছোট পড়ুয়ারা, নৌকা করে স্কুলে যেতে ভয় পাচ্ছেন। গ্রামবাসীরা জানান ওইপারে রয়েছে বাঙ্গিটোলা গ্রামীণ হাসপাতাল এবং বালুয়াচড়া হাই স্কুল। ফলে হাসপাতাল কিংবা স্কুলে যেতে হলে তারা এই সেতু দিয়ে যাতায়াত করতেন। এছাড়াও নিত্য প্রয়োজনীয় কাজেও এই সেতু দিয়ে তাদের যেতে হয়। তাই ভাগীরথী নদীর উপর পাকা সেতু নির্মাণের দাবি প্রায় কুড়ি থেকে ত্রিশ বছরের। ভোট আসলে প্রতিশ্রুতি মিলে। কিন্তু বাঁশের সেতু এখনো পাকা হয়নি। গত ১০ থেকে ১২ দিন হল এই বাঁশের সেতু ভেঙে পড়েছে। ফলে সমস্যায় পড়েছেন গ্রামবাসীরা। পঞ্চায়েত থেকে নৌকার ব্যবস্থা করা হয়েছে সেটা দিয়েই আপাতত যাতায়াত করছেন গ্রামবাসীরা। এই বিষয়ে সংশ্লিষ্ট রথবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সামসুন নেহার, জানান সেতু নির্মাণ করার জন্য বরাদ্দ টাকা পঞ্চায়েতে নেই। সংশ্লিষ্ট বিধানসভার বিধায়ক তথা মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিনকে বিষয়টি জানানো হয়েছে। বাঁশের সাঁকো ভেঙে যাওয়াই আপাতত পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে নৌকার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ওই এলাকায় পাকা সেতুর দাবি দীর্ঘ কয়েক বছরের। তৃণমূলের নেতা-মন্ত্রীরা আছেন। এরা জনসাধারণের কোন কাজ করে না। ভোটের সময় প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। কিন্তু ভোট শেষ হলে কাজ করে না। কটাক্ষ বিজেপি অন্নান ভাদুড়ীর।

SEHARA GRAM PANCHAYAT
(Raina-I Panchayat Samity)
Purba Bardhamn, PIN: 713423
NOTICE INVITING e-TENDER No. 03
Electronic Tender are invited by the Prodhan, Sehara Gram Panchayat Raina-I Panchayat Samity for total 4(Four)Nos. different works. Last date of submission of Technical Bid(Online): 06/08/2024 at 15.00 Hrs. Bid Opening Date & Time(Online): 09/08/2024 at 16:00 Hrs. For details please visit website https://wbtenders.gov.in
Sd/- Prodhan
Sehara Gram Panchayat

Raghabpur Gram Panchayat
Vill-Bongabari, Post-V.Nagar, Dist.-Purulia
Notice inviting Tender No:- 02/ 2024-25(2 nd Call), Dt.24-07-24 Sealed Tender is invited by the Pradhan, Raghabpur Gram Panchayat for similar nature of works. Sale of Tender Form from 24.07.2024 to 05.08.2024. Date of Opening 06.08.2024 at 1.30 PM. For more details please contact Gram Panchayat Office in any working days.
Sd/- Pradhan
Raghabpur Gram Panchayat

কাটিহার ডিভিশনে বৈদ্যুতিক কাজ
ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নংঃ ইএল_জিইএন_১১_২৪-২৫, তারিখঃ ২৯-০৭-২০২৪। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ **টেন্ডার নংঃ** ইএল_জিইএন_১১_২৪-২৫, **কাজের নামঃ** "মালদা টাউন - ডিজেল লোকো শেড মালদা টাউন এন. এফ. রেলওয়েতে ইলেকট্রিক লোকোমোটিভের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য অত্যাধুনিক পরিদর্শন কেন্দ্র ফেজ-২-এর প্রস্তাব" (ইলেকট্রিক জেনারেল)। টেন্ডার মূল্যঃ ৮৭,৩৭,৬৩৩.৮৬ টাকা; বায়নার ধনঃ ১,৭৪,৮০০ টাকা। **ই-টেন্ডার বন্ধ হবে** ২১-০৮-২০২৪ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় এবং **খুলবে** ২১-০৮-২০২৪ তারিখের ১৫.৩০ ঘন্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ২১-০৮-২০২৪ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
সিনি. ডিইই/টিআরডি, ওপি অ্যান্ড জিএস/কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

পূর্ব রেলওয়ে
টেন্ডার নং ঃ এসডিএসটি-এলএইচএস-এভিও-পিআরভিডি-আরই, তারিখ ৩০.০৭.২০২৪। ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, ডিআরএম বিল্ডিং, হাওড়া রেলওয়ে স্টেশনের কাছে, হাওড়া-৭১১১০১ এক প্যাকেট ব্যবস্থায় নিম্নলিখিত কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। কেবল বন্ধের তারিখ ও সময় পর্যন্তই ডাকদাতারা তাদের মূল/সংশোধিত বিড জমা দিতে পারবেন। এই টেন্ডারের জন্য ম্যানুয়াল অফার অনুমোদিত নয় এবং কোনো ম্যানুয়াল অফার জমা হলে তা অগ্রাহ্য হবে। **কাজের নাম ঃ** হাওড়া ডিভিশনে কাটোয়া-আজিমগঞ্জ শাখায় আজিমগঞ্জ ও পোড়াডাঙ্গার মধ্যবর্তী কিমি ১৯৮/২-৩-এ লেভেল ক্রসিং গেট নং ২৯/সি/টি-র পরিবর্তে সীমিত উচ্চতার সাবওয়ে নির্মাণ। **বিজ্ঞাপিত মূল্য ঃ** ৮৮,৭৭,৭৭০.৩৯ টাকা। **বায়না মূল্য ঃ** ১,৭৭,০০০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** শূন্য। **বিডিং শুরুর তারিখ ঃ** ০৯.০৮.২০২৪। **কাজ শেষের সময়সীমা ঃ** ১২ মাস। **অফারের বৈধতা ঃ** ৬০ দিন। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ২৩.০৮.২০২৪ তারিখ দুপুর ৩টায়। **টেন্ডার আপলোডিং-এর তারিখ ও সময় ঃ** ৩০.০৭.২০২৪ তারিখ বিকেল ৫.৫১ মিনিটে। (HWH-192/2024-25)
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে
ওপেন টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ টিআরডি-ডব্লুসি-টি-২০২৪-২৫-১৭, তারিখ ৩০.০৭.২০২৪। সিনিয়র ডিভিশনাল ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার/টিআরডি, পূর্ব রেলওয়ে, আসানসোল ডিভিশন, স্টেশন রোড, আসানসোল, পিন-৭১৩৩০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য বৈধ ইলেক্ট্রিক কন্ট্রাক্টর লাইসেন্স এবং সুপারভাইজরি লাইসেন্স আছে এবং আর্থিকভাবে নিম্নলিখিত কাজ সম্পূর্ণ করতে সক্ষম এরূপ প্রয়োজনীয় টেন্ডারদাতাদের থেকে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। **টেন্ডার কেস নং ঃ টিআরডি-ডব্লুসি-টি-২০২৪-২৫-১৭। কাজের নাম ঃ** কাজের নিম্নোক্ত টিআরডি অংশ - (ক) আসানসোল ডিভিশনের (ফেজ-I) সীতারামপুর-প্রধান খান্টা শাখায় কমপ্লিট অ্যাসেম্বলি সহ অ্যাভারেজড কন্ট্রাক্ট ও ক্যাটিনারী তার প্রতিস্থাপন। (খ) (ফেজ-XIII) ১৬০ কেএমপিএইচ পর্যন্ত গতি বর্ধনের পরিপ্রেক্ষিতে আসানসোল ডিভিশন - আসানসোল ডিভিশনে মেন লাইনে ২.৩৬ মি. পর্যন্ত বাকি থাকা (আনুঃ ৮৭০টি) ইমপ্ল্যান্টেশনযুক্ত ক্রিটিক্যাল মাস্ট/পোর্টাল/টিটিসি-এর প্রতিস্থাপন। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৩৪,৩৩,২২,৬৫২.২০ টাকা। **বায়না মূল্য ঃ** ১৮,৬৬,৬০০ টাকা। **খোলার তারিখ ও সময় ঃ** ০৯.০৯.২০২৪-এ সকাল ১১টা। **কাজ শেষ করার সময়সীমা ঃ** লেটার অফ অ্যাকসেপ্ট্যান্স ইস্যুর তারিখ থেকে ১৮ মাস। **কাজের জন্য অফারের বৈধতা ঃ** খোলার তারিখ থেকে ৯০ দিন। রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in-এ সম্পূর্ণ বিবরণ দেখা যাবে। (ASN-134/2024-25)
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

Abridged NIQs O/o the Exe. Engineer Jhargram Electrical Division, PWDte.

WBPWD/EE/JED/ NIQ10/2024-25
WBPWD/EE/JED/ NIQ12/2024-25
Bid submission Start Dates:01/08/2024 after 10:30 AM Bid Submission End Dates:03/08/2024 up to 02.00 PM
For details,follow **www. pwdwb.in** or visit the office.

Office Of The Para Gram Panchayet
PO: Para PS: Para Dist: Purulia
NOTICE INVITING e-TENDER No. 03/2024-25/15 Th FC
e-tenders are hereby invited from the experienced and resourceful bidders for execution of various schemes under different development fund. i) Date of Sale of tender document : From 01/08/2024 from 10 AM ii) Last date of submission of e- tender with documents: 08/08/2024 upto 2 PM For further details please contact with the Office of the Para Gram Panchayet.
Sd/-
Pradhan
Para Gram Panchayet

পূর্ব রেলওয়ে
টেন্ডার নং ঃ এসডিএসটি-এলএইচএস-বিডব্লুএন-বিজিএনএ-২৪-২৫, তারিখ ৩০.০৭.২০২৪। ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, ডিআরএম বিল্ডিং, হাওড়া রেলওয়ে স্টেশনের কাছে, হাওড়া-৭১১১০১ এক প্যাকেট ব্যবস্থায় নিম্নলিখিত কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। কেবল বন্ধের তারিখ ও সময় পর্যন্তই ডাকদাতারা তাদের মূল/সংশোধিত বিড জমা দিতে পারবেন। এই টেন্ডারের জন্য ম্যানুয়াল অফার অনুমোদিত নয় এবং কোনো ম্যানুয়াল অফার জমা হলে তা অগ্রাহ্য হবে। **কাজের নাম ঃ** সূচী-ক ঃ হাওড়া ডিভিশনে বর্ধমান-বলগোনা শাখায় কিমি ২/১৩-১৪-তে লেভেল ক্রশিং নং ১/সি/ই-র পরিবর্তে সীমিত উচ্চতার সাবওয়ে নির্মাণ। সূচী-খ ঃ হাওড়া ডিভিশনের বর্ধমান-বলগোনা শাখায় কিমি ৯/৪-৫-এ লেভেল ক্রশিং গেট নং ৪/সি/ই-র পরিবর্তে সীমিত উচ্চতার সাবওয়ে নির্মাণ। সূচী-গ ঃ হাওড়া ডিভিশনে বর্ধমান- বলগোনা শাখায় কিমি ১৬/১-২-এ লেভেল ক্রশিং নং ৮/সি/ই-র পরিবর্তে সীমিত উচ্চতার সাবওয়ে নির্মাণ। সূচী-ঘ ঃ হাওড়া ডিভিশনের বর্ধমান-বলগোনা শাখার মধ্যে কিমি ১৬/১৭-১৮-এ লেভেল ক্রশিং নং ৯/সি/ই-র পরিবর্তে সীমিত উচ্চতার সাবওয়ে নির্মাণ। সূচী-ঙ ঃ হাওড়া ডিভিশনে বর্ধমান-বলগোনা শাখায় কিমি ২১/৮-৯-এ লেভেল ক্রশিং নং ১৩/সি/ই-র পরিবর্তে সীমিত উচ্চতার সাবওয়ে নির্মাণ। সূচী-চ ঃ হাওড়া ডিভিশনে বর্ধমান-বলগোনা শাখায় কিমি ২৩/৭-৮-এ লেভেল ক্রশিং নং ১৪/সি/ই-র পরিবর্তে সীমিত উচ্চতার সাবওয়ে নির্মাণ। **বিজ্ঞাপিত মূল্য ঃ** ১,৬৩,৭৯,৬৭৮.৫৪ টাকা। **বায়না রাশি ঃ** ২,৩১,৯০০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** শূন্য। **বিডিং শুরুর তারিখ ঃ** ০৯.০৮.২০২৪। **কাজ শেষের সময়সীমা ঃ** ১২ মাস। **অফারের বৈধতা ঃ** ৬০ দিন। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ২৩.০৮.২০২৪ তারিখ দুপুর ৩টায়। **টেন্ডার আপলোডিং-এর তারিখ ও সময় ঃ** ২৯.০৭.২০২৪ তারিখ সন্ধ্যা ০৭.০৫ মিনিটে। (HWH-191/2024-25)
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে
টেন্ডার নং ঃ এসডিএসটিই-ইটিএন-৬কিউ-আরপিএইচ-দুমকা, তারিখ ৩০.০৭.২০২৪। ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, ডিআরএম বিল্ডিং, হাওড়া রেলওয়ে স্টেশনের কাছে, হাওড়া-৭১১১০১ এক প্যাকেট ব্যবস্থায় নিম্নলিখিত কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। কেবল বন্ধের তারিখ ও সময় পর্যন্তই ডাকদাতারা তাদের মূল/সংশোধিত বিড জমা দিতে পারবেন। এই টেন্ডারের জন্য ম্যানুয়াল অফার অনুমোদিত নয় এবং কোনো ম্যানুয়াল অফার জমা হলে তা অগ্রাহ্য হবে। **কাজের নাম ঃ** হাওড়া ডিভিশনে রামপুরহাট-দুমকায় নতুন ৬কোয়াড কেবলের ব্যবস্থা ও কাটোয়া শাখায় ত্রুটিপূর্ণ ৬কিউ-র প্রতিস্থাপন এবং নলহাটী-আজিমগঞ্জ শাখায় ইমার্জেন্সি কম. সিস্টেমের ব্যবস্থা। **বিজ্ঞাপিত মূল্য ঃ** ৬,৫০,৭৯,৭৮৫.৬৭ টাকা। **বায়না মূল্য ঃ** ৪,৭৫,৪০০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** শূন্য। **বিডিং শুরুর তারিখ ঃ** ০৯.০৮.২০২৪। **কাজ শেষের সময়সীমা ঃ** ১২ মাস। **অফারের বৈধতা ঃ** ১২০ দিন। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ২৩.০৮.২০২৪ তারিখ দুপুর ৩টায়। **টেন্ডার আপলোডিং-এর তারিখ ও সময় ঃ** ৩০.০৭.২০২৪ তারিখ দুপুর ২.৩৯ মিনিটে। (HWH-193/2024-25)
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

KANCHRAPARA MUNICIPALITY
The Following E-Tender(2nd Call) are invited by the Chairman, on behalf of Kanchrapara Municipality from well reputed Agency / Personnel through the Website **https://wbtenders.gov.in. Tender Notice No.- 770, Dt. 31/07/2024 for Different Civil, Electrical and Other Miscellaneous work for this Municipality. Tender ID : 2024_MAD_725561_1 to 9**, Last Date of Bid Submission **10/08/2024 at 17:00 Hrs.**
S/D Kamal Adhikary,
Chairman,
Kanchrapara Municipality

SEHARA GRAM PANCHAYAT
(Raina-I Panchayat Samity)
Purba Bardhamn, PIN: 713423
NOTICE INVITING e-TENDER No. 04
Electronic Tender are invited by the Prodhan, Sehara Gram Panchayat Raina-I Panchayat Samity for total 2(Two)Nos. different works. Last date of submission of Technical Bid(Online): 07/08/2024 at 15.00 Hrs. Bid Opening Date & Time(Online): 09/08/2024 at 16:00 Hrs. For details please visit website https://wbtenders.gov.in
Sd/- Prodhan
Sehara Gram Panchayat

Executive Officer
Chanditala-I Panchayat Samity
MASHAT, HOOGHLY
Online E-tender is invited from the Bonafide & successful agencies as per criteria mentioned in the tender website. **NIT No: 03-PS/Ch-I/2024-25 dt: 26/07/2024, E-Tender ID: 2024_ZPHD_722524_1 to 2024_ZPHD_722524_14. NIT No: 04-PS/Ch1/2024-25 dt: 29/07/2024. E-Tender ID: 2024_ZPHD_724227_1.** For details Pl. contact the Office of the Executive Officer, Chanditala-I Panchayat Samity, Mashat, Hooghly. Visit: **https://wbtenders.gov.in**
Sd/- Executive Officer
Chanditala-I Panchayat Samity

NIQ, Govt. of West Bengal
Quotation is here by invited by the Executive Engineer, Bidhannagar IT Division, PWD, Room No 115, 1st Floor DF Block Purta Bhavan Sector-I, Saltlake, Kolkata-700091 from eligible contractor for the following work: Name of Work: **1. "Temporary IT works at Jhargram Raj bari tourists complex in connection with VVIP visit from 08.08.24 onwards for observation of International day of World Indegenous people." 2. "Temporary installation of AV setup for VC at other ends for North zone for observation of International day of World Indegenous people." 3. "Temporary installation of AV setup for VC at other ends for South zone for observation of International day of World Indegenous people." SHORT NOTICE INVITING SPOT BID QUOTATION No: WBPWD/EE/BIT/NIQ- 07, WBPWD/EE/BIT/NIQ-08 & WBPWD/EE/BIT/NIQ-09 of 2024-25. Last date of submission of Quotation: 08.08.2024 up to 11:30AM. Corrigendum or Addendum if issued will be published only on the website. (https://www.pwdwb.in)**
Sd/-
EE,
Bidhannagar IT Division,
PWD

NIT, Govt. of West Bengal.
Tender is hereby invited by the Executive Engineer, PWD, Kolkata IT Division, Main Block, Ground Floor, Writers' Buildings, Kolkata-700001 from the eligible contractors for the following works. 1. Name of Work: "Provision for temporary High Speed Internet Service during the programme to be attended by VVIP at Red Road, Kolkata on 15.08.2024 in connection with the Celebration of Independence Day, 2024 (Primary internet Feed) [Job No: KIT/RW 032 of 24-25]" e-TENDER No. WBPWD/EEKIT/E-NIT-082/T/24-25 Tender ID: 2024_WBPWD_725731_1. Bid Submission Closing : 08.08.2024 up to 03.00 PM 2. Name of Work: "Provision for temporary High Speed Internet Service during the programme to be attended by VVIP at Red Road, Kolkata on 15.08.2024 in connection with the Celebration of Independence Day, 2024 (Secondary internet Feed) [Job No: KIT/RW/033 of 24-25]" e-TENDER No. WBPWD/EEKIT/E-NIT-083/T/24-25 Tender ID: 2024_WBPWD_725764_1. Bid Submission Closing : 08.08.2024 up to 03.00 PM. Corrigendum or Addendum if issued will be published only on website.
Sd/-
Executive Engineer, PWD
Kolkata IT Division

মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা
ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে **ডেপুটি চিফ ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার/আরএস/সি,** দমদম কার ডিপো কমপ্লেক্স, মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা-৭০০ ০৯০ নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি আহ্বান করছেনঃ **কাজের নামঃ** এক বছরের জন্য ১৩টি বিএইচইএল এসি রেকে (এমআর-৩০১, এমআর-৩০২, এমআর-৩০৩, এমআর-৩০৪, এমআর-৩০৫, এমআর-৩০৬, এমআর-৩০৭, এমআর-৩০৮, এমআর-৩০৯, এমআর-৩১০, এমআর-৩১১, এমআর-৩১২ এবং এমআর-৩১৩ রেক) যুক্ত এএএল মেক পাবলিক অ্যাড্রেস অ্যান্ড প্যাসেঞ্জার ইনফর্মেশন সিস্টেম (পিএপিআইএস)-এর সামগ্রিক বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তি (এএমসি)। **টেন্ডার মূল্যঃ** ৯৬,৫৯,৬৯১.৭৩ টাকা। **বায়না মূল্যঃ** ১,৯৩,২০০ টাকা। **বন্ধের তারিখ এবং সময়ঃ** ০৫.০৯.২০২৪ তারিখ দুপুর ৩টে পর্যন্ত (আইএসটি)। **নোটিস বোর্ডের ঠিকানাঃ** উপরে উল্লিখিত ঠিকানায় ডেপুটি চিফ ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার/আরএস/সি-এর অফিসে। **ওয়েবসাইট বিবরণঃ https://www.ireps.gov.in**
ই-টেন্ডার নং. এমআর-ইএল-আরএস-এনওএ-ওটি-২৪-২৫-০৩
আমাদের অনুসরণ করুন: /metrorailwaykol /metrorailkolkata

Office of the Pradhan
KHALGRAM GRAM PANCHAYAT
Beldangra, Bhalukbasa, Bankura
Notice Inviting E-Tender
Khalgram GP, Taldangra, Bankura
NIeT 05 Memo 257/khal/2024
Pradhan, Khalagram GP, Taldangra invites e-Tender of different schemes which are available in www.wb.etenders.gov.in website and Last date of submission 09/08/2024(6.00 PM).
Sd/- Pradhan
Khalagram Gram Panchayat

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The Executive Engineer (Electrical), Lighting, Zone-II, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No. : LTG/48/1/MKT/V/Z-II/24-25
Name of the work: **Annual operation & maintenance work of electrical distribution network & routine maintenance of College Street Market (Barnaporichay Mall) under BR-V, KMC.** Estimated amount: ₹ **4,89,324.00.** Earnest money: ₹ **9,800.00.** Period of completion: **365 days.**

(2) NIT No. : LTG/74/48/V/Z-II/24-25
Name of the work: **Improvement of Bustee lighting system at Gour Dey Lane Bustee and other different Bustee in Ward No.-48.** Estimated amount: ₹ **1,99,888.00.** Earnest money: ₹ **4,000.00.** Period of completion: **30 days.**

(3) NIT No. : LTG/73/40/V/Z-II/24-25
Name of the work: **Improvement of Bustee lighting system at Narasingha Lane Bustee and other different Bustee in Ward No.-40.** Estimated amount: ₹ **1,99,928.00.** Earnest money: ₹ **4,000.00.** Period of completion: **30 days.**

(4) NIT No. : LTG/80/MKT/V/Z-II/24-25
Name of the work: **Supply and delivery of luminaries and other electrical accessories at College Street Market (Barnaparichay Market) under KMC, BR-V.** Estimated amount: ₹ **2,49,896.00.** Earnest money: ₹ **5,000.00.** Period of completion: **30 days.** Last date and time of submission of bid: **09.08.2024 up to 4 pm (For Sl. No. 1 to 4).** The bid forms and other details are available on and from **01.08.2024 at 6 pm (For Sl. No. 1 to 4).**

(5) NIT No. : KMC/LTG/32/INST/IV/ZII/24-25
Name of the work: **Supply and delivery of different electrical accessories for maintenance of different Institutions under BR-IV.** Estimated amount: ₹ **2,43,183.00.** Earnest money: ₹ **5,000.00.** Period of completion: **20 days.**

(6) NIT No. : KMC/LTG/61/WD23/IV/ZII/24-25
Name of the work: **Improvement of Bustee lighting system at Tansuk Lane and other Bustee in Ward No.-23, BR-IV.** Estimated amount: ₹ **1,99,640.00.** Earnest money: ₹ **4,000.00.** Period of completion: **15 days.** Last date and time of submission of bid (online): **14.08.2024 up to 2 pm (For Sl. No. 5 & 6).** The bid forms and other details are available on and from **03.08.2024 (2 pm) (For Sl. No. 5 & 6).** The website: **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 to 6).**

The Executive Engineer (Electrical), Lighting, Zone-IV, KMC invites e-tender online, two part bid system for the following work:
NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/90/24-25/SP
Name of the work: **Supply and delivery of LED fittings at South Road, Kabi Sukanta Road, Lake East 3rd Road etc. areas in Ward No.-103, BR-XI.** Estimated amount: ₹ **4,96,791.60 as per Boq.** Earnest money: ₹ **10,000.00.** Period of completion: **20 days.** Last date and time of completion of bid: **10.08.2024 up to 12 noon.** The bid forms and other details are available on and from **02.08.2024 from 12 noon** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The Executive Engineer (Electrical), KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following work:
NIT No. : KMC/ELY/ESTM-40/24-25 (1st Call)
Name of the work: **Restoration of multiple CCTV cameras from EM Bye Pass to Bio-Mining Project at Dhapa Dumping Ground under KMC.** Estimated amount: ₹ **3,64,872.60.** Earnest money: ₹ **7,300.00.** Period of completion: **07 days.** Last date and time of submission of bid: **16.08.2024 - 4 pm.** The bid forms and other details are available on and from **05.08.2024 - 4 pm** from the website **https://wbtenders.gov.in**

The Director General (Sewerage & Drainage), KMC invites e-tender online item/percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/S_D/TDPSA/05/24-25 (1st Call)
Name of the work: **Dismantling, repairing, overhauling and reinstallation with allied works of 1670 LPS vertical pump unit no. 2 at Topsia Point A Drainage Pumping Station.** Estimated amount: **Open quotation.** Earnest money: **2% of quoted amount.** Period of completion: **21 days.** Last date and time of submission of bid: **10.08.2024 - 5 pm.** The bid forms and other details are available on and from **02.08.2024 (5 pm).** For corrigendum etc., if any, the same website has to be seen.

(2) NIT No. : S_D/SOU/BRIX/MBD/824
Name of the work: **Removal of silt and other floating materials from Chetla Boat Canal near LS10 under BR-IX.** Estimated cost (including GST & CESS): ₹ **3,04,688.27.** Earnest money: ₹ **6,500.00.** Period of completion: **21 days.** Bid submission start date (online): **01.08.2024 up to 2 pm.** Last date and time of submission of bid (online): **08.08.2024 up to 2 pm.** The bid documents and other details will be available on and from **01.08.2024 at 2 pm.** The website: **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 & 2).**

(3) NIT No. : KMC/PBPS/AD/M-11/2024-2025
Name of the work: **Urgent lifting, checking and thorough repairing, servicing including replacement of worn out spare parts of 39 cusec capacity SWF pump unit no. 2 at PDPS under PBPS(Drg.)/S&D.** Estimated cost: **Quotation.** Earnest money: **2% of quoted rate.** Period of completion: **25 days.** Last date and time of submission of bid: **14.08.2024 up to 3 pm.** The bid forms and other details are available on and from **05.08.2024 (5.30 pm)** from the website **https://wbtenders.gov.in**

The Municipal Secretary, KMC invites quotation for the following works:
(1) Name of the work: **Quotation are invited from reputed/contractor decorators to erect a temporary pandal/stage at KMC C.M.O Building (Licence Gate) for the functions to be held on 15th August 2024.** Estimated amount: **Quotation.**
(2) Name of the work: **Quotation are invited from reputed electric contractors to erect a temporary P.A. system & lighting arrangement and etc. at KMC C.M.O Building (Licence Gate) for the functions to be held on 15th August 2024.** Estimated amount: **Quotation.** Last date and time of submission of documents: **03.08.2024 at 12 noon (For Sl. No. 1 & 2).** Documents open date: **03.08.2024 at 1 pm (For Sl. No. 1 & 2).**

The Deputy Chief Engineer (M)/SCD, KMC invites e-tender online item rate two bid system for the following work:
NIT No. : KMC/SCD(N)/2024-25/03
Name of the work: **Dismantling, repairing & replacement of damaged spare parts and body along with engine portion of Bucket machine set no. S.C.D(N)/7/14 & S.C.D(N)/7A/14 of S.C.D (North).** Estimated value of tender: **NA.** Period of completion: **14 days.** Last date & time of submission of bid: **10.08.2024 (12 noon).** The bid forms & other details will be available on & from **03.08.2024 (9 am)** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The Deputy Chief Engineer (Elec.)/Sewerage & Drainage, KMC invites e-tender online item rate two bid system for the following work:
NIT No. : KMC/PBPS/AD/M-12/2024-2025
Name of the work: **Urgent lifting & repairing, servicing & replacement of worn out spare parts of the pump unit no. C at Jameslong Sarani DPS under PBPS(Drg.)/S&D.** Estimated cost: **Quotation.** Earnest money: **2% of quoted rate.** Period of completion: **21 days.** Last date and time of submission of bid: **14.08.2024 up to 3 pm.** The bid forms and other details are available on and from **05.08.2024 (5.30 pm)** from the website **https://wbtenders.gov.in** (327/24-25)

সিন্ধুর পরে লক্ষ্য সেনও ব্যাডমিন্টনের নকআউট পর্বে

এবার পদকের দৌড় শুরু

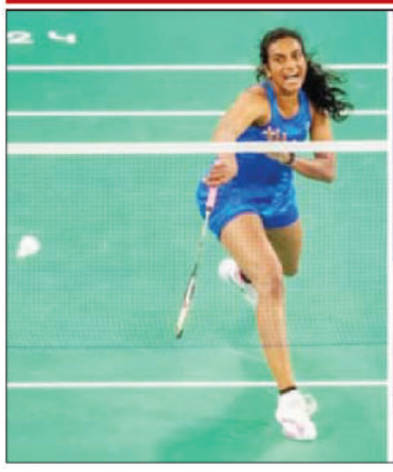

প্যারিস, ৩১ জুলাইঃ হ্যাটট্রিকের স্বপ্ন কি পূরণ হবে? গত বছরটা চোট আঘাতে কেটে গিয়েছে। একটাই মাত্র টুর্নামেন্টের ফাইনালে উঠতে পেরেছিলেন তিনি। মনে হয়েছিল, অলিম্পিকেও খোঁড়াতে হবে তাঁকে। আপাতত সেই সম্ভাবনা নেই। উল্টে বলতে হচ্ছে, ভারতের মেয়ের পদকের গন্ধ পেতে শুরু করে দিয়েছেন। গ্রুপের দ্বিতীয় ম্যাচ জিতে স্ট্রেট গেমে প্রি-কোয়ার্টারে উঠে পড়লেন পিভি সিন্ধু। একা কি সিন্ধু, লক্ষ্যভেদের পথে এগিয়ে চলেছেন লক্ষ্য সেনও। জোনাথন ক্রিস্টিকে হারিয়ে প্রি-কোয়ার্টারে উঠে পড়লেন লক্ষ্যও। ফর্ম, ফিটনেস, বিপক্ষকে পড়তে পারা, পরিস্থিতি অনুযায়ী স্ট্র্যাটেজি বদল, নিজের উপর ভরসা রাখা-অনেক কিছু নির্ভর করে পদকের কাছাকাছি পৌঁছনোর জন্য। পিভি সিন্ধু অভিজ্ঞ শাটলার। তিনি জানেন, বড় টুর্নামেন্টে সেরাটা দিতে হলে এ সবের বাইরে দরকার পড়ে আরও একটা জিনিস, স্বপ্নপূরণের তাগিদ। রিও, টোকিওর মতো প্যারিসেও সিন্ধুর মধ্যে আবার দেখা তাইই। ক্রিস্টিন কুব্বাকে দাঁড়াতেই দিলেন না সিন্ধু। ২১-৫, ২১-১০-এ জিতলেন। এই ফলাফলই প্রমাণ করে দিল, সিন্ধু কতটা আগ্রাসী অলিম্পিকে পদকের হ্যাটট্রিক করার জন্য, ইতিহাসে পাকাপাকি থেকে যাওয়ার জন্য। লক্ষ্যের লড়াই অনেক কঠিন ছিল। বিশ্বের তিন নম্বর শাটলার জোনাথন। লক্ষ্যর বিরুদ্ধে এর আগে জিতেওছেন। কিন্তু প্যারিসের মঞ্চে লক্ষ্যকে টলাতে পারলেন না। প্রথম গেমটা লক্ষ্য জিতেছিলেন ২১-১৮। এটুকু বললে ম্যাচের গভীরে ঢোকা হবে না। একটা সময় ২-৮ পিছিয়ে ছিলেন লক্ষ্য। সেখান থেকে নিজের নার্ভ ধরে রাখেন। টানা লড়াই চালিয়ে যান তাঁর থেকে র‍্যাঙ্কিংয়ে অনেক এগিয়ে থাকা শাটলারের বিরুদ্ধে। সুযোগসন্ধানী থেকেছেন। স্ম্যাশের বিরুদ্ধে ডিফেন্সিভ খেলেছেন যেমন, পাল্টা লড়াইও করেছেন। প্রথম গেমটার পর মেন্টর প্রকাশ পাড়ুকোন বলেই দিয়েছিলেন, ''দিনটা তোমারই, নিজের ফোকাস হারিও না। স্ম্যাশে যাও। ফোরহ্যান্ডে বেশি খেলাও জোনাথনকে।'' তাই-ই করলেন লক্ষ্য। দ্বিতীয় গেমটা সহজেই জিতলেন লক্ষ্য। আসলে লক্ষ্যর চমৎকার ছকে বারবার ফেঁসেছেন ইন্দোনেশিয়ার প্লেয়ার। ২১-১২-তে জিতলেন লক্ষ্য। গ্রুপ শীর্ষে থেকে শেষ করলেন। সিঙ্গলসে দুই তারকার চমৎকার পারফরম্যান্স কিন্তু ভারতকে ব্যাডমিন্টন থেকেও পদকের স্বপ্ন দেখাতে শুরু করেছে। যদিও লড়াই অনেক বাকি। সিন্ধু আর লক্ষ্য ভালোই জানেন।

হার্দিককে বিশেষ দায়িত্ব দিলেন গম্ভীর সূর্যকে নিয়ে কী বললেন পান্ডিয়া?

কলম্বো, ৩১ জুলাইঃ এক মাস পেরিয়ে গিয়েছে। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জিতেই বড় ঘোষণা করেন বিরাট কোহলি। তাঁর কিছুক্ষণের মধ্যেই রোহিত শর্মাও। টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে দেশের হয়ে আর তাঁরা খেলবেন না। রোহিত শর্মা আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি থেকে অবসর নেওয়ার পর মনে করা হয়েছিল, ক্যাপ্টেন্সি দেওয়া হবে হার্দিক পান্ডিয়াকেই। দীর্ঘ সময় রোহিতের ডেপুটি ছিলেন। রোহিতের অনুপস্থিতিতে বেশ কিছু ম্যাচ এবং সিরিজে ভারতকে নেতৃত্ব দিয়েছেন। তবে শ্রীলঙ্কায় টি-টোয়েন্টি ক্যাপ্টেন বেছে নেওয়া হয় সূর্যকুমার যাদবকে। কোচ গৌতম গম্ভীর পরিষ্কার বলেছিলেন, তাঁর ফিট ক্যাপ্টেন চাই। তবে টিমে যে হার্দিকের গুরুত্ব কমে যায়নি সেটা বুঝিয়ে দিলেন গৌতম গম্ভীর। শ্রীলঙ্কাকে তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টিতে ক্লিন সুইপ করেছে ভারত। ওয়ান ডে-তে নেই হার্দিক। অভিজ্ঞ এই অলরাউন্ডারকে কোচ গৌতম গম্ভীর সতীর্থদের কিছু বলতে বলেন। কী বললেন হার্দিক পান্ডিয়া? শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে তৃতীয় টি-টোয়েন্টিতে বিশ্রাম দেওয়া হয়েছিল হার্দিককে। এরপর টি-টোয়েন্টিতে ঘরের মাঠে বাংলাদেশ সিরিজ রয়েছে। সেই সিরিজে ফিরবেন হার্দিক। শ্রীলঙ্কায় টি-টোয়েন্টি সিরিজে প্রথম দু-ম্যাচে ভরসা দিয়েছিলেন ভারতীয় দলের অলরাউন্ডার হার্দিক পান্ডিয়া। শ্রীলঙ্কাকে ক্লিন সুইপের পর ড্রেসিংরুমে হার্দিক বলেন, ''এই পিচে প্রথমে ব্যাট করা, আমরা শুরুতেই চ্যালেঞ্জের সামনে পড়েছিলাম। পরিস্থিতি কঠিন ছিল। শুরুতেই পরপর উইকেট হারিয়েও শুভমন-রিয়ান যে ভাবে ব্যাট করল, জুটি গড়ল, তা প্রশংসনীয়। আমরা যে বলে থাকি, পরিস্থিতি অনুযায়ী খেলা, এটা তারই উদাহরণ। লড়াই করার মঞ্চ তৈরি করে দিয়েছিল ওরা। লোয়ার অর্ডারে ওয়াশিংটন ও বিষ্ণোইয়ের অবদানও ভোলার নয়।'' ক্যাপ্টেন সূর্যকুমার যাদবকে নিয়েও উচ্ছ্বসিত হার্দিক পান্ডিয়া। সতীর্থকে নিয়ে বললেন, ''গৌতি ভাইও যেমন বলল, সূর্য তুমি সত্যিই দুর্দান্ত। কঠিন পরিস্থিতিতে বোলারদের যে ভাবে ব্যবহার করলে, বিশেষ করে স্লগ ওভারে, তা ব্রিলিয়ান্ট।'' পাশাপাশি ওয়াশিংটন সুন্দরের বোলিংকেও প্রশংসায় ভরিয়ে দেন হার্দিক। যাঁরা ওয়ান ডে সিরিজে খেলবেন, সেই সতীর্থদেরও শুভেচ্ছা জানান এবং বার্তা দেন ওয়ান ডে-তেও এ ভাবেই দুর্দান্ত পারফর্ম করতে হবে।

সময় এসে গিয়েছে ইন্ডিয়া! প্যারিসে পৌঁছে বার্তা দিলেন সোনার ছেলে নীরজ চোপড়া

প্যারিস, ৩১ জুলাইঃ নীরজ চোপড়ার দিকে তাকিয়ে পুরো ভারত। তিনি মানে আশাবাদ, তিনি মানে আশার আলো। প্যারিস অলিম্পিক্সে ভারত ইতিমধ্যেই দুটি ব্রোঞ্জ পেয়েছে। আর দুটি পদকের মালকিন হলেন শুটার মনু ভাকের। ২২ বছরের তরুণী প্যারিসে ভারতের 'হিরো'। ভারত অবশ্য সোনার জন্য তাকিয়ে রয়েছে নীরজের দিকে। জ্যাভলিন ইভেন্ট শুরু ৬ আগস্ট, ফাইনাল ৮ আগস্ট। সেদিনই নীরজের আসল পরীক্ষা। তিনি চোটের কারণে কয়েকদিন ভুগেছিলেন। তারপর অবশ্য ঘরে বসে থাকেননি, চলে যান জার্মানিতে। সেখানে নিবিড় অনুশীলন করেছেন। এমনকী প্যারিসের আগেও তিনি তুরস্কে

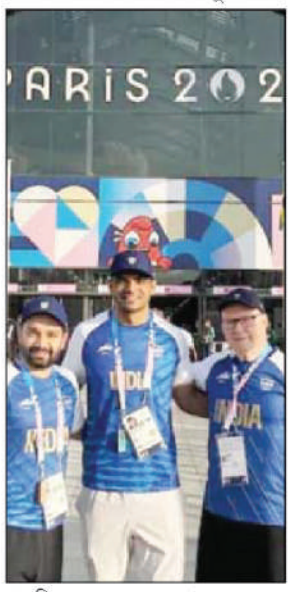

প্রস্তুতি সেরেছেন। বুধবার গেমস ভিলেজে এসে দেশের সোনার ছেলে জানিয়ে দিয়েছেন, ''নমস্কার প্যারিস। সময় এসে গিয়েছে ইন্ডিয়া! এটাই পারফরম্যান্সের সেরা সময়।'' কেরল থেকে কয়েকজন প্যারিসে পৌঁছে গিয়েছেন নীরজকে সমর্থন করার জন্য। তাঁরা গ্যালারিতে থাকবেন তেরঙ্গা নিয়ে। নীরজ সবকিছু জানেন, তিনি পাখির চোখের মতো শুধু সোনার পদক দেখছেন। তিনি ৮৮.৬৬ মিটার ছুড়েছেন, লক্ষ্য ৯০ মিটার। সেটি করতে পারলে তিনি বিশ্বরেকর্ড গড়বেন। এখনও গেমসে অ্যাথলেটিক্স শুরু হয়নি। ট্র্যাক অ্যান্ড ফিল্ড থেকে পদক প্রাপ্তির আশা কম, একজনই আশা, নীরজ। পাঞ্জাব কা পুত্তরের দিকে তাকিয়ে সারা দেশ। এমনকী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে তিনি বলেছেনও, প্যারিস থেকে ফিরে তিনি মায়ের হাতের চুরমা মোদিকে খাওয়াবেন। জিতলে অবশ্য প্রধানমন্ত্রীই কথা বলবেন নীরজের সঙ্গে।

জন্মদিনেই চমক শ্রীজার, অলিম্পিক্সের শেষ ষোলোয় হায়দরাবাদী কন্যা

প্যারিস, ৩১ জুলাইঃ টেবল টেনিসে ভারতের চমক। মনিকা বাত্রার পরে ভারতের আরও এক নামী তারকা শ্রীজা আকুলাও অলিম্পিক্সের প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে পৌঁছে গেলেন। এই ২৬ বছরের হায়দরাবাদী কন্যা বুধবার চিনের জিয়াং চেনকে হারিয়েছেন রুদ্ধশ্বাস লড়াইয়ে। তিনি জিতেছেন ৯-১১, ১২-১০, ১১-৪, ১১-৫, ১০-১২, ১২-১০ গেমে। একটা

সময় মনে হচ্ছিল যে কেউই ম্যাচ জিতে পারেন, কিন্তু নিজের জন্মদিনে শ্রীজার খেলার কাছে পেরে ওঠেননি শক্তিশালী প্রতিপক্ষ। মনিকা বাত্রার পরে শ্রীজা দ্বিতীয় ভারতীয় টিটি তারকা, যিনি শেষ ষোলয় পৌঁছলেন অলিম্পিক্সের মতো সর্বোচ্চ আসরে। মোট ছয় সেটের লড়াইয়ে প্রথম সেট হারেন শ্রীজা। কিন্তু দ্বিতীয় সেট থেকে চিনের বিপক্ষকে দমিয়ে রেখেছিলেন তিনি। শ্রীজার টাইমিং, রিফ্লেক্সের কাছে পরাস্ত হন জিয়াং। পঞ্চম সেটে শ্রীজা হারলেও পরের সেটে ১২-১০ জিতে তিনি দেখালেন তাঁর মনের জোর কতটা। মনিকার পরে শ্রীজার চমক ভারতীয় টেবল টেনিসে আশার আলো। শ্রীজা দলে এসেছিলেন বাংলার ঐহিকা মুখোপাধ্যায়ের স্থানে। ২৬ বছরের এই তারকার জাতীয় দলে অন্তর্ভূক্তি নিয়ে বিতর্ক হয়েছিল। কিন্তু তিনি পদকের কাছে পৌঁছে প্রমাণ করলেন অভিজ্ঞতার কোনও বিকল্প নেই। শ্রীজা হায়দরাবাদের কুটাকাপল্লিতে বাঙালি কোচ সোমনাথ ঘোষের কাছে কোচিং করেন। শ্রীজা খেলার পাশাপাশি পড়াশুনোতেও দারুণ মেধাবী, তিনি ৯৮ শতাংশ নম্বর পেয়ে কমার্সে স্নাতক হয়েছেন।

প্যারিসে স্বপ্ন দেখাচ্ছেন স্বপ্নিল, বৃহস্পতিবার ফের পদকের সম্ভাবনা শুটিংয়ে

প্যারিস, ৩১ জুলাইঃ ভারতকে ফের পদকের স্বপ্ন দেখাচ্ছেন আরও এক শুটার। স্বপ্নিল কুসালে বুধবার থ্রি পজিশন ৫০ মিটার রাইফেল ইভেন্টের ফাইনালে পৌঁছে গেলেন। তিনি ৫৯০ পয়েন্ট স্কোর করেছেন। ৬০টির মধ্যে মোট ৩৮ বার তিনি বুলস আই-তে মেরেছেন। স্বপ্নিল পারলেও তাঁর সতীর্থ ঐশ্বর্য প্রতাপ সিং তোমার ৫৮৯ পয়েন্ট পেয়ে একাদশতম স্থানে শেষ করেছেন। তিনি ফাইনাল রাউন্ডে ওঠার যোগ্যতা পাননি। বুধবার রাইফেল ইভেন্টের শুরু থেকেই স্বপ্নিল দারুণ পারফরম্যান্স দেখিয়েছেন। প্রথম দুটি সিরিজে তিনি ৯৯ স্কোর করেছেন একশর মধ্যে। পরের দুটি সিরিজে ৮৯ স্কোর করলেও তিনি যে ফাইনালে যাবেন, সেটি তাঁর আত্মবিশ্বাস দেখেই বোঝা গিয়েছে। শুটিং ইভেন্টে এর আগে দুটি পদক এনেছেন মনু ভাকের। তাঁর আরও একটি ইভেন্টে রয়েছে শনিবারও। সেদিন পদক জিতলে হ্যাটট্রিক করবেন। এমন কৃতিত্ব ভারতের আর কারও নেই। স্বপ্নিল থ্রি পজিশন ৫০

মিটার রাইফেল ইভেন্টে নিজের নামের সুবিচার করেছেন। তবে তাঁর থেকেও বেশি আশা ছিল ঐশ্বর্য সিং তোমারকে নিয়ে। তিনি ব্যর্থ হলেও স্বপ্নিল ফাইনালে উঠে পদকের সম্ভাবনা উজ্জ্বল করলেন। বৃহস্পতিবার দুপুর একটা থেকে স্বপ্নিলের ফাইনাল ইভেন্ট শুরু হবে। এদিকে, পিভি সিন্ধু ব্যাডমিন্টনের নকআউট রাউন্ডে পৌঁছে গেলেন। এস্তোনিয়ার ক্রিস্টিন কুবাকে প্রথম গেম ২১-৫-এ জিতে নেওয়ার পরে দ্বিতীয় গেম সিন্ধু জিতে নেন ২১-১০। প্রথম গেমটি ১৪ মিনিটে জিতে নিয়েছেন। দ্বিতীয় গেমে বিপক্ষ লড়লেও সিন্ধুকে থামানো যায়নি। তিনি মাত্র ৩২ মিনিটে জিতে পদকের লড়াইয়ে চলে গেলেন। এবার তিনি দৌড়বেন পদকের লক্ষ্যে।

মেয়েকে হত্যার হুমকি, আর্জেন্টিনায় আর ফিরতে চান না দি মারিয়া

বুয়েনস আইরেস, ৩১ জুলাইঃ বুলেটবিদ্ধ শূকরের একটি মাথা হুমকি হিসেবে আনহেল দি মারিয়ার পারিবারিক ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানে পাঠানো হয়েছে। এরপর গতকাল আর্জেন্টিনার এই তারকা উইঙ্গার জানিয়েছেন, নিরাপত্তার শঙ্কা থেকেই তিনি জন্মভূমি রোজারিওতে ফিরে নিজের ক্যারিয়ারের ইতি টানবেন না। দি মারিয়ার জন্ম আর্জেন্টিনার রোজারিওতে। সেখানকার ক্লাব রোজারিও সেন্ট্রালের বয়সভিত্তিক দল থেকে উঠে এসেছেন। দুই মরসুম খেলেছেন ক্লাবটির মূল দলেও। ২০২২ সালে কাতারে আর্জেন্টিনার হয়ে বিশ্বকাপ জেতা দি মারিয়া এর আগে বলেছিলেন, তিনি নিজের শৈশবের ক্লাব রোজারিওতে ফিরতে চান। রোজারিও আর্জেন্টিনার তৃতীয় বৃহত্তম শহর। সাম্প্রতিক সময়ে এ শহরে গ্যাংভিত্তিক অপরাধের বিস্ফোরণ ঘটেছে। আর্জেন্টিনার টিভি স্টেশন 'রোজারিও ৩'-কে দি মারিয়া বলেছেন, ''আমাদের বোনের ব্যবসায় হুমকি দেওয়া হয়েছে একটি বাক্সে করে শূকরের মাথা পাঠানো হয়েছে, যার কপাল বুলেটবিদ্ধ। চিরকুটও দেওয়া হয়েছে। যেখানে বলা হয়েছে, আমি যদি (রোজারিও) সেন্ট্রালে ফিরি, তাহলে পরবর্তী মাথাটি হবে আমার (ছোট) মেয়ে পিয়ার।'' দি মারিয়া এরপর বলেছেন, ''আমি এভাবে রোজারিওতে ফিরব না। ওরা আমার পরিবারের প্রতি হাত বাড়িয়েছে, আমি কোনোভাবেই সেটা হতে দেব না।'' পরিবারের 'শান্তি ও সুখ' রক্ষা করার কথাও বলেছেন দি মারিয়া। রিয়াল মাদ্রিদ, ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড, পিএসজি, জুভেন্তাস ও বেনফিকার মতো ক্লাবে খেলা দি মারিয়া এর আগেও হুমকি পেয়েছেন। তাঁর পরিবার যেখানে বাস করে, সেখানে গত মার্চে একটি চিরকুট পাঠানো হয়। সেই চিঠিতেও রোজারিওর কোনো ক্লাবে যোগ দিলে দি মারিয়া এবং তাঁর পরিবারের জীবননাশের হুমকি দেওয়া হয়েছিল। আর্জেন্টিনার কর্তৃপক্ষ তখন বলেছিল, নিজেদের শক্তি প্রদর্শন করতে হুমকিটি দিয়েছে অপরাধী চক্র। রাজারিও আর্জেন্টিনার সান্তা ফে প্রদেশের শহর। সান্তা ফের গভর্নর মাক্সিমিলিয়ানো পুয়ারো এ মাসেই বলেছেন, বিখ্যাত ও বহুপরিচিত

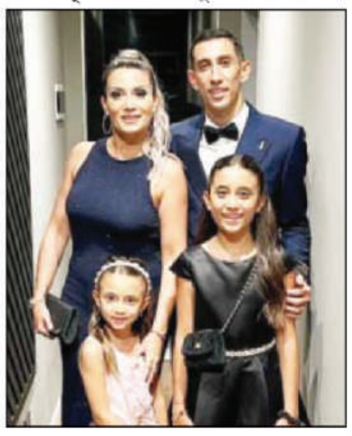

ব্যক্তিদের নিরাপত্তা নিশ্চিতের জন্য ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। কিন্তু দি মারিয়া ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেছেন, ''বাসের অপেক্ষায় লোকে দাঁড়াতে পারছে না, একটি ব্যাকপ্যাকের জন্য খুন হচ্ছে কিংবা চুরি-ডাকাতির শিকার হচ্ছে। রোজারিওর লোকজন কাজের জন্য বাইরেও যেতে পারে না। এমন পরিস্থিতিতে আমার নিরাপত্তা নিয়ে কথাটা অসম্মানজনক।'' দক্ষিণ আমেরিকার হাইপ্রোফাইল কিছু ফুটবলার অপরাধীদের হুমকি থেকে অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডেরও শিকার হয়েছেন। ব্ল্যাকমেল থেকে অপহরণের ঘটনা পর্যন্ত ঘটেছে। গত বছর রোজারিওতে লিওনেল মেসির স্ত্রী আন্তোনেলা রোকুজ্জোর পারিবারিক দোকানে গুলি চালিয়েছিল বন্দুকধারীরা। শক্তি প্রদর্শনের জন্য হুমকি দিয়ে একটি চিরকুটও রেখে গিয়েছিল তারা। এ ছাড়া কলম্বিয়ার গেরিলা যোদ্ধারা গত অক্টোবরে লিভারপুলের ফুটবলার লুইজ দিয়াজের বাবাকে অপহরণ করেছিল। ১২ দিন আটক রাখার পর তাঁকে মুক্তি দেওয়া হয়।

সেই ফ্রান্সকেই প্রতিপক্ষ হিসেবে পেল আর্জেন্টিনা

প্রথমার্ধের সাদামাটা পারফরম্যান্সের পর দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে জালের দেখা পেল আর্জেন্টিনা। মরিয়া চেষ্টা করেও পথ খুঁজে পেল না ইউক্রেইন বরং শেষ দিকে হজম করল আরেকটি গোল। স্বস্তির জয়ে প্যারিস অলিম্পিকসের ফুটবল ইভেন্টের কোয়ার্টার ফাইনালে উঠল হাভিয়ের মাসচেরানোর দল।

প্যারিস, ৩ জুলাইঃ টানা দুই জয়ে অলিম্পিকের শেষ আট নিশ্চিত করেছে আর্জেন্টিনা। শেষ আটে যাওয়ার লড়াইয়ে আজ ইউক্রেনকে ২-০ গোলে হারিয়েছে তারা। ম্যাচজুড়ে দাপুটে ফুটবল খেলা আর্জেন্টিনা দুই গোলই করেছে বিরতির পর। আর্জেন্টিনার হয়ে প্রথম গোলটি করেন থিয়াগো আলমাদা। আর শেষ হওয়ার আগমুহূর্তে দ্বিতীয় গোলটি করেন ক্লদিও এচেভেরি। এ জয়ের পরও অবশ্য 'বি' গ্রুপে চ্যাম্পিয়ন হতে পারেনি আর্জেন্টিনা। পয়েন্ট ও গোল ব্যবধান মরক্কোর সমান হওয়ায় দেখা হয়েছে দুই দলের মুখোমুখি লড়াইয়ের ফল। গ্রুপের অন্য ম্যাচে মরক্কো ৩-০ গোলে হারিয়েছে ইরাককে। প্রথম ম্যাচে আর্জেন্টিনাকে ২-১ গোলে হারানো মরক্কো হয়েছে গ্রুপসেরা। আজ 'সি' গ্রুপের ম্যাচে স্পেনকে ২-১ গোলে হারিয়েছে মিসর। ইউক্রেনের বিপক্ষে এদিন ম্যাচের শুরু থেকেই আক্রমণে যায় আর্জেন্টিনা। ১০ মিনিটের মধ্যে গোলের একাধিক সুযোগও তৈরি করে তারা, কিন্তু পাওয়া হয়নি কাঙ্ক্ষিত গোলটি। শুরুর চাপ সামলে আক্রমণে যাওয়ার চেষ্টা করে ইউক্রেনও। পরপর কয়েকটি আক্রমণও শানায় তারা। কিন্তু গোল আদায় করতে পারেনি তারা। প্রথম

৩০ মিনিটে ম্যাচের প্রায় পুরোটাই দখলে ছিল আর্জেন্টিনার। এ সময় ৭৫ শতাংশের বলের দখল ছিল তাদের। তবে আর্জেন্টিনার বেশির ভাগ আক্রমণই ইউক্রেনের বক্সের কাছাকাছি গিয়ে নষ্ট হয়েছে। ফলে বলের দখলে এগিয়ে থাকলেও সেভাবে সুযোগ তৈরিতে পারেনি তারা। অন্যদিকে বলের নিয়ন্ত্রণে পিছিয়ে থাকলেও প্রথমার্ধের শেষ দিকে দারুণ কিছু সুযোগ তৈরি করে ইউক্রেনও। তবে তাতে ভাঙেনি আর্জেন্টিনার রক্ষণদেয়াল। বিরতির পর অবশ্য ইউক্রেনের রক্ষণব্যূহ ভাঙতে মাত্র ২ মিনিট সময় লাগে আর্জেন্টিনার। ক্রিস্তিয়ান মেদিনার কাছ থেকে বল পেয়ে কিছু দূর এগিয়ে এগিয়ে এসে বক্সের কাছাকাছি জায়গা থেকে দুর্দান্ত এক শটে গোল করেন থিয়াগো আলমাদা। গোল খেয়ে ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করে ইউক্রেন। কিছু সুযোগও তৈরি করে তারা, কিন্তু পায়নি কাঙ্ক্ষিত গোলটি। উল্টো ম্যাচের শেষ দিকে এচেভেরির গোলে আরও পিছিয়ে যায় তারা। দারুণ এক জয় নিয়েই মাঠ ছাড়ে আর্জেন্টিনা। একই রাতের অন্য ম্যাচে ইউরো চ্যাম্পিয়নস স্পেনকে হারিয়ে চমক দেখিয়েছে মিসর। ইব্রাহিম আদলের জোড়া গোলে স্পেনকে তারা হারিয়েছে ২-১ গোলে। দারুণ নৈপুণ্য দেখানো ইব্রাহিম ম্যাচের ৪০ মিনিটে এগিয়ে দেন মিসরকে। বিরতির পর ৬২ মিনিটে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন তিনি। ম্যাচের ৯০ মিনিট স্যামুয়েল ওমোরোদিওন গোল করলেও তাতে হার ঠেকাতে পারেনি স্পেন। এ জয়ে ৭ পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপের শীর্ষে থেকেই পরের পর্বে গেল মিসর। ৬ পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপ রানার্সআপ হয়ে পরের পর্বে গেছে স্পেন। ২০২২ কাতার বিশ্বকাপের ফাইনালে খেলা আর্জেন্টিনা-ফ্রান্স এবার প্যারিস অলিম্পিক ফুটবলের কোয়ার্টার ফাইনালে মুখোমুখি। আগামী শুক্রবার রাতে বোর্দোয় সেমিফাইনালে ওঠার লড়াইয়ে মুখোমুখি হবে দুই দল।

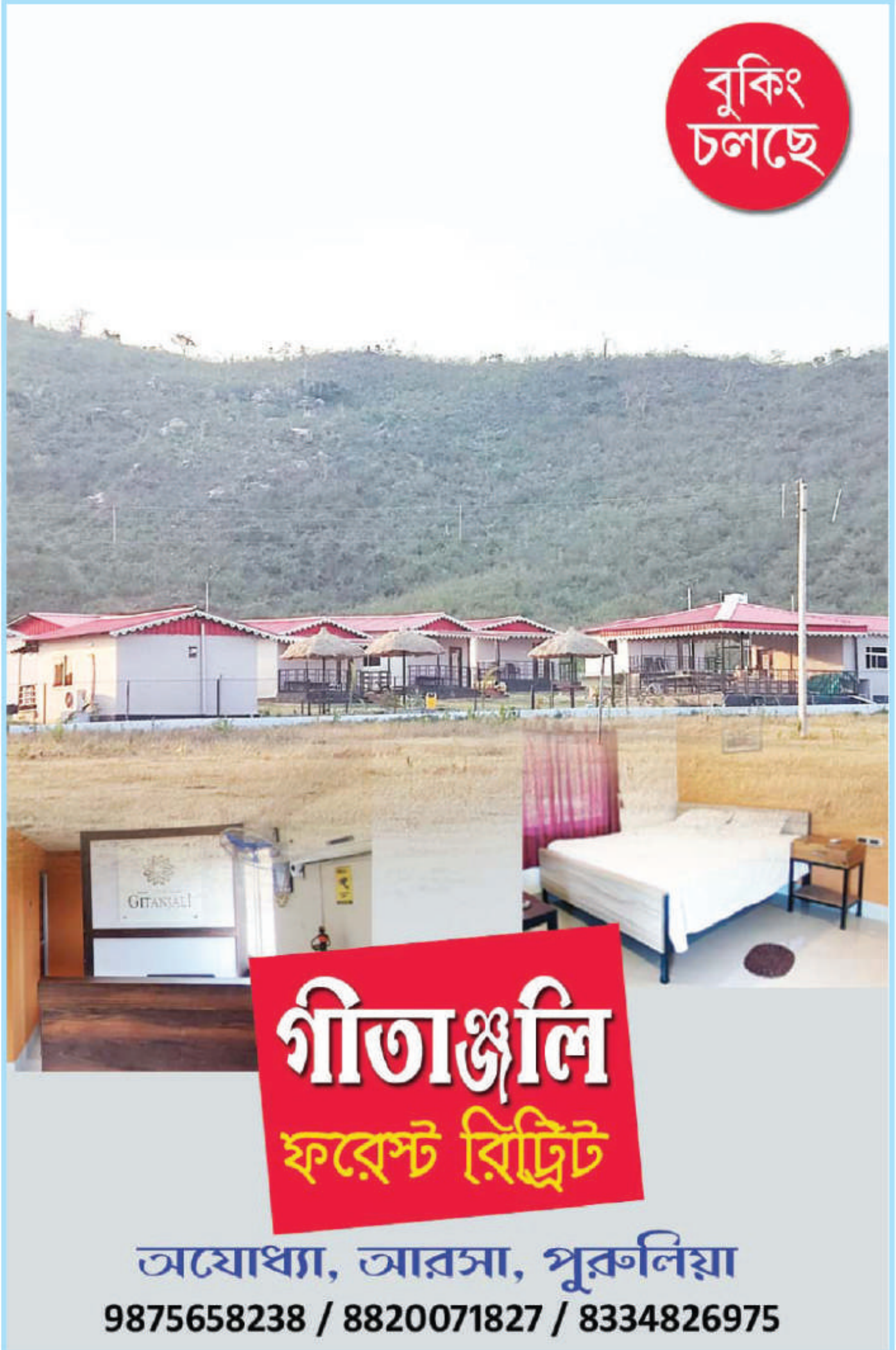

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar E-mail: dailydurantabarta@gmail.com